হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

মিস্টার মিসন'স উইল

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

আরেকটি বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস

মিস্টার মিসন'স উইল

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

কীসের গল্প বলব একে? সাগরের গল্প বলতে পারি,
আবার বলতে পারি জাহাজডুবিরও গল্প।
নিটোল প্রেম আছে এতে, আছে নির্দয় প্রতারণা,
এমনকী নিঃস্বার্থ ত্যাগের ঘটনা। সবই ঘটছে
মিস্টার মিসনের উইলকে নিয়ে।
তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে তরুণী লেখিকা অগাস্টা,
মি. মিসনের ভাইপো ইউস্টেস-সহ আরও অনেকে।
প্রশান্ত মহাসাগরের এক নির্জন দ্বীপ এবং মহানগরী
লণ্ডনের বুকে জমে উঠেছে শ্বাসরুদ্ধকর নাটক।
চলুন পাঠক, দেখে আসি কী ঘটছে আসলে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এক

অগাস্টা ও তার প্রকাশক

বার্মিংহামের সঙ্গে যাঁদের সামান্যতম যোগাযোগও আছে, তাঁদের সবাই সংক্ষিপ্তভাবে *মিসন'স* নামে পরিচিত সুবিশাল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটাকে এক নামে চেনেন। পুরো ইয়োরোপে এত বড় আর কোনও প্রকাশনী নেই। লিমিটেড কোম্পানির নিয়মে পরিচালিত হয় প্রতিষ্ঠানটি—বাজারে শেয়ার ছাড়া হয়েছে। তবে মূল মালিক তিনজন—মি. মিসন নিজে হচ্ছেন ম্যানেজিং পার্টনার; স্লিপিং পার্টনার হিসেবে আছেন মি. অ্যাডিসন ও মি. রসকো।

ব্যবসায়িক জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এই *মিসন অ্যাণ্ড কোম্পানি*। সোয়া দুই একর জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠানটি, দুই হাজার কর্মচারী দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে ওখানে। বেতনভুক একশোজন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা আছে, তারা সপ্তাহে তিন পাউণ্ডের বেতনে পুরো ইয়োরোপে ঘুরে বেড়ায়, বিলি করে *মিসন'স*-এর প্রকাশিত বই, যার বেশিরভাগই প্রধানত ধর্মীয় বিষয়-আশয়ের উপর। পঁচিশজন বেতনভুক লেখকও আছে প্রকাশনীতে, বার্ষিক একশো পাউণ্ড থেকে পাঁচশো পাউণ্ড পায় তারা,, বিনিময়ে সারাটা দিন কাটায় বেজমেণ্টের খুপরির মত কামরায়... *জন্ম* দেয় একের পর এক বইয়ের, ওগুলো বিক্রি করেই নাম-যশ কামায় প্রতিষ্ঠানটি। এ ছাড়াও রয়েছে সম্পাদক,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সহ-সম্পাদক; বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের প্রধান; ফিনানশিয়াল বিভাগের কেরানির দল, প্রুফ-রিডার, বেশ কিছুসংখ্যক ম্যানেজার, ইত্যাদি। মজার ব্যাপার হলো, এই বিশাল কর্মচারী-বাহিনীর কাউকেই নাম ধরে ডাকা হয় না ওখানে, সবার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে একটা করে নাম্বার, কারণ *মিসন'স*-এ কারও ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত সত্তার স্থান নেই। যন্ত্রসুলভ দক্ষতায় কাজ করতে হয় সেখানে, মানবিক ব্যাপার-স্যাপার একেবারেই অচল।

সোজা কথায় এই প্রকাশনী হলো একটা টাকা-কামানোর মেশিন। সেই লক্ষ্যে যন্ত্রসুলভ প্রক্রিয়া অবলম্বন করায় টাকা আসছে স্রোতের মত। দিনে দিনে ফুলে-ফেঁপে একাকার হচ্ছেন প্রতিষ্ঠানের তিন মালিক। প্রাসাদতুল্য যে-বাড়িগুলোতে তাঁরা বাস করেন, সেগুলোর সামনে প্রাচীন ব্যাবিলন, কিংবা রোম-সভ্যতার বিলাসবহুল ইমারতগুলো কিছু নয়। একেকজনের কাছে যে-পরিমাণ ধনসম্পদ, আর্ট, বা দামি পাথরের কালেকশন আছে তা আগের আমলের রাজাদের কাছেও সম্ভবত থাকত না।

এই সাফল্যের প্রধান রূপকার হচ্ছেন মি. মিসন। অত্যন্ত ধূর্ত এবং হিসেবি এক মানুষ। নইলে শুধু বইয়ের ব্যবসা করে কারও পক্ষে এমন ধনী হওয়া সম্ভব নয়। তা-ই যদি হতো, তা হলে দুনিয়ায় সমস্ত লেখক আর প্রকাশক ধনকুবের হয়ে যেত। মি. মিসনের ব্যবসার আসল রহস্য হলো বইয়ের বিষয়বস্তু। বইয়ের নামে আসলে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করছেন তিনি; লোক-দেখানো দু'-চারটে গল্প-উপন্যাস বা কবিতার বই ছাপেন বটে, কিন্তু তাঁর সিংহভাগ প্রকাশনাই হচ্ছে ধর্মীয় বইপত্রের। আর ধর্মের ব্যবসা যে কতটা রমরমা, তা সম্ভবত কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই?

যে-বিশেষ দিনটিতে আমাদের এ-কাহিনি শুরু হচ্ছে, সেদিন মি. মিসন তাঁর অফিসে বসে ছিলেন, থমথমে মুখ নিয়ে

www.BanglaBook.org

উল্টেপাল্টে দেখছিলেন হিসেবের খাতা। মেজাজ খিঁচড়ে আছে তাঁর, মোটা ভুরুদুটো কুঁচকে গিয়ে কপালের মাঝখান পর্যন্ত উঠে গেছে। সামনে দাঁড়ানো কেরানি তা দেখে থরথর করে কাঁপছে।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে একটা শাখা আছে *মিসন'স*-এর। মূল প্রতিষ্ঠানের মত রমরমা না হলেও একেবারে মন্দ নয় ওটার ব্যবসা, প্রকাশনীর বাৎসরিক আয়ের পনেরো থেকে বিশ শতাংশ আসে ওটা থেকে। এতদিন তা-ই চলছিল, কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতি বদলে গেছে। আমেরিকান এক পাবলিশিং ফার্ম মেলবোর্নে শাখা খুলেছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছে মিসনের সঙ্গে। যে-বই তাঁরা তিন পেন্স দামে ছাড়েন, সে-বই আমেরিকানরা ছাড়ে আড়াই পেন্স দামে। সদ্য-প্রকাশিত বইয়ের ভাল সমালোচনার জন্য যদি একটা পত্রিকাকে তাঁরা ঘুষ দেন, আমেরিকানরা অন্য দুটো পত্রিকাকে ঘুষ দেয় সেটাকে তুলোধুনো করার জন্য! এর ফলে অস্ট্রেলিয়াতে মার খেতে শুরু করেছে *মিসন'স*, বাৎসরিক আয় পনেরো-বিশ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে মাত্র সাত শতাংশে!

স্বভাবতই খেপে গেছেন মি. মিসন, আর এই খেপা দেখে ভয়ে কাঁপছে বেচারা কেরানি।

আচমকা টেবিলের উপর ধড়াম করে একটা কিল বসালেন মি. মিসন। রাগী গলায় বললেন, 'এর একটা বিহিত করা দরকার, নাম্বার থ্রি!'

নাম্বার থ্রি নামে পরিচিত মানুষটি বসে আছে মি. মিসনের টেবিলের একপাশে। মাঝবয়েসী একজন মানুষ, চোখে নীল ফ্রেমের চশমা। মি. মিসনের সম্পাদকদের একজন সে, কোনও এককালে প্রতিভাবান লেখক ছিল, কিন্তু মি. মিসনের কবলে পড়ে সেই পরিচয় হারিয়ে গেছে। এখন সম্পাদনা ছাড়া আর কিছু করে না, আর মাঝে মাঝে ছোটখাট বুদ্ধি-পরামর্শ দেয় মালিককে।

'ঠিকই বলেছেন, সার,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল নাম্বার থ্রি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লক্ষণটা মোটেই শুভ নয়। মিসনের সেল কিনা সাত পার্সেন্টে নেমে এসেছে! এ তো কল্পনাতীত একটা ব্যাপার!'

'তোমার হা-পিত্যেশ শুনতে চাইনি আমি, নাম্বার থ্রি,' সরোষে বললেন মি. মিসন। 'বোকার মত বসে না থেকে একটা বুদ্ধি দাও।'

'ইয়ে...' ইতস্তত করে বলল নাম্বার থ্রি, 'আমার মনে হয় এখান থেকে কাউকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো দরকার। গিয়ে দেখুক, কী করা যায়।'

'কী করা যায়, তা আমার ভালই জানা আছে,' মুখ বাঁকিয়ে বললেন মি. মিসন। 'প্রথমেই ওখানকার গাধাগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে, তারপর অন্য কাজ! বলি কী... আমি নিজেই করব সেটা। অস্ট্রেলিয়ায় আমিই যাব, নাম্বার থ্রি!'

ঠিক তখুনি একজন পিয়ন উদয় হলো, মালিককে সম্মান জানিয়ে একটা কার্ড বাড়িয়ে ধরল... একজন সাক্ষাৎপ্রার্থীর কার্ড।

'মিস অগাস্টা স্মিদার্স,' কার্ডে লেখা নামটা পড়লেন মি. মিসন। 'কী চায়?' নাম্বার থ্রি-র দিকে ফিরলেন। 'তোমরা এখন যেতে পারো। আর হ্যাঁ, মিস স্মিদার্স-কে পাঠিয়ে দিয়ো।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন নাম্বার থ্রি এবং কেরানি। বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। কয়েক মুহূর্ত পর দরজা ঠেলে কামরায় ঢুকল অগাস্টা স্মিদার্স। যুবতী, বয়স পঁচিশের বেশি হবে না। একহারা দেহ, ঢেউ-খেলানো সোনালি চুল, মুখটা অত্যন্ত সুন্দর ও মায়াময়। তবে এ-মুহূর্তে বেশ নার্ভাস হয়ে আছে মেয়েটি।

'হ্যাঁ, মিস স্মিদার্স,' বললেন মিসন, 'বলুন কী করতে পারি?'

'আ... আমি আমার বইটার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি, সার,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল অগাস্টা।

'আপনার বই?' ভুরু কুঁচকে ভুলে যাবার অভিনয় করলেন মি. মিসন। আসলে সেটা স্রেফ অভিনয়। 'কোন্‌টা, বলুন তো? ইয়ে,

www.BanglaBook.org

কিছু মনে করবেন না, এত বই ছাপি আমরা... সবগুলোর কথা মনে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না।'

'*জেমিমা'স ভাউ*, সার।'

'*জেমিমা'স ভাউ?* ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হুম, আমি যদ্দূর জানি, ওটা মোটামুটি চলছে।'

'মোটামুটি! আমি তো দেখলাম, ওটার ষোলো হাজার কপি নিঃশেষ বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আপনারা।'

'তাই নাকি? তা হলে তো বিক্রির অবস্থা আমার আপনিই ভাল জানেন।' বাঁকা চোখে লেখিকার দিকে তাকালেন মিসন। বোঝাতে চাইলেন, বিষয়টা নিয়ে আর কোনও আলোচনা করতে চান না তিনি। অগাস্টা এখন বিদায় হলে খুশি হবেন।

অপমানিত বোধ করল অগাস্টা, ঝট্ করে দাঁড়িয়ে গেল। পরমুহূর্তেই আবার কী যেন মনে পড়তে চেহারাটা করুণ হয়ে উঠল। ইতস্তত করে চেয়ারে বসে পড়ল ও। বলল, 'ইয়ে... ব্যাপার হয়েছে কী... আমি ভাবছিলাম, *জেমিমা'স ভাউ* যেহেতু এতটা ব্যবসাসফল হয়েছে, আপনি আমাকে বাড়তি কিছু পারিশ্রমিক দেবেন...'

কপালে ভাঁজ পড়ল মি. মিসনের। 'কী বললেন আপনি? আবার বলুন তো। আমি মনে হলো ভুল শুনেছি।'

মুখ খোলার সুযোগ পেল না অগাস্টা, তার আগেই দরজা খুলে গেল। অত্যন্ত সুদর্শন এক যুবক প্রবেশ করল মি. মিসনের কামরায়—লম্বা-চওড়া, ফর্সা, নীল দু'চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। হাঁটাচলায় আভিজাত্য এবং ব্যক্তিত্ব ঠিকরে বেরুচ্ছে। অনুমতির তোয়াক্কা না করে ব্যবসায়িক জগতের মূর্তিমান আতঙ্কের ঘরে ও যেভাবে ঢুকল, তা দেখে যে-কারও চোখ কপালে উঠে যাবে। অভিবাদনও জানাল খুব হেলাফেলার ভঙ্গিতে।

'কী খবর, চাচা?' হিসেবের ঢাউস খাতা নিয়ে বসে থাকা মি.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিসনকে বলল যুবক। 'কেমন আছ? চলছে কেমন?' কথাটা শুনে মনে হতে পারে, প্রকাশনা জগতের রাজার সঙ্গে নয়, বরং কথা বলছে অতি সাধারণ কোনও মানুষের সঙ্গে।

জবাব দিলেন না মি. মিসন, বিরক্ত চোখে তাকালেন ভাইপোর দিকে। কিন্তু যুবকটির নজর ততক্ষণে সুন্দরী অগাস্টার দিকে পড়েছে। আচমকা যেন বদলে গেল সে, তাড়াতাড়ি হ্যাট খুলে মাথা নোয়াল, খাঁটি ভদ্রলোকের ভঙ্গিতে অভিবাদন জানাল লেখিকাকে।

'তুমি কি কোনও কাজে এসেছ, ইউস্টেস?' কাঠখোট্টা গলায় জানতে চাইলেন মি. মিসন।

'জরুরি কিছু না,' বলল ইউস্টেস। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল অগাস্টার পাশে, চাচার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন মনে করল না। 'তুমি হাতের কাজ সেরে নাও। তারপর নাহয় কথা বলব।'

কয়েক মুহূর্ত ভাইপোর দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন মিসন, তারপর ফিরলেন অগাস্টার দিকে। বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন এবার... আপনি কি বাড়তি পারিশ্রমিক চাইছেন? মানে... যা ইতোমধ্যে দিয়েছি, তার অতিরিক্ত?'

মাথা ঝাঁকাল অগাস্টা।

কপালের ভাঁজগুলো গভীর হলো মি. মিসনের। 'আপনার এমন আবদারের পিছনে আমি কোনও যুক্তি দেখতে পাচ্ছি না, মিস স্মিদার্স। নিশ্চয়ই ভুলে যাননি, পঞ্চাশ পাউণ্ডের বিনিময়ে *জেমিমা'স ভাউ*-এর কপিরাইট বিক্রি করে দিয়েছেন আপনি!'

'পঞ্চাশ পাউণ্ড!' বিড়বিড় করল ইউস্টেস। 'বেশ সস্তায় পাওয়া গেছে দেখছি!'

মুখ খিঁচিয়ে ভাইপোর দিকে তাকালেন মি. মিসন, ইশারায় মুখ বন্ধ রাখতে বললেন ওকে। তারপর আবার ফিরলেন অগাস্টার দিকে। 'আমার যদ্দূর মনে পড়ে, বিকল্প একটা প্রস্তাব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়া হয়েছিল আপনাকে—কপিরাইট বিক্রি না করে সাত পার্সেন্ট রয়্যালটি নেবার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তা আপনি নেননি। নিলে নিঃসন্দেহে পঞ্চাশ পাউণ্ডের চাইতে অনেক বেশি টাকা পেতেন। ভুল করেছেন, কিন্তু তার দায় তো আমাদের নয়, তাই না?'

প্রকাশক ভদ্রলোকের বাক্যবাণে অসহায় বোধ করছে অগাস্টা, ইচ্ছে করছে এই রুম ছেড়ে পালিয়ে যেতে, কিন্তু গেল না। মান-অপমানের চেয়ে ওর ঠেকাটা এখন অনেক বড়।

ও বলল, 'আমার পক্ষে সাত পার্সেন্ট রয়্যালটির জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না, মি. মিসন।'

'সাত!' আবার বিড়বিড় করল ইউস্টেস। 'এরা তো অন্তত পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্টের মুনাফা লুটছে!'

ভাইপোর কথা না শোনার ভান করলেন মি. মিসন। বললেন, 'দুঃখিত, মিস স্মিদার্স। আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। অভিজ্ঞতা কম নয় আমার, দেখেছি—আপনারা... লেখকরা সারাক্ষণই কোনও না কোনও সমস্যায় ভুগছেন। সেসব দিকে নজর দিলে আমার ব্যবসা লাটে উঠে যাবে। এখানে দানছত্র খুলিনি আমি। আইনমাফিক সমস্ত লেনাদেনা করি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। রুমের একপাশে রাখা সেফের তালা খুললেন, ভিতর থেকে বের করে আনলেন এক বাণ্ডিল কাগজ। সেগুলোর মাঝ থেকে কাঙ্ক্ষিত দলিলটা বের করলেন, তারপর ফিরে এলেন টেবিলে।

'এই যে আপনার চুক্তি,' বললেন মিসন। 'ভাল করে দেখুন, কী লেখা আছে এখানে। কপিরাইট বাবদ পঞ্চাশ পাউণ্ড; অনুবাদের অনুমতি প্রদান বাবদ যা পাওয়া যাবে, তার অর্ধেক; সেই সঙ্গে আগামী পাঁচ বছরে আপনি যা-ই লেখেন, তা আমাদের প্রকাশনী থেকে ছাপতে হবে সাত পার্সেন্ট রয়্যালটি, কিংবা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনধিক একশো পাউণ্ড কপিরাইট-মূল্যে—এগুলোই ছিল শর্ত। কী বলার আছে আপনার, মিস স্মিদার্স? স্বেচ্ছায় এই চুক্তিতে সই করেছেন আপনি, কেউ জোর করেনি। আমরাও অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি চুক্তিটা—পঞ্চাশ পাউণ্ড দিয়েছি কপিরাইট বাবদ; আমেরিকান অনুবাদের অনুমতি থেকে যে-টাকা পেয়েছি, সেটার অর্ধেকও দেয়া হয়েছে আপনাকে। হ্যাঁ, বইটা হিট করেছে, রমরমা ব্যবসা করছে... কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে, আপনি এখন আবার টাকা দাবি করবেন! এ ঘোর অন্যায়... চুক্তি ভাঙার শামিল! কোনও অধিকার নেই আপনার এভাবে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করার।'

মুখের রক্ত সরে গেল অগাস্টার। দুর্বল গলায় বলল, 'পেপারে দেখলাম, ফ্রেঞ্চ আর জার্মানে অনুবাদ হতে যাচ্ছে বইটা। অন্তত ওই বাবদ কিছু টাকা তো পাওনা হয়েছে আমার!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই। ওটা অবশ্যই দেয়া হবে আপনাকে। ইউস্টেস, তোমার হাতের কাছে ঘণ্টাটা আছে, ওটা একটু বাজাও তো!'

ঘণ্টা বাজাতেই শুকনোমত এক কেরানি হাজির হলো কামরায়।

মি. মিসন বললেন, 'নাম্বার এইটিন, *জেমিমাস্* ভাউ-এর অনুবাদ-স্বত্বের হিসেবটা সেরে ফেলো তো। যা পাওনা হয়, তা লেখকের নামে একটা চেক কেটে নিয়ে এসো এখানে।'

ভূতের মত নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল নাম্বার এইটিন। অগাস্টার দিকে তাকিয়ে মি. মিসন বললেন, 'আপনার যদি টাকার দরকার হয়, মিস স্মিদার্স, তা হলে আমাদেরকে আরেকটা বই লিখে দিন। অস্বীকার করছি না, আপনি ভালই লেখেন। লেখার মধ্যে এক ধরনের গভীরতা আছে। আমাদের অন্যান্য বইয়ের মত নয় *জেমিমা'স ভাউ*, কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা পড়েই আমি বুঝতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেরেছিলাম, ভাল বিক্রি হবার মত সমস্ত উপাদান আছে ওতে। ছেপেছি সে-কারণেই। দেখতেই পাচ্ছেন, ভুল করিনি। আমার বিশ্বাস, চোখ বন্ধ করে অন্তত বিশ হাজার কপি বিক্রি হবে বইটার।'

কয়েক মিনিট পরই ফিরে এল কেরানি। হিসাবের একটা চিরকুট-সহ একটা চেক তুলে দিল মি. মিসনের হাতে। চেকটায় সই করলেন প্রকাশক, তারপর বাড়িয়ে ধরলেন লেখিকার দিকে। 'এই নিন, হিসাব বুঝে নিন।'

চিরকুটটা হাতে নিয়ে চোখ বোলাল অগাস্টা। তাতে লেখা:

অনুবাদ-স্বত্বের হিসাব—জেমিমা'স ভাউ। রচয়িতা: অগাস্টা স্মিদার্স।

১।	ফরাসি ভাষায় অনুবাদের স্বত্ব বিক্রি বাবদ:	০৭ পাউণ্ড
২।	জার্মান ভাষায় অনুবাদের স্বত্ব বিক্রি বাবদ:	০৭ পাউণ্ড
	মোট আয়:	১৪ পাউণ্ড
৩।	প্রকাশকের ৫০% পাওনা:	০৭ পাউণ্ড
৪।	কমিশন পরিশোধ বাবদ:	০৩ পাঃ ১৯ শিলিং
	মোট ব্যয়:	১০ পাউণ্ড ১৯ শিলিং
৫।	লেখিকার পাওনা: (১৪ - ১০.১৯)=	**০৩ পাউণ্ড ০১ শিলিং।**

হিসাব দেখে মুখটা কঠোর হয়ে উঠল অগাস্টার। বলল, 'আমার বইয়ের অনুবাদ-স্বত্ব আপনি মাত্র সাত পাউণ্ডে বিক্রি করেছেন?'

'আজকাল কেউ টাকা দিতে চায় না, মিস স্মিদার্স,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন মিসন।

'তারপরও তো প্রায় এগারো পাউণ্ড থাকছে আপনার হাতে। আমাকে দিচ্ছেন মাত্র তিন পাউণ্ড?'

'দেখুন, হিসাবটা পরিষ্কার লেখা আছে ওই চিরকুটে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনার চুক্তি মোতাবেকই দেয়া হয়েছে সব, এক পেন্সও কম দেয়া হয়নি। কাজেই সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। রিসিটে সই করে চেকটা নিয়ে যান। আমার অনেক কাজ আছে।'

'না!' ঝট করে উঠে দাঁড়াল অগাস্টা। রাগে-ক্ষোভে সারা শরীর কাঁপছে ওর। 'কোথাও সই করব না আমি। তিন পাউণ্ডের এই ভিক্ষার প্রয়োজন নেই আমার, আপনার চেক আপনিই রেখে দিন।' চেকটা দলামোচা করে ছুঁড়ে ফেলল ও টেবিলের উপর। 'আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন আপনি, মি. মিসন। সুযোগ নিয়েছেন আমার অজ্ঞতা আর অনভিজ্ঞতার। ঠকিয়েছেন আমাকে নামমাত্র রয়্যালটি দিয়ে, পাঁচ বছরের জন্য দাসত্বের শেকল পরিয়ে দিয়েছেন আমার পায়ে। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকদের একজনে পরিণত হয়েছি আমি *জেমিমা'স ভাউ*-এর কারণে, অথচ এখনও আমাকে ওই একশো পাউণ্ডে আপনার কাছে লেখা দিতে হবে। জানেন, গতকাল এক প্রকাশক আমাকে এক হাজার পাউণ্ড দিতে চেয়েছেন নতুন বইয়ের জন্য? পাণ্ডুলিপিও তৈরি আছে আমার হাতে, কিন্তু আপনার ওই চুক্তির কারণে প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারিনি আমি; যতই লিখি, যত ভালই লিখি... আগামী পাঁচ বছরে আমার কপাল বদলানোর কোনও উপায় নেই। বেশ, তবে না খেয়েই মরব আমি, কিন্তু আমার পরিশ্রমের ফসল দিয়ে আপনার গোলা ভরতে দেব না। আগামী পাঁচ বছর আমি কিচ্ছু লিখব না, মি. মিসন। পত্রিকাঅলারা যদি এর কারণ জানতে চায়, তা হলে সত্যি কথাটাই বলে দেব। মিসন অ্যাণ্ড কোং হচ্ছে ঠগবাজ, লেখকদের ঠকানোই ওদের ব্যবসা...'

'মুখ সামলে কথা বলুন, ইয়াং লেডি,' মি. মিসনকে দেখে মনে হলো এখুনি বিস্ফোরিত হবেন। 'আজেবাজে অভিযোগ ছড়ানোর চেষ্টা করলে তার ফল ভাল হবে না। দরকার হলে আদালত পর্যন্ত আপনাকে টেনে নিয়ে যাব আমি, মানহানির

www.BanglaBook.org

মামলা ঠুকব। এই যে, আমার ভাইপো সাক্ষী, আমি চুক্তি ভাঙিনি। বরং আপনার সমস্ত পাওনা পাই-পাই করে মিটিয়ে দিয়েছি। মোটেই ঠকানো হয়নি আপনাকে।'

কেঁদে ফেলল অগাস্টা। বুঝতে পারছে, আদালত পর্যন্ত মামলা গড়ালে ও নিঃসন্দেহে হেরে যাবে। ধুরন্ধর মিসন তার কাজ-কর্মে কোনও ফাঁক রাখেনি। এর অর্থ একটাই—সুবিচার পাবার উপায় নেই ওর।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ওর পিঠে হাত রাখল ইউস্টেস। বলল, 'প্লিজ, কাঁদবেন না, মিস স্মিদার্স। আপনার চোখের পানি দেখে আমারও খারাপ লাগছে।'

ভেজা চোখে ওর দিকে তাকাল অগাস্টা। 'ধন্যবাদ, সার। আমাকে কী ভাবছেন, জানি না। কিন্তু আমার অবস্থাটা যদি জানতেন... থাক, ওসব বলে আপনাদের সময় নষ্ট করব না। আমি যাচ্ছি।'

পরাজিত ভঙ্গিতে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে গেল বেচারি লেখিকা। মি. মিসনের মুখে হাসি ফুটল। ভাইপোকে বললেন, 'দেখলে তো, বেয়াড়া মেয়েমানুষকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয়? লিখতে জানে তো কী হয়েছে, পারলে নিজেই একটা বই ছেপে দেখাক না! বয়স কম তো, খুব তেজ দেখাচ্ছে তাই। জানে না, ওর মত শত শত লেখক-লেখিকাকে কেনাবেচা করেছি আমি। ওদের কারও তেজ-ই কম ছিল না। তাতে কী লাভ হয়েছে? পেরেছে আমার কিছু করতে? বেজমেন্টে ওদেরই দু'ডজন লেখক এখন শ্রমিকের মত খাটছে। তেজ-টেজ সব মরে গেছে ওদের। এই মেয়েরও যাবে। তখন বছরে অন্তত দেড় হাজার পাউণ্ডের লাভ করতে পারব আমরা ওর লেখা বিক্রি করে। কী বলো, ইউস্টেস?'

'কী বলি?' বাঁকা চোখে চাচার দিকে তাকাল যুবকটি। 'আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলি, নিজের গালে তোমার নিজেরই জুতো মারা উচিত! লজ্জায় মিশে যাওয়া উচিত মাটিতে!'

দুই

ইউস্টেসের শাস্তি

নীরবতা নেমে এল কামরার মধ্যে—থমথমে নীরবতা। ঝড় আসার আগে প্রকৃতি যেমন হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়, ঠিক তেমনই একটা পরিস্থিতি। টকটকে লাল হয়ে উঠল মি. মিসনের চেহারা, নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাঁর আপন ভাইপো এমন অপমানজনক একটা মন্তব্য করেছে তাঁর সম্পর্কে।

'কী বললে তুমি?' শীতল কণ্ঠে কয়েক মুহূর্ত পর জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'কী বলেছি, তা তুমি ভালমতই শুনতে পেয়েছ, চাচা,' দৃঢ় গলায় বলল ইউস্টেস। 'লজ্জা করা উচিত তোমার!'

'অমন একটা কথা কেন বললে, তা জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই! মেয়েটা ভুল কিছু বলেনি, সত্যিই প্রতারণা করেছ তুমি ওর সঙ্গে। আজ সকালেই *জেমিমা'স ভাউ*-এর হিসাব দেখেছি আমি, ইতোমধ্যেই এক হাজার পাউণ্ডের বেশি লাভ করেছ তুমি বইটা থেকে। পঞ্চাশ পাউণ্ড দিয়ে মহা-অন্যায় করা হয়েছে মিস স্মিদার্সের সঙ্গে। অথচ অল্প কিছু টাকা বাড়তি দিতে রাজি হলে না তুমি, তার বদলে অফার করলে মাত্র তিন পাউণ্ড...

www.BanglaBook.org

যেখানে অনুবাদ স্বত্ব থেকে তুমি নিজে এগারো পাউণ্ড পকেটে ভরছ!'

'বলো,' শান্ত গলায় বললেন মি. মিসন। 'বলে যাও আমি শুনছি।'

'সত্যিই শুনতে চাও? মেয়েটাকে পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিতে ফেলে তুমি কি ঠিক কাজ করেছ? ক্রীতদাসের মত ওকে ব্যবহার করতে চাইছ তুমি, চাচা। পাঁচটা বছর আর কোথাও কিছু লিখতে পারবে না ও। সময়টা যখন শেষ হবে, তখন আর কেউ ওর লেখা নিতেও চাইবে না। ওর ঠাঁই হবে তোমার বেজমেণ্টে, বাকি সব হাতুড়ে লেখকদের সঙ্গে। ওর প্রতিভাকে ধ্বংস করে দেবে তুমি। তাতে লাভ? তোমার ওসব ধর্মীয় উচ্ছিষ্ট লেখার জন্য নতুন একজন মানুষ জুটবে। তা-ই তুমি করে আসছ এত বছর। সৃষ্টিশীলতার কোনও দাম নেই তোমার কাছে। তুমি শুধু চাও ধর্মীয় বিষয়-আশয়ের চর্বিতচর্বণ নতুন নতুন মলাটে ধর্মপ্রাণ মানুষের হাতে তুলে দিতে। এই প্রকাশনী লেখকদের প্রতিভা-ধ্বংসের কারখানা ছাড়া আর কিছু নয়।'

উত্তেজনায় হাঁপাতে শুরু করল ইউস্টেস।

'তোমার কথা শেষ হয়েছে?' জানতে চাইলেন মি. মিসন।

'হ্যাঁ, হয়েছে। তবে তার কোনও প্রভাব তোমার উপর পড়েছে কি না, সেটাই প্রশ্ন।'

'হুম। আমার একটা প্রশ্ন আছে, ইউস্টেস। যেদিন তুমি এই প্রতিষ্ঠান চালানোর দায়িত্ব পাবে, সেদিনও কি তুমি এমন আবেগ নিয়েই কাজ করবে?'

'এটা আবেগের ব্যাপার নয়, চাচা। আমার নীতি। আর যা-ই করি, আমি কোনোদিন লোক ঠকাব না।'

'শুনে খুশি হলাম,' বাঁকা সুরে বললেন মিসন। 'স্বীকার করছি, অক্সফোর্ডের ওরা তোমাকে সরাসরি কথা বলতে বেশ ভালভাবেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিখিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আর কিছুই শেখায়নি ওরা তোমাকে। বিশেষ করে সভ্যতা আর ভব্যতার তো কিছুই নেই তোমার মধ্যে!' চেহারা কঠিন হয়ে উঠল তাঁর। 'তোমার বকোয়াজ যথেষ্ট শুনেছি আমি, এবার আমার কথা শোনো। এই মুহূর্তে তুমি অভদ্রতার জন্য আমার কাছে হাতজোড় করে মাফ চাইবে, নইলে মিসনের প্রতিষ্ঠানে এটাই তোমার শেষ দিন!'

'সত্যি কথা বলার জন্য আমি কারও কাছে মাফ চাইব না, চাচা,' সরোষে বলল ইউস্টেস। 'আসল ঘটনা হলো, আজ পর্যন্ত কেউ তোমাকে সত্য কথা শোনায়নি। শোনাবে কী করে, সব তো পা-চাটার দল নিয়ে বসে আছ আশপাশে। বিন্দুমাত্র বিবেকও কি আছে ওদের কারও মধ্যে? স্বার্থের জন্য সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়েছে ওরা। আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। এখান থেকে যেতে পারলে আমিও খুশি হই। জঘন্য একটা জায়গা এটা, টাকা-বানানোর লোভে এখানে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়েছ তোমরা : এখানে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণই আমার দম আটকে আসে।'

এতক্ষণ পর্যন্ত বহুকষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছিলেন মি. মিসন, আর পারলেন না। পারবেনই বা কী করে? নিজ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি, অবাধ্যতা কিংবা অপমান দেখতে অভ্যস্ত নন। চেহারাটা হিংস্র হয়ে উঠল তাঁর, পুরু ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে গেল, বেঁকে গেল ঠোঁটজোড়া। কয়েক মুহূর্ত ফোঁস ফোঁস করলেন তিনি, তারপর ফেটে পড়লেন রাগে।

'অকৃতজ্ঞ বদমাশ কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসন : 'দুধ-কলা দিয়ে এতদিন দেখছি সাপ পুষেছি আমি! তোমাকে এতিম করে আমার ভাই যখন মারা গেল, তোমাকে পথে বসিয়ে গেল, তখন কি এ-কারণেই তোমাকে বুকে টেনে নিয়েছিলাম আমি? বিয়ে-শাদী পর্যন্ত করিনি আমি তোমার জন্য, পাছে তোমার কোনও অযত্ন হয়! নিজের সন্তানের মত কোলে-পিঠে মানুষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছি... এই বুঝি তার প্রতিদান? কত বড় সাহস তোমার... এখানে এসে আমার ব্যবসার সমালোচনা করো! শোনো ছেলে, আগেও তোমার বহু অবাধ্যতা সহ্য করেছি আমি, আর করব না। এক্ষুণি বেরিয়ে যাও এখান থেকে! বাইরে গিয়ে নিজের নীতি ভাঙিয়ে যা খুশি করে বেড়াও, কিন্তু *মিসন'স*-এ আর কোনোদিন তোমার চেহারা দেখানোর ইচ্ছে রেখো না। কারণ আগামীতে এখানে পা রাখলেই ঘাড়ধাক্কা খাবে!'

উল্টো ঘুরল ইউস্টেস। কোনও কথা না বলে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল। তাতে ক্রোধ যেন আরও বেড়ে গেল মি. মিসনের। বললেন, 'দাঁড়াও, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আমার কাছ থেকে একটা কানাকড়িও আর পাবে না তুমি, বাছা। তোমার মত একটা বেয়াড়া ছেলেকে আর বয়ে বেড়াতে রাজি নই আমি। কী করব আমি, জানো? এখুনি আমার উকিল মি. টডের কাছে যাব—ওকে বলব নতুন একটা উইল তৈরি করতে। দুই মিলিয়ন পাউণ্ডের সহায়-সম্পত্তি আমার, সব আমি দিয়ে যাব আমার দুই বন্ধু রসকো আর অ্যাডিসনকে। ওদের দরকার না থাকলেও দেব। দাতব্য প্রতিষ্ঠানে আমার কষ্টের উপার্জন বিলিয়ে দেব না আমি, তোমাকে খুশি হতে দেব না। যাও এখন, বাছা। দেখো, নীতিকথা কপচে পেটের খাবার জোগাতে পারো কি না!'

'ঠিক আছে, চাচা,' শান্ত গলায় বলল ইউস্টেস। 'চলে যাচ্ছি আমি। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে সব খোয়ালাম বটে, কিন্তু জেনে রাখো—এ-জন্য মোটেই দুঃখ পাচ্ছি না। তোমার উপর নির্ভরশীল থাকার ইচ্ছে আমার কোনোদিনই ছিল না, তা ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের নোংরা ব্যবসাতেও নিজেকে কখনও জড়াতে পারব না আমি। যা ঘটেছে, তা ভালর জন্যই ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস। নিজেকে নিয়ে চিন্তা নেই আমার। মায়ের সম্পত্তি থেকে বছরে একশো পাউণ্ড পাই আমি, তা ছাড়া শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একেবারে মন্দ নই। একটা না একটা কাজ ঠিকই জুটিয়ে নিতে পারব। তারপরও... রাগারাগি করে তোমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাই না। হাজার হোক, মিথ্যে বলোনি তুমি—পথে বসা একটা এতিম ছেলেকে বুকে টেনে নিয়েছ, তাকে আদর-স্নেহ দিয়ে বড় করেছ... আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাই রাগ পুষে রাখতে চাই না : যাবার আগে এসো, হাত মেলাই।'

'ও! এখন মলম-পট্টি দিতে চাইছ?' টিটকিরির সুরে বললেন মি. মিসন। 'ভেবেছ আমাকে পাম দিয়ে সব ঠিক করে ফেলবে? তা হবার নয়, বাছা। ভালয় ভালয় কেটে পড়ো এখান থেকে। আর হ্যাঁ, বাড়ি থেকেও তোমাকে বহিষ্কার করছি আমি। কাপড়-চোপড় আনার জন্য একটিবার যেতে পারো, কিন্তু তারপর থেকে *পম্পাডর হল*-এর দরজা তোমার জন্য চিরকালের মত বন্ধ! বুঝেছ?'

'আমাকে তুমি ভুল বুঝছ, চাচা,' শান্ত গলায় বলল ইউস্টেস। 'বাড়ি বা ব্যবসা, কোনোটারই মোহ নেই আমার। আমি শুধু ভদ্রভাবে বিদায় নিতে চাইছিলাম, কারণ হয়তো আর কোনোদিন আমাকে দেখতে পাবে না তুমি। বেশ, তা যদি তোমার পছন্দ না হয়, আমি আর কিছু বলব না। বিদায়, চাচা। ভাল থেকো।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল যুবক।

'জাহান্নামে যাক!' দরজা বন্ধ হতেই গর গর করে উঠলেন মি. মিসন। 'ভেবেছে মিষ্টি কথায় সব ভুলে যাব? এক কথার মানুষ আমি, যা বলেছি তা করেই ছাড়ব। কানাকড়িও দেব না ফাজিলটাকে। কত্ত বড় সাহস! আমাকে কি না বলে...' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'কোথাকার কোন্ মেয়ের জন্য বাপের মত চাচাকে অপমান করল ও? নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছে! কিন্তু তাতে কী? প্রেমে পড়েছে বলে বেয়াদবি সহ্য করব? কত্ত ভালবাসতাম ছেলেটাকে, অথচ আজ সেটার মুখে এভাবে

www.BanglaBook.org

চপেটাঘাত করল ও! সব ঘটেছে ওই অগাস্টা স্মিদার্সের জন্য। ওকেও ছাড়ব না আমি। আগামী পাঁচ বছর পাটায় ফেলে ইচ্ছেমত পিষব! দেখি কীভাবে ও লেখালেখি করে! বাইরে কোথাও একটা পাণ্ডুলিপি দিয়ে দেখুক, ওকে আমি জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব। তার জন্য যত টাকাই খরচ হোক না কেন!'

সেফের ভিতর অগাস্টার চুক্তিটা রেখে দিলেন মিসন, সশব্দে বন্ধ করলেন ডালা। মেজাজ খিঁচড়ে আছে। বেরিয়ে পড়লেন পুরো প্রতিষ্ঠানের আকস্মিক পরিদর্শনে। রাগ ঝাড়ার জায়গা খুঁজছেন।

প্রথম অফিসটাতেই পেয়ে গেলেন এক কেরানিকে, খিদে পাওয়ায় একটা স্যাণ্ডউইচ খেতে বসেছে। ঈগলের মত ছোঁ মেরে স্যাণ্ডউইচটা কেড়ে নিলেন তিনি, জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে।

'অফিসে বসে খাওয়াদাওয়া করার জন্য তোমাকে বেতন দিই আমি?' খেপাটে গলায় বললেন মি. মিসন। 'যাও এখন, বাইরে থেকে তোমার স্যাণ্ডউইচ কুড়িয়ে নিয়ে বিদায় হয়ে যাও। আর তোমার চেহারা যেন না দেখি এই কোম্পানির ত্রিসীমানায়। ভাগো!'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল কেরানির, মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল সে। হিংস্র চোখে অফিসের বাকি লোকজনের উপর নজর বোলালেন মি. মিসন, নতুন শিকার খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না। কর্তার রুদ্রমূর্তি দেখে সিধে হয়ে গেছে সবাই, যন্ত্রের মত খাটতে শুরু করেছে। চাকরি হারাতে রাজি নয় কেউ।

বাতাসের আগেই যেন মিসনের এই মেজাজের খবর পৌঁছে গেল সবখানে। এরপর যত জায়গায় গেলেন তিনি, কোথাও একবিন্দু ভুলচুক দেখতে পেলেন না। মেজাজ আরও তিরিক্ষি হয়ে গেল তাঁর। আর সেটার মাশুল গুনতে হলো এক

www.BanglaBook.org

সম্পাদককে।

নাম্বার সেভেন বলে পরিচিত বেচারা, সাহস করে একটা চুক্তিপত্র নিয়ে হাজির হলো মালিকের সামনে—সই করাবে। ঝটকা মেরে তার হাত থেকে জিনিসটা নিলেন মিসন, দ্রুত উল্টালেন কয়েকটা পাতা।

'সবই তো দেখি ভুল!' চেঁচিয়ে বললেন তিনি। 'এটা আমার সামনে কী মনে করে এনেছ?'

'ইয়ে... গতকাল আপনি যেভাবে ডিকটেশন দিয়েছেন, আমি তো ঠিক সেভাবেই তৈরি করেছি এটা,' ইতস্তত করে জানাল সম্পাদক।

'মুখে মুখে তর্ক করছ তুমি, নাম্বার সেভেন?' হিসিয়ে উঠলেন মি. মিসন। 'এমন লোককে নিয়ে তো আমি কাজ করতে পারব না! ভাল হয় এখুনি তুমি এই কোম্পানি ছেড়ে বেরিয়ে গেলে। না... কিচ্ছু বোলো না। আমি তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না। এখুনি চলে যাও। চিন্তা কোরো না, পুরো মাসের বেতন বুঝিয়ে দেয়া হবে তোমাকে, বিনিময়ে এখান থেকে চলে গিয়ে কৃতার্থ করো আমাকে! অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করেছি বলে যদি মনে করো, তা হলে যাও... আদালতে গিয়ে মামলা করো গে! বিদায়, নাম্বার সেভেন!'

কোনোদিকে না তাকিয়ে অফিস-বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। পিছনের আঙিনায় পৌঁছুতেই দেখা পেলেন অল্পবয়েসী এক পিয়নের। মালিকের মেজাজ-মর্জির খবর পায়নি বেচারা, হাতে কাজ না থাকায় আঙিনার এক কোণে বসে মার্বেল নিয়ে একাকী খেলছিল। সজোরে তার পাছার উপর ছড়ির বাড়ি বসালেন মি. মিসন। মিনিটখানেক পর *স্যাণ্ডউইচ-খেকো* কেরানি এবং *তর্কবাগীশ* সম্পাদকের মত *খেলোয়াড়* পিয়নটিকেও বেরিয়ে যেতে হলো প্রকাশনীর চৌহদ্দি থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘণ্টাখানেক চলল মি. মিসনের এই বরখাস্ত করার পাগলামি, প্রতিষ্ঠানের এগারোটা পদ খালি হয়ে গেল। শেষে ক্লান্ত হয়ে গেলেন প্রকাশক, অফিস থেকে বেরিয়ে কাছের এক রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন। এক গ্লাস ব্রাউন শেরি আর দুটো স্যাণ্ডউইচ খেলেন। তারপর বিল মিটিয়ে উঠে পড়লেন একটা ক্যাবে। চলে গেলেন তাঁর উকিলের অফিস—*মেসার্স টড অ্যাণ্ড জেমস্*-এ।

বার্মিংহামের সবচেয়ে ধনী মানুষটিকে আচমকা হাজির হতে দেখে ছুটে এল উকিলের কেরানি, মাথা নিচু করে সম্মান জানাল।

পাল্টা জবাব দিলেন না মি. মিসন। কাঠখোট্টা গলায় জানতে চাইলেন, 'মি. টড আছেন?'

'জী, সার। একজন মক্কেলের সঙ্গে কথা বলছেন। ফ্রি হয়ে যাবেন এখুনি। আপনি একটু বসুন না! আমি আজকের *টাইমস্* এনে দিচ্ছি আপনাকে।'

'পত্রিকা পড়ার সময় নেই আমার!' খেঁকিয়ে উঠলেন মি. মিসন। 'টডকে বলো এখুনি আমি দেখা করতে চাই। নইলে অন্য কোথাও চলে যাব।'

'কিন্তু সার...' মৃদু প্রতিবাদের চেষ্টা করল কেরানি।

কটমট করে তার দিকে তাকালেন মিসন। 'তুমি কি তর্ক করবার চেষ্টা করছ?'

'জী না, সার,' আঁতকে উঠল কেরানি। মি. মিসনের মত মক্কেলকে চটালে টড তার মুণ্ডু চিবিয়ে খাবে। 'প্লিজ, সার, দাঁড়ান একটু। আমি এখুনি মি. টডকে খবর দিচ্ছি।'

ছুটে চলে গেল সে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে টডের অফিস থেকে একগাদা কাগজপত্র নিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল এক বৃদ্ধাকে। বিড়বিড় করে উকিলকে অভিসম্পাত করছেন তিনি, বলতে গেলে এক রকম ঘাড়ধাক্কা দিয়েই তাঁকে বের করে দেয়া হয়েছে। নতুন একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্পত্তির অংশীদার করবার ইচ্ছায় বেচারি নিজের উইল সংশোধন করাতে এসেছিলেন।

বৃদ্ধার দিকে তাকালেন না মি. মিসন, গটমট করে ঢুকে পড়লেন মি. টডের কামরায়। উকিল ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন তড়িঘড়ি করে, অভ্যর্থনা জানালেন নিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মক্কেলকে। ছোটখাট গড়নের মানুষ মি. টড, কথা বলেন থেমে থেমে। নার্ভাসনেসের কারণে আজ আরও বেশি যেন আটকাতে থাকল কথা।

'ক্...কেমন আছেন, স্...সার? খ্...খবর সব ভ্...ভাল তো?' তোতলাতে শুরু করলেন টড। মি. মিসনের চেহারায় বিরক্তি ফুটে আছে দেখে ভিতরে ভিতরে সংকুচিত হয়ে গেলেন। 'আ...আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্...সার! আপনাকে দাঁড়িয়ে থ্...থাকতে হলো। আ... আসলে গুরুত্বপূর্ণ একজন ক্...ক্লায়েন্টের সঙ্গে...'

'আমার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ক্লায়েন্ট?' গর্জে উঠলেন মি. মিসন।

'ন্... না, না!' তাড়াতাড়ি বললেন টড। 'ত্... তা তো বলিনি!'

'তা হলে কোন্ সাহসে তোমার কেরানি আমাকে অপেক্ষা করতে বলল? পেয়েছটা কী তোমরা? আমি কি রাস্তা থেকে উঠে এসেছি? আমার মত ক্লায়েন্টদের যে বাইরে অপেক্ষা করতে হয় না, সেটা কি তোমরা কেউ জানো না?'

'মাফ করে দিন, স্...সার!' হাতজোড় করার ভঙ্গি করলেন টড। 'আর কখনও এমন হবে না! আমি কথা দিচ্ছি!' নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছেন তিনি। দৃঢ় গলায় দিলেন আশ্বাসটা।

ফোঁস ফোঁস করে উঠলেন মি. মিসন কথাটা শুনে। কাঁধ ঝাঁকালেন।

একটা চেয়ার টেনে ধরলেন টড। বললেন, 'বসুন, সার। বলুন কী করতে পারি আপনার জন্য।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বসলেন মি. মিসন। বললেন, 'আমি আমার উইলটার জন্য এসেছি।'

'উইল, সার?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন যেন টড।

'কানে কম শোনো নাকি?' খেঁকিয়ে উঠলেন মি. মিসন। 'আমার উইলটা বের করো এখুনি!'

'জী... জী, সার! একটু অপেক্ষা করুন। ওটা এখানেই কোথাও আছে।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেলেন টড, খুঁজতে শুরু করলেন দলিলটা। কিন্তু তাড়াহুড়ো করছেন বলেই বোধহয় ভাগ্য বিরূপ হয়ে উঠল, কিছুতেই সহজে বের করতে পারলেন না ওটা। ওদিকে মেজাজ আরও তিরিক্ষি হয়ে উঠল মি. মিসনের।

'যত্তসব গর্দভ নিয়ে কাজ করছি!' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'ব্যাটাকে বছরে দু'হাজার পাউণ্ড দিচ্ছি... তাতে কী এমন ঘোড়ার ডিম লাভ হচ্ছে? তারচেয়ে তিনশো পাউণ্ড বেতন দিয়ে কোনোমতে আইন পাশ করা একজন রেসিডেন্ট সলিসিটর রাখলেও ভাল করতাম। হ্যাঁ, আগামীতে তা-ই করব!'

ঠিক তখুনি উইলটা খুঁজে পেলেন মি. টড। ওটা নিয়ে টেবিলে ফিরতেই মি. মিসন নির্দেশ দিলেন উইলের সার-সংক্ষেপ পড়ে শোনাবার জন্য।

পড়লেন মি. টড। খুব বড় নয় ওটা। মি. মিসনের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর ভাইপো ইউস্টেস এইচ. মিসনের নামে লিখে দেয়া হয়েছে ওতে। উত্তরাধিকারসূত্রে নগদ বিশ হাজার পাউণ্ড, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব, এবং সব ধরনের বহুমূল্য কালেকশন-সহ মি. মিসনের বাসস্থান *পম্পাডর হল*-এর মালিকানা পাবার কথা ছেলেটার।

'খুব ভাল,' সারসংক্ষেপ শুনে মাথা ঝাঁকালেন মি. মিসন। 'এবার উইলটা আমার হাতে দাও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দলিলটা বাড়িয়ে দিলেন মি. টড। ওটা হাতে নিয়েই মুচকি হাসলেন মি. মিসন, তারপর উকিলকে হতবাক করে দিয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেললেন উইলটা। ছেঁড়া টুকরোগুলো মেঝেতে ফেলেও রাগ কমল না তাঁর, জুতোর তলায় মাড়ালেন কিছুক্ষণ। দৃশ্যটা দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলেন টড।

'এ-ই হলো আমার পুরনো ভালবাসার সমাপ্তি,' শান্ত গলায় বললেন মি. মিসন। 'সেইসঙ্গে পুরনো উইলটারও। কাগজ-কলম নাও, টড। নতুন উইল তৈরি করো।'

কোনোমতে মাথা ঝাঁকালেন টড। তাড়াতাড়ি খাতা-কলম নিয়ে বসলেন।

মি. মিসন বললেন, 'হ্যাঁ, লেখো—আমি, জোনাথন মিসন আমার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সমানভাগে ভাগ করে দিয়ে যাচ্ছি আমার পুরনো ও বিশ্বস্ত দুই পার্টনার... আলফ্রেড টম অ্যাডিসন এবং সিসিল স্পুনার রসকো-কে। ব্যস, এটুকু লিখলেই তো চলবে, নাকি? এতে সব বোঝা যাচ্ছে না?'

'হায় যিশু!' চমকে উঠলেন মি. টড। 'আপনি কি আপনার ভাইপোকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করছেন, সার?'

ভুরু কোঁচকালেন মি. মিসন। 'কেন, তাতে কোনও অসুবিধে আছে?'

'না... মানে... কাজটা ভাল করছেন না। খুব খারাপ দেখাবে ব্যাপারটা। আপন ভাইপোকে বাদ দিয়ে সব কিনা দিয়ে যাচ্ছেন...'

'টড!' চাবুকের মত সপাং করে উঠল মিসনের কণ্ঠ। 'সম্পত্তিটা আমার, না তোমার? কাকে দেব, কাকে বঞ্চিত করব... তা নিয়ে কথা বলার তুমি কে? চুপচাপ উইলটা তৈরি করো, নইলে বছরে তোমার দু'হাজার পাউণ্ডের রোজগার এখানেই খতম!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হার মানলেন টড। বিখ্যাত প্রকাশকের মর্জিমত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তৈরি করে ফেললেন নতুন উইল। অফিসের দুজন ক্লার্ক ডেকে এনে সাক্ষী বানানো হলো, তাদের সামনে ওটায় সই করে দিলেন মিসন। চিরদিনের মত পথে বসিয়ে দিলেন তাঁর একমাত্র ভাইপোকে।

সেদিন রাত।

প্রাসাদোপম পম্পাডর হলের ডাইনিং রুমে বসে একাকী ডিনার খাচ্ছেন মি. মিসন। নামেই খাওয়া, কোনও কিছুতেই স্বাদ পাচ্ছেন না। হেড-বাটলার একের পর এক ডিশ নিয়ে আসছে, প্রত্যেকটারই দু-এক চামচ মুখে দিয়ে সরিয়ে রাখছেন তিনি। মনটা অশান্ত হয়ে আছে, খাবারে তাই অরুচি দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ধেত্তেরি বলে সব নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন তিনি। ওয়াইন পরিবেশন করতে বললেন বাটলারকে।

টেবিল খালি হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। ওয়েইটাররা চলে যেতেই ওয়াইনের গ্লাস হাতে নিয়ে হেড বাটলারের দিকে তাকালেন মি. মিসন। ইতস্তত করে বললেন, 'জনসন, ইউস্টেস কি...'

'জী, সার,' জবাব দিল বাটলার। 'বিকেলে এসেছিলেন।'

'তারপর?'

'জিনিসপত্র গুছিয়ে একটা ক্যাবে চেপে চলে গেছেন।'

'কোথায় গেছে, কিছু জানো?'

'না, সার। আমাকে কিছু বলেননি। ক্যাবের ড্রাইভারকে বার্মিংহামের দিকে যেতে বললেন—এটুকুই শুনেছি।'

'কোনও মেসেজ রেখে গেছে?'

'জী, সার। আমাকে বলে গেছেন ওঁর হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে। আর কখনও উনি বিরক্ত করবেন না আপনাকে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিদায়টা রাগারাগির মধ্যে হয়েছে বলে খুব দুঃখ পেয়েছেন।'

'কথাটা তুমি এতক্ষণ বলোনি কেন আমাকে?'

'মি. ইউস্টেস-ই মানা করেছিলেন, সার। বলেছিলেন, আপনি জানতে না চাইলে যেন আমি আগ বাড়িয়ে কিছু না বলি।'

'হুম, এখনও দেখছি ওর দেমাগ কমেনি!' বিড়বিড় করলেন মি. মিসন। মেজাজ আবার খাট্টা হয়ে যাচ্ছে। বাটলারের দিকে তাকালেন। 'জনসন?'

'বলুন, সার।'

'সবাইকে জানিয়ে দাও, আজ থেকে এই বাড়িতে ইউস্টেসের নাম আর শুনতে চাই না আমি। যদি কারও মুখে ওই নাম উচ্চারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেব! পরিষ্কার?'

'পরিষ্কার, সার।' বাউ করে চলে গেল জনসন।

ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে চারপাশে নজর বোলালেন মি. মিসন। পুরো বাড়ির মত ডাইনিং রুমটাও দামি দামি জিনিসপত্রে সজ্জিত। দেয়ালে শোভা পাচ্ছে বিখ্যাত শিল্পীদের পেইন্টিং, ছাত থেকে ঝুলছে বিশাল ঝাড়বাতি, মার্বেলের তৈরি ম্যান্টেলপিসের উপর ঝলমল করছে সোনা-রূপার নানান ধরনের পানপাত্র আর মোমবাতিদান। অত্যন্ত পুরু কার্পেটে ঢেকে আছে মেঝে, পারস্য থেকে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছেন তিনি এই তুলতুলে গালিচা। দেয়ালের ওয়ালপেপারও বিদেশ থেকে আনা। সবখানে প্রাচুর্যের ছাপ। তারপরও বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মি. মিসনের, দুঃখ অনুভব করলেন। কী কাজে লাগবে এই অগাধ সম্পত্তি আর সীমাহীন ধন-দৌলত? দিয়ে যেতে পারছেন না কোনও উত্তরাধিকারীকে; যে-ক'টা দিন বাঁচবেন, তার ভিতর খরচ করেও শেষ করতে পারবেন না। খরচ করতে জানেন-ও না তিনি, সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন টাকা রোজগারের পিছনে, কীভাবে

www.BanglaBook.org

অর্থ-বিত্ত জোগাড় করা যায়—সেটা ভালই জানেন। কিন্তু খরচ করবার মত মানসিকতাই আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি তাঁর।

ইউস্টেসের কথা ভাবতেই আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মি. মিসন। তাঁর একমাত্র ভাইয়ের সন্তান, এতিম হবার পর নিজের বুকে ওকে টেনে নিয়েছিলেন তিনি। নিজের অজান্তেই ছেলেটাকে নিজের সন্তানের মত ভালবাসতে শুরু করেছিলেন। তাঁর রুক্ষ-কঠোর জীবনে ইউস্টেস-ই ছিল একমাত্র দুর্বলতা। ব্যবসা দাঁড় করানো নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, বিয়ে-শাদী করার সময় হয়ে ওঠেনি; তার প্রয়োজনও মনে করেননি। তাঁর চোখে বিয়ে হচ্ছে বংশরক্ষার একটা প্রক্রিয়া। ইউস্টেসের মত একজন উত্তরাধিকারী থাকায় নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন, বিয়ে নামক বাড়তি ঝামেলা ছাড়াই একজন সন্তান পেয়ে গিয়েছিলেন। আজ ওকেই চিরদিনের মত দূরে ঠেলে দিয়েছেন তিনি। বাইরে যতই শক্ত থাকুন, ভিতরে ভিতরে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু উপায়ও ছিল না। ওঁর সঙ্গে চরম বেয়াদবি করেছে ছেলেটা, একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে চলছিল না। হ্যাঁ, ব্যবসার উন্নতির জন্য নানা রকম কৌশল অবলম্বন করেন তিনি, তার মানে তো এই নয় যে, তাঁকে ঠগবাজ বলে গালি দেবে কেউ! তাঁর দয়ায় বেঁচে থাকা একজন মানুষের মুখে এমন গালি তো আরও অসহনীয়!

বিবেক-বুদ্ধি এখনও বিসর্জন দেননি মি. মিসন, তাই বুঝতে পারছেন, খুব একটা ভুল বলেনি ইউস্টেস। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এমন কথা শোনার বা মেনে নেবার অবস্থায় নেই তিনি। তারপরও ভাইপোর সৎসাহসে তিনি মুগ্ধ। সবকিছু থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দেয়ার পরও ও যেভাবে নিজের বক্তব্যে অটল থাকল, তা প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু সৎসাহসের পুরস্কার দিতে পারবেন না মি. মিসন, পারবেন না নিজের দুর্বলতাকেও প্রকাশ করতে।

www.BanglaBook.org

যদি তা-ই করতেন, তা হলে আজ তিনি দু'মিলিয়ন পাউণ্ডের মালিক হতে পারতেন না।

তিন

অগাস্টার ছোট বোন

মিসন'স-এ গিয়ে বাড়তি টাকা কেন চাইছিল অগাস্টা... না পেয়ে কেনই বা ভেঙে পড়েছিল, তা জানতে হলে ওর পূর্ব-ইতিহাসের দিকে একটু নজর দেয়া দরকার।

অগাস্টার পিতা ছিলেন গ্রাম্য এলাকার একজন ধর্মযাজক... অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, এবং নিপাট একজন ভালমানুষ। এমন মানুষের ক্ষেত্রে যা হয়, ঠিক তা-ই ঘটেছিল তাঁর বেলায়—রেভারেণ্ড জেমস স্মিদার্সের তেমন টাকাপয়সা ছিল না। তবে মোটামুটি সচ্ছল ছিলেন তিনি, অন্তত ধর্মযাজকের পেশায় যতটুকু আয় করতেন, তা দিয়ে ভালভাবেই চলে যেত সংসার। তাঁর স্ত্রী-ও ছিলেন অত্যন্ত হিসেবি এক মহিলা, সংসার খরচের পরও টুকটাক টাকা জমাতেন।

হঠাৎ একদিন মারা গেলেন রেভারেণ্ড, পিছনে রেখে গেলেন বিধবা স্ত্রী আর দুই মেয়েকে—চোদ্দো বছরের অগাস্টা, আর দু'বছর বয়সী জিনি-কে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত—দুটো পুত্র-সন্তান ছিল ওঁদের, তবে রোগে ভুগে বহু বছর আগেই মারা গেছে ওরা, ফলে মিসেস স্মিদার্সের উপর বাড়তি দুই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সন্তানের বোঝা চাপল না। শক্ত ধাতের মহিলা ছিলেন তিনি, স্বামীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেন না। সাত হাজার পাউণ্ড জমেছিল তাঁর, টাকাটা বিনিয়োগ করে বছরে সাড়ে তিনশো পাউণ্ডের বাঁধাধরা একটা আয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন। সারা বছরের জন্য সেটা খুব বেশি নয়, তারপরও একেবারে পথে বসার চেয়ে তো ভাল! দুই মেয়েকে মানুষ করায় মন দিলেন তিনি, গ্রাম ছেড়ে চলে এলেন বার্মিংহামে, অগাস্টা আর জিনিকে ভর্তি করলেন মোটামুটি ভাল একটা স্কুলে।

মা আর দু'মেয়ের জীবন কোনোরকমে কেটে যাচ্ছিল বার্মিংহামে, কিন্তু সেখানেও আঘাত হানল দুর্ভাগ্য। অগাস্টার বয়স যখন উনিশ, আর জিনির আট, তখনই একদিন হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাক করল মিসেস স্মিদার্সের। হাসপাতালে নেবার আগেই মারা গেলেন তিনি। ফলে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হলো নিতান্ত অল্পবয়েসী দু'বোন। দেখা গেল, দুই মেয়ের লেখাপড়া চালাতে গিয়ে জমানো টাকার বেশিরভাগই খরচ করে ফেলেছেন মিসেস স্মিদার্স—লোকজনের ধার-কর্জ শোধ করার পর মাত্র ছয়শো পাউণ্ড অবশিষ্ট রয়েছে ওদের কাছে। এই টাকার মুনাফা দিয়ে ওদের পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব নয়। জিনি তো একেবারেই শিশু, কাজেই রোজগারের চেষ্টায় নামতে হলো একা অগাস্টাকে। ছোটখাট চাকরি করতে শুরু করল ও, কিন্তু তাতে তেমন কোনও আয় হলো না। ফলে বিকল্প ভাবতে হলো ওকে।

ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল অগাস্টার, টুকটাক লেখালেখিও করত। নিজের উপর আত্মবিশ্বাস ছিল ওর, তাই একটা বই লিখে নিজের খরচে ছাপল ওটা। কিন্তু প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো ও, বইটা বিক্রি হলো না, মাঝখান থেকে বাহান্ন পাউণ্ডের জলাঞ্জলি হয়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে আরেকটা বই লিখল অগাস্টা—*জেমিমা'স ভাউ*, নিজে ছাপার সঙ্গতি না থাকায়

www.BanglaBook.org

ওটা নিয়ে গেল *মিসন'স*-এ। আর তারপর কী ঘটেছে, তা তো পাঠকরা ইতোমধ্যেই জানতে পেরেছেন।

বছরের সবচেয়ে ব্যবসাসফল বইগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে *জেমিমা'স ভাউ*, কিন্তু ওটার সুফল ভোগ করতে পারছে না অগাস্টা। মি. মিসনের কৌশলী চুক্তির কারণে আগামী পাঁচ বছর অন্য কোথাও লেখালেখি করতে পারবে না ও, আটকা পড়ে থাকতে হবে *মিসন'স*-এ। যা লিখবে, তা-ও বিক্রি করতে হবে একশো পাউণ্ডে, কিংবা বইয়ের দামের সাত পার্সেন্ট রয়্যালটি-তে। এই সামান্য উপার্জনে চলা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। মিসেস স্মিদার্সের মৃত্যুর পর তিন বছর পেরিয়ে গেছে, ছয়শো পাউণ্ডেরও খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে ওর কাছে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মত নতুন একটা বিপদ দেখা দিয়েছে—ফুসফুসের জটিলতায় আক্রান্ত হয়েছে ওর ছোট বোন জিনি। সেদিন সকালেই ডাক্তার জানিয়েছেন, বার্মিংহামের ঠাণ্ডা পরিবেশে বসবাস করায় রোগটা আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে, যে-কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারে মেয়েটা। উপায় একটাই—উত্তরাঞ্চলের উষ্ণ এলাকায় চলে যেতে হবে ওদেরকে। অন্তত এক বছর সেখানে থাকতে পারলে হয়তো বা উন্নতি হতে পারে জিনির।

চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছে অগাস্টা, উত্তরাঞ্চল তো দূরের কথা, এই বার্মিংহামেরই কোথাও যাবার উপায় নেই ওদের। নোংরা এক বস্তির মত এলাকায় গত তিনটে বছর ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছে ওরা, বেঁচে আছে কোনোমতে। বোনকে অন্য কোথাও নেবার মত, কিংবা চিকিৎসা চালাবার মত একটা ফুটো কড়িও নেই। অনেক আশা নিয়ে মি. মিসনের কাছে ছুটে গিয়েছিল, বইটা ভাল ব্যবসা করায় বাড়তি কিছু টাকা আশা করেছিল, কিন্তু সে-আশায় পানি ঢেলে দিয়েছেন দয়ামায়াহীন প্রকাশক। এখন ওর সামনে আর কোনও রাস্তা খোলা নেই।

www.BanglaBook.org

শেষ চেষ্টা হিসেবে ব্যাঙ্কে ছুটে গেল ও, ম্যানেজারকে বলে যদি কিছু অ্যাডভান্স নেয়া যায়। কিন্তু ওখানেও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলো। ম্যানেজার চুপচাপ শুনল ওর কথা, তারপর বিনয়ের সঙ্গে জানাল, ফেরত পাবার নিশ্চয়তা না থাকলে কোনও ধরনের লোন দিতে পারবে না সে—ওটা ব্যাঙ্কের নিয়মবিরুদ্ধ। বলা বাহুল্য, অগাস্টার মুখের কথাকে নিশ্চয়তা হিসেবে ধরছে না সে।

সন্ধ্যায় ভাঙা মন নিয়ে বাড়ি ফিরল অগাস্টা। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত... কুয়াশায় ভেজা অবস্থায়। ইচ্ছে করছে চেঁচিয়ে কাঁদতে, কিন্তু পারল না। বার্মিংহামের সবচেয়ে অনুন্নত এলাকাটায় যখন পা রাখল, তখন ওর মনের অবস্থার সঙ্গে বড়ই মানানসই হলো চারদিকের দৃশ্যটা: সবখানে দারিদ্র্য আর অবহেলার ছাপ, পৃথিবী যেন ভুলে গেছে জায়গাটার কথা।

পুরনো একটা বিল্ডিঙে থাকে দু'বোন। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠল অগাস্টা, প্যাসেজে দেখা হলো এক প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে—ওর অনুপস্থিতিতে জিনিকে দেখাশোনা করে। মহিলা জানাল, ডিনারের সময় খুব কাশছিল মেয়েটা, তবে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

দরজা খুলে সন্তর্পণে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল অগাস্টা, যাতে শব্দ না হয়। জিনির ঘুম ভাঙাতে চাইছে না। দু'রুমের অ্যাপার্টমেন্ট—সামনে লিভিংরুম, পিছনে বেডরুম। লিভিংরুমের এককোণে ছোট ফায়ারপ্লেস, তাতে জ্বলছে কয়লার আগুন। কামরাটা উত্তপ্ত হবার জন্য তা যথেষ্ট নয়। একপাশে অগাস্টার লেখার টেবিল, তাতে নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে একটা প্যারাফিনের প্রদীপ। আবছা আলোয় কম্বলমুড়ি দিয়ে সোফার উপর শুয়ে আছে ছোট্ট জিনি। পা টিপে টিপে ওর কাছে গেল অগাস্টা। করুণ চোখে তাকাল ছোট বোনের দিকে।

www.BanglaBook.org

এক বছর আগেও উচ্ছল, সতেজ ছিল জিনি; কিন্তু এখন সেসবের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। অপুষ্টি আর রোগের কবলে পড়ে কঙ্কালসার হয়ে গেছে ছোট্ট দেহটা। নাজুক একটা পুতুলের মত দেখাচ্ছে ওকে। চামড়া ফ্যাকাসে, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে গেছে, চোখ বসে গেছে গর্তে। সোনালি চুলগুলোও নির্জীব। এক সময়ের সুন্দর চেহারাটায় এখন মৃত্যুর ছাপ। অবাক ব্যাপার হলো, এতকিছুর পরও ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি লেগে আছে জিনির, ঘুমের ভিতর সুন্দর কোনও স্বপ্ন দেখছে বোধহয়।

বোনের দিকে তাকিয়ে নিষ্ফল হতাশায় হাত মুঠো করে ফেলল অগাস্টা। গলার কাছটায় দলা পাকিয়ে উঠল কী যেন, দু'চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। জিনিকে কীভাবে বাঁচাবে ও? কোথায় পাবে টাকা? গত বছর এক ধনী লোক বিয়ে করতে চেয়েছিল অগাস্টাকে, কিন্তু লোকটাকে মোটেই পছন্দ হয়নি ওর, তাই ফিরিয়ে দিয়েছিল প্রস্তাবটা। হায়, তখন কি জানত, একমাত্র বোনটির এ-দশা হতে চলেছে? অন্তত জিনিকে বাঁচানোর জন্য হলেও বিশ্রী লোকটাকে এখন বিয়ে করতে রাজি আছে ও, কিন্তু লোকটাই নেই। বিদেশে চলে গেছে—কবে ফিরবে, কেউ বলতে পারে না। ফলে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে গেছে অগাস্টা। দুইশ' পাউণ্ড পেলেই জিনিকে বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা হতে পারে, অথচ সেটা জোগাড়ের কোনও উপায় নেই ওর।

সোফার পাশে বসে নিজের অসহায়ত্বের কথা ভেবে নিঃশব্দে কাঁদছিল অগাস্টা, হঠাৎ জেগে উঠল জিনি।

মিষ্টি গলায় বলল, 'এসেছ, আপু? যাক, বাঁচা গেল। তোমাকে ছাড়া বড্ড একা একা লাগছিল। সে কী, তুমি তো দেখি একদম ভিজে গেছ! তাড়াতাড়ি কাপড় বদলাও, নইলে আমার মত তোমারও...'

কথা শেষ করতে পারল না ও, কাশতে শুরু করল। কাশির

www.BanglaBook.org

দমকে ছোট্ট দেহটা ঝাঁকি খেতে শুরু করল ভীষণভাবে। তাড়াতাড়ি ওকে জড়িয়ে ধরল অগাস্টা। কাশি থামলে উঠে দাঁড়াল, ভিতরের রুমে গিয়ে জামা পাল্টে ফিরে এল।

'তারপর? খবর কী, আপু?' বলল জিনি। 'ছাপাখানার ভূতটা কি তোমাকে টাকা দিতে রাজি হয়েছে?' মি. মিসনকে ঠাট্টা করে ছাপাখানার ভূত বলে ও।

'না রে,' দুখী গলায় বলল অগাস্টা। 'ঝগড়া করেছি আমি, কিন্তু তাতে লাভ হয়নি।'

'তারমানে এখান থেকে চলে যেতে পারছি না আমরা?'

মুখে কথা ফুটল না অগাস্টার, শুধু মাথা নাড়ল।

চেহারাটা করুণ হয়ে উঠল জিনির। ও বলল, 'তা হলে তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই আমি, আপু। মন দিয়ে শোনো, রাগ কোরো না। তোমাকে আমি খুবই ভালবাসি, আপু; তোমাকে ফেলে কোথাও যাবার ইচ্ছেও নেই আমার। কিন্তু নিজেই ভেবে দেখো, আমাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে এখন মূল্যহীন। মরতে হবেই আমাকে, তুমি খামোকাই ছোটাছুটি করে নিজের কষ্ট বাড়াচ্ছ। তার চেয়ে ভাগ্যকে মেনে নিলেই কি ভাল হয় না?'

'কী বলছিস এসব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অগাস্টা।

'অ্যাই!' কপট ভঙ্গিতে চোখ রাঙাল জিনি। 'রাগ করতে মানা করেছি না তোমাকে? আমার কথা শেষ হতে দাও। জানি, আমার বয়স কম, এখনও তুমি আমাকে বাচ্চা ভাবো। কিন্তু রোগ-শোকে মানুষের বয়স বেড়ে যায়, আপু। নিজেকে এখন একশো বছরের বুড়ির মত লাগে আমার। সবকিছু বড়দের মতই বুঝতে পারি আমি।' কাশি শুরু হওয়ায় একটু থামল ও। তারপর আবার খেই ধরল কথার। 'অনেক ভেবেছি আমি, আপু। তাতে মনে হলো, রোগটার সঙ্গে লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিলেই ভাল করব। তোমার কাঁধে আমি একটা অনর্থক বোঝা হয়ে চেপে আছি। মরে গেলে হয়তো

www.BanglaBook.org

একটু কষ্ট পাবে তুমি, কিন্তু দুশ্চিন্তার হাত থেকেও রেহাই পাবে।'

'প্লিজ, জিনি!' ভাঙা ভাঙা গলায় বলল অগাস্টা 'পায়ে পড়ি, এমন কথা বলিস না।'

শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে বোনের কাঁধে রাখল জিনি। বলল, 'কষ্ট হলেও একটু শোনো আমার কথা। অনেকদিন থেকেই কথাগুলো জমে আছে আমার বুকের মধ্যে, না বলে স্বস্তি পাচ্ছি না। আমার জন্য এত ভয় কেন তোমার, আপু। ভেবে দেখো, যেখানেই যাই আমি, এখানকার চেয়ে কতই বা আর খারাপ হবে ওটা? এখনকার চেয়ে কত বেশিই বা কষ্ট পেতে পারি আমি মৃত্যুর ওপারে? স্রেফ নরকে বাস করছি আমরা এতগুলো বছর ধরে, আর সে-অবস্থা বদলানোর পথে আমিই তোমার একমাত্র বাধা। এতদিনে একটামাত্র ভাল ব্যাপার ঘটেছে আমাদের জীবনে—তা হলো তোমার বইটা। যত কষ্টেই থাকি, পত্রিকায় ওটার সমালোচনা পড়লে বুকটা আনন্দে ভরে যায় আমার। *টাইমস্*, *স্যাটারডে রিভিউ*, *স্পেকটেটর*... সবাই শুধু প্রশংসাই করছে তোমার বইয়ের, তোমার লেখার! তোমাকে জিনিয়াস বলছে ওরা, আপু! ভবিষ্যদ্বাণী করছে, একদিন সাহিত্যজগতের চূড়ায় উঠবে তুমি। ছাপাখানার ভূত কোনোদিন এ-কৃতিত্ব কেড়ে নিতে পারবে না, আপু। তোমার টাকা মেরে দিতে পারে লোকটা, কিন্তু কোনোদিন বলতে পারবে না—বইটা ও লিখেছে।' দম নেবার জন্য একটু থামল ও। তারপর বলতে থাকল, 'লণ্ডন থেকে বিখ্যাত লেখকদেরও অনেক চিঠি পেয়েছ তুমি, আপু। এসব দেখে আমার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মেছে, একদিন তুমিও ওদের মত বিখ্যাত হয়ে যাবে। দুনিয়ার সমস্ত মিসনও তোমার এই ভাগ্য পাল্টাতে পারবে না। কিচ্ছু ভেবো না তুমি, আপু। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, ছাপাখানার ভূতের কবল থেকে রেহাই পাবে তুমি... এবং সেটা খুব শীঘ্রি! যদি না-ও পাও, তাতে কী এসে-যায়? একজন মানুষের

www.BanglaBook.org

জীবনে পাঁচটা বছর তো খুব বেশি সময় নয়। ওই সময়টা নাহয় তোমার কষ্টে কাটবে, কিন্তু এরপর ঠিকই প্রতিভার মূল্য পাবে তুমি। আমি হয়তো থাকব না, কিন্তু এটা ভেবে ভাল লাগছে, সেই দিনগুলোতে তুমি বার বার ভাববে আমার কথা। অবাক হবে আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছে বলে।'

কথা শেষ করে কাশতে শুরু করল জিনি। কাঁদতে কাঁদতে ওকে জড়িয়ে ধরল অগাস্টা, মিনতি করল মৃত্যুর কথা আর না বলতে। কাশি থামতেই জিনির মুখে হালকা একটু হাসি ফুটল। বোনের মাথায় হাত বোলাল ও।

বলল, 'ঠিক আছে, আপু। তুমি না চাইলে আর কিছু বলব না আমি। কিন্তু ভেবো দেখো, সত্যকে অস্বীকার করে লাভ কী? ভাগ্যের সামনে আমাদের কারও কি কিছু করার আছে? আমি নিজেই ক্লান্ত, আর পারছি না। এই রোগ... এই কষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি। আর কত? এবার একটু বিশ্রাম চাই... হোক সেটা পরজগতে! এই পৃথিবীটা আমার কাছে আর ভাল্লাগছে না। মৃত্যুভয়ও কেটে গেছে অনেক আগে। অনেক তো ভালবাসা পেলাম তোমার, ঋণী হয়ে আছি। এই জীবনে সেই ঋণ শোধ করতে পারলাম না। ঈশ্বর যদি সুযোগ দেন, তা হলে কোনও একদিন... যখন তুমি আমার সঙ্গে যোগ দিতে আরেক জগতে যাবে, তখন নিশ্চয়ই এই ভালবাসার প্রতিদান দেব।'

এটুকু বলে চুপ হয়ে গেল জিনি, গলা ধরে এসেছে ওর। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ কাঁদল দু'বোন। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়তেই সংবিৎ ফিরল ওদের। চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল অগাস্টা, এগিয়ে গিয়ে খুলল দরজা। প্রতিবেশী ভদ্রমহিলা এসেছেন চা-নাশতা নিয়ে। দু'বোনের অবস্থা ভালই জানা আছে তাঁর, তাই প্রায়ই নিজ থেকে খাবার-দাবার নিয়ে আসেন।

www.BanglaBook.org

ভদ্রমহিলার সামনে আর কান্নাকাটি করল না দু'বোন, তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাবারের ট্রে-টা নিল। অল্প একটু চা আর পাউরুটি খেল অগাস্টা, জিনি শুধু আধ-গ্লাস দুধ ছাড়া কিছু মুখে দিল না।

'আপু,' খাওয়াদাওয়া শেষে বলল জিনি, 'আমাকে বিছানায় নিয়ে চলো। তারপর পড়ে শোনাও *জেমিমা'স ভাউ* থেকে—ওই যে, যেখানে জেমিমা মারা যায়, সেই অংশটা। পুরো বইয়ে ওটাই আমার সবচেয়ে পছন্দের। আবার শুনতে ইচ্ছে করছে।'

কোলে করে বোনকে বেডরুমে নিয়ে গেল অগাস্টা, বিছানায় শুইয়ে দিল, তারপর খুলল বইটা। গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে পড়তে শুরু করল জিনির প্রিয় অংশটা। বইয়ের শেষদিকে ওটা, দৃশ্যটা অত্যন্ত আবেগঘন, এমনিতেই ওটা যে-কাউকে দুর্বল করে তুলতে পারে, আর অগাস্টা তো এমনিতেই দুর্বল হয়ে আছে। নিজের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করতে হলো ওকে, ধীরে ধীরে পড়ে গেল পাতার পর পাতা। পৌঁছুল একেবারে শেষ পৃষ্ঠায়।

'...এরপর জেমিমা ওর দিকে দু'হাত বাড়াল। বলল, "বিদায়, প্রিয়তম!" কথাটা বলতে কষ্ট হলো না ওর। কারণ নিজের দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে ও। মনে প্রশান্তি নিয়ে দু'চোখ মুদল, ঘুমিয়ে পড়ল চিরতরে।'

'আহ!' পড়া শেষ হতেই বলল জিনি। 'আমিও যদি জেমিমার মত হতে পারতাম! কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারিনি আমি, তাই ওর মত বিদায় জানাতে পারছি না তোমাকে, আপু। প্রশান্তি নিয়ে ঘুমিয়েও পড়তে পারছি না।'

'ব্যস, আর কোনও কথা নয়,' বোনের ঠোঁটে আঙুল ঠেকাল অগাস্টা। 'এখন চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ বন্ধ করল জিনি। একটু পরেই ওর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে এল।

বোনের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তায় ডুবে গেল অগাস্টা। মেয়েটা হাল ছেড়ে দিতে শুরু করেছে, আর এর ফলাফল কী দাঁড়াতে পারে, সেটা বোঝার জন্য জ্যোতিষী হবার প্রয়োজন নেই। মনের জোরই যদি না থাকে রোগীর, তা হলে রোগ সারানোর কোনও উপায় থাকে না। ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে অসুস্থ মানুষ। জিনির বেলাতেও তা-ই ঘটতে চলেছে। আর এর পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে ও নিজে। *মিসন'স*-এ কী ঘটেছে, সেটা বলে দিয়েছে অগাস্টা। জিনি বুঝতে পেরেছে, চিকিৎসা চালাবার মত টাকাপয়সা জোগাড় করা সম্ভব নয় ওর বোনের পক্ষে। মন ভেঙে গেছে বেচারির। তাই মৃত্যুর কথা ভাবতে শুরু করেছে।

কিছু একটা করতে হবে অগাস্টাকে, এবং খুব শীঘ্রি। কিন্তু কী করবে? ধনী লোকটা নেই, তাকে বিয়ে করতে পারছে না। এখন কে দেবে ওকে টাকা? অনেকক্ষণ ভাবনাচিন্তা করার পর টের পেল, একটা পথ আছে। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে *মিসন'স*-এ ফিরে যেতে হবে ওকে। একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি আছে ওর হাতে, ওটা একশো পাউণ্ডে বিক্রি করে দিতে হবে। তাতে অবশ্য খরচের মাত্র অর্ধেকটা জোগাড় হবে—জিনিকে দক্ষিণ ফ্রান্সে নিতে হলে অন্তত দুইশ' পাউণ্ড দরকার। বাকিটার জন্য নিজেকে সমর্পণ করতে হবে জাঁদরেল প্রকাশকের পায়ে, তার বেতনভুক ফরমায়েশি লেখক-বাহিনীতে যোগ দিতে হবে অগাস্টাকে। নিজের সৃজনশীলতা ধ্বংস হয়ে যাবে বটে, কিন্তু মি. মিসনকে ভালমত বোঝাতে পারলে হয়তো বা অগ্রিম বেতন হিসেবে একশো পাউণ্ড নেয়া যাবে। এমনিতে কিছুতেই নিজের প্রতিভার এই অপপ্রয়োগে রাজি হতো না ও, কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। একমাত্র বোনটার জন্য মি. মিসনের দাসী হতেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজি আছে অগাস্টা।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তরুণী লেখিকা, আগামীকালই আবার বদমাশ প্রকাশকটার কাছে যাবে ও। বোনের জন্য জীবনের সবচেয়ে বড় ত্যাগটা করবে। কিছুটা স্বস্তি নিয়ে শুতে গেল অগাস্টা, জানল না—নিয়তি ওকে নিয়ে অন্যরকম ফন্দি আঁটছে। ত্যাগের মহিমায় ভাস্কর ও হবে ঠিকই, কিন্তু যেভাবে চাইছে, সেভাবে নয়।

একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল অগাস্টা। আর তখুনি পুরনো বাড়িটাতে হানা দিল এক অদৃশ্য শক্তি—যার নাম মৃত্যু। পৃথিবীর বুকে আরেকজন মানুষের জমাখরচের খাতা বন্ধ হয়ে গেল, চিরদিনের মত আরেকটি প্রাণ পাড়ি জমাল পরকালের উদ্দেশে, আরেকটি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেল চিরতরে। হ্যাঁ, নিজের কাজ করে গেল মৃত্যু, আর এবার তার শিকার হলো ছোট্ট জিনি স্মিদার্স!

তৎক্ষণাৎ কিছুই টের পেল না অগাস্টা, নিঃশব্দে ওকে ছেড়ে চলে গেল অসুস্থ মেয়েটি। ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, অস্বাভাবিক নীরব মনে হলো ঘরটা। অসুস্থতার কারণে কখনোই ঠিকমত ঘুমাতে পারে না জিনি, সারারাত ছটফট করে। ওর সেই নড়াচড়ার আওয়াজে অভ্যস্ত হয়ে গেছে অগাস্টা, অথচ আজ কিছু শোনা যাচ্ছে না। না জিনির ছটফটানি, না ওর শ্বাস ফেলার আওয়াজ। অজানা আতঙ্কে ছেয়ে গেল অগাস্টার হৃদয়, শরীর অসাড় হয়ে যেতে চাইল। কোনোমতে বিছানা থেকে নামল, তারপর পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়াল জিনির বিছানার পাশে। এখনও বাইরে ঠিকমত আলো ফোটেনি, তাই দেশলাইয়ের কাঠি ঘষে মোমবাতি জ্বালল ও। কাঁপা কাঁপা হাতে আলোটা নিয়ে ধরল বোনের মুখের কাছে।

কাত হয়ে শুয়ে আছে ছোট্ট মেয়েটা, একটা হাত ভাঁজ করে

www.BanglaBook.org

রেখেছে মাথার নীচে। মুখে অদ্ভুত প্রশান্তি, চোখদুটো খোলা। মোমবাতির আলোয় একটুও কাঁপল না চোখের পাতাদুটো। রক্তশূন্য মুখটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বুঝতে পারল অগাস্টা কী সর্বনাশ ঘটে গেছে। তবু হাত বাড়াল, স্পর্শ করল জিনির কপাল—ওটা বরফের মত ঠাণ্ডা।

আর কোনও সন্দেহ নেই।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল অগাস্টা। পুরো বাড়ি কেঁপে উঠল ওর হাহাকারে।

চার

অগাস্টার সিদ্ধান্ত

জিনি স্মিদার্সের মৃত্যুর দু'দিন পর।

বার্মিংহামের রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে ইউস্টেস মিসন, দু'হাত পকেটে ঢোকানো। সচরাচর যে-ধরনের আত্মবিশ্বাস দেখা যায় ওর মধ্যে, তা এ-মুহূর্তে অদৃশ্য। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে ও। অনেকের মনে হতে পারে, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় বুঝি ছেলেটা অথৈ সাগরে পড়েছে; কিন্তু আদপে ব্যাপারটা তা নয়। চাচার অঢেল সম্পদের উপর কখনোই নজর ছিল না ওর, কাজেই সেসব নিয়ে চিন্তা করছে না। চিন্তা করছে ভবিষ্যৎ নিয়ে, কী করবে সেটা বুঝে উঠতে পারছে না। বছরে একশো পাউণ্ডের একটা বাঁধাধরা আয় আছে ওর, মায়ের

www.BanglaBook.org

সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে পাচ্ছে—কিন্তু সেটা জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। চাকরি-বাকরি একটা খুঁজে নিতে হবে শীঘ্রি। কী ধরনের চাকরি নেবে, আদৌ নেবে কি না, নাকি ব্যবসায় নামবে—এসব নিয়েই ও বিভ্রান্ত। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

পম্পাডর হল থেকে বেরিয়ে আসার পর একটা হোটেলে উঠেছে ইউস্টেস। চাচাকে নিয়ে সেই থেকে একবারও ভাবেনি। তবে অন্য একজনকে নিয়ে ভেবেছে ও—সুন্দরী, বিপন্ন লেখিকা অগাস্টা স্মিদার্সকে নিয়ে। মেয়েটার প্রতি কেন যেন অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করছে ও। মিসন'স-এর ব্যবসায় কয়েক শিলিং যোগ করার কোনও ইচ্ছে ছিল না ওর, তারপরও এক কপি *জেমিমা'স ভাউ* কিনেছে—শুধুমাত্র লেখা পড়ে অগাস্টার ব্যাপারে একটা ধারণা নেবার জন্য। বইটা পড়েছে ইউস্টেস—খুব সহজ-সরল ভাষায় লেখা হলেও কাহিনি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং গভীর। যে-খ্যাতি অর্জন করেছে বইটা, তার মধ্যে বাড়াবাড়ি নেই একটুও, আসলেই *জেমিমা'স ভাউ* আলোড়ন সৃষ্টি করবার মত যোগ্যতা রাখে। বইটা শেষ করে অভিভূত হয়েছে ইউস্টেস, মুগ্ধ হয়েছে অগাস্টার লেখনীতে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছে ও—প্রতিভা দেখে, সৌন্দর্য দেখে!

অগাস্টার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে জেগেছে ইউস্টেসের মনে। *মিসন'স* থেকে বরখাস্ত হওয়া এক কেরানির কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করেছে, কিন্তু হোটেল থেকে বেরুনোর পর আক্রান্ত হয়েছে দ্বিধায়। অগাস্টার কাছে গিয়ে কী করবে ও? কী বলবে? কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। আবার মেয়েটার প্রতি চুম্বকের মত আকর্ষণও এড়াতে পারছে না। তাই এক ধরনের বিভ্রান্তি নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে রাস্তায়।

শেষ পর্যন্ত যাবে বলে ঠিক করল ও। আগে দেখা হোক অগাস্টার সঙ্গে। বাকিটা পরে ভাবা যাবে। আধঘণ্টার মধ্যে

www.BanglaBook.org

বার্মিংহামের অনুন্নত এলাকাটায় পৌঁছে গেল ও। ঠিকানা মিলিয়ে খুঁজে বের করল বাড়িটা। সদর দরজায় গিয়ে ঘণ্টা বাজাল।

মাঝবয়েসী এক মহিলা খুললেন দরজা। অগাস্টা আছে কি না জানতে চাইলে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন। তারপর পথ দেখিয়ে ইউস্টেসকে নিয়ে গেলেন ওপরতলায়। অগাস্টার দরজায় নক করে জানালেন, অতিথি এসেছে।

লিভিংরুমে নির্বাক হয়ে বসে ছিল তরুণী লেখিকা, দরজায় টোকা শুনে উঠে এল। ছিটকিনি খুলে একটু ফাঁক করল পাল্লা, উঁকি দিল। পরমুহূর্তে অবাক হলো। সুবেশী যুবকটিকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে।

'মাফ করবেন,' বলল ইউস্টেস। 'অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি না তো?'

'ন্... না,' মাথা নাড়ল অগাস্টা। 'কিন্তু আপনাকে ঠিক কোথায় দেখেছি, মনে করতে পারছি না।'

'ওহ্, কী কাণ্ড! আমি ইউস্টেস মিসন...'

কথা শেষ হলো না, মিসন নামটা শুনেই চেহারা রুক্ষ হয়ে উঠল অগাস্টার, ভুরু কুঁচকে ফেলল। বাধা দিয়ে বলল, 'আপনি যদি মিসন অ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে এসে থাকেন, তা হলে বিরাট ভুল করেছেন!'

'না, না!' তাড়াতাড়ি বলল ইউস্টেস। 'ওদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই আমার... কেবল নামের মিলটা ছাড়া। আ... আমি আসলে আপনাকে সমবেদনা জানাতে এসেছি, চাচা বড্ড অন্যায় করেছে আপনার সঙ্গে। মনে আছে তো, সেদিন অফিসে আমিও ছিলাম?'

'ও হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে,' বলল অগাস্টা, তবে ভ্রূকুটি এখনও দূর হয়নি। 'আপনি খুব ভাল আচরণ করেছিলেন আমার সঙ্গে... ওই বুড়ো শয়তানটার চেয়ে কয়েকশো গুণ ভাল!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হয়েছে কী,' ইতস্তত করে বলল ইউস্টেস, 'আপনি চলে আসার পর চাচার সঙ্গে বেশ এক চোট হয়ে গেছে আমার—আপনার ব্যাপারটা নিয়েই। উচিত কথা শুনিয়ে দিয়েছি আমি, রেগে-মেগে বাড়ি থেকে আমাকে বের করে দিয়েছেন উনি। সমস্ত সম্পত্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন বলে জানিয়েছেন, এতদিনে উইলও পাল্টে ফেলেছেন বোধহয়।'

'এক মিনিট, মি. মিসন,' বলে উঠল অগাস্টা। 'আমার জন্য আপনি আপনার চাচার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন?'

'জী, ঠিকই শুনছেন,' মাথা ঝাঁকাল ইউস্টেস।

'সাহস আছে আপনার!' মন্তব্য করল অগাস্টা। নতুন চোখে তাকাল ইউস্টেসের দিকে। গল্প শুনেছে, আগের আমলে বিপন্ন মেয়েদেরকে সাহায্য করতে উদয় হতো অকুতোভয় নাইট, জীবনের ঝুঁকি নিত। ওর জীবনেও এমন কাহিনির সূত্রপাত হবে, তা ভাবতে পারেনি। বিশেষ করে ওর নাইট যে মিসন নামেরই একজন হবে, তা তো আরও অবিশ্বাস্য।

কয়েক মুহূর্ত অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করল। শেষে গলা খাঁকারি দিয়ে অগাস্টা বলল, 'ইয়ে... অফিসে অমন একটা কাণ্ড ঘটানোয় আমি নিজেও দুঃখিত। আসলে টাকার বড্ড প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, তাই মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। এখন অবশ্য সে-প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আর টাকা-পয়সা চাই না আমি।'

কথাটার মধ্যে অদ্ভুত একটা দুঃখের সুর মিশে আছে, তাই কৌতূহলী হয়ে উঠল ইউস্টেস। ব্যাপারটা কী? সেদিন যদি টাকার জন্য মরিয়া হয়ে থাকে মেয়েটা, আজ আবার টাকার প্রতি অনীহা কেন?

'মাফ করবেন,' বলল ও, 'টাকাটা কেন সেদিন প্রয়োজন হয়েছিল আপনার, জানতে পারি?'

ইউস্টেসের দিকে তাকাল অগাস্টা, তারপর নিচু গলায় বলল,

www.BanglaBook.org

'আপনি চাইলে দেখাতেও পারি। দেখবেন?'

মাথা ঝাঁকাল ইউস্টেস। দরজাটা খুলে ধরল অগাস্টা। বলল, 'আসুন, দেখাচ্ছি।'

ওকে অনুসরণ করল ইউস্টেস। সিটিংরুম পেরিয়ে বেডরুমের কাছে গেল অগাস্টা, দরজা খুলে অতিথিকে নিয়ে গেল কামরাটার ভিতরে। জীর্ণ বেডরুমটায় ঢুকতেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ইউস্টেসের। দারিদ্র্যের ছাপ প্রকট, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটা গা ছমছম করা পরিবেশ। জানালার পর্দাগুলো টানা, সূর্যের আলো ঠিকমত ঢুকছে না ভিতরে, আলো-আঁধারি খেলা করছে ওখানে। চাদরে ঢাকা একটা চারকোনা আকৃতি নজরে পড়ল ওর—ছোট একটা বিছানার উপরে রাখা হয়েছে।

ইউস্টেসকে নিয়ে বিছানার কাছে গেল অগাস্টা, সাবধানে সরাল চাদরটা। উন্মুক্ত হয়ে গেল একটা খোলা কফিন, তাতে শুয়ে আছে জিনির নিস্পন্দ দেহ—সোনালি চুলে ঘেরা সুন্দর মুখটা রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে।

অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল ইউস্টেসের মুখ দিয়ে, নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেল দু'পা। এমন একটা দৃশ্য দেখার জন্য একেবারেই তৈরি ছিল না। বাকরুদ্ধ হয়ে গেল ও। ইউস্টেসের অবস্থা দেখে সচকিত হয়ে উঠল অগাস্টা, বুঝতে পারল—কাজটা ঠিক হয়নি। জিনির লাশটা ওর জন্য ভয়াবহ নয়, হতে পারে না; কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষের জন্য অল্পবয়েসী একটি শিশুর মৃত্যু কিছুতেই সহ্য হবার কথা নয়।

'আ... আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মি. মিসন,' তাড়াতাড়ি ক্ষমা চাইল অগাস্টা। 'ভুলেই গিয়েছিলাম যে ওর ব্যাপারে কিছু জানা নেই আপনার। চমকে দিয়েছি আপনাকে... ক্ষমা চাইছি।' কফিনটা আবার ঢেকে দিল ও।

বেশ কিছুটা সময় লাগল ইউস্টেসের স্বাভাবিক হতে। কথা

www.BanglaBook.org

বলার শক্তি ফিরে পেতেই জিজ্ঞেস করল, 'কে ও?'

'আমার বোন... আমার একমাত্র ছোট বোন,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল অগাস্টা, উদ্গত কান্না ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। 'ওকে বাঁচাবার জন্যই আমি ছুটে গিয়েছিলাম আপনার চাচার কাছে। কিন্তু কিছুতেই টাকাটা দিতে রাজি হলেন না উনি। ফিরে আসার পর যখন খবরটা বললাম, জিনির মন ভেঙে গেল। সে-রাতেই মারা গেল ও। আপনার চাচা এর জন্য দায়ী, মি. মিসন। উনিই খুন করেছেন আমার বোনকে! আসুন।'

সিটিংরুমে ফিরে এল ওরা। সোফায় বসল। কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকার পর অগাস্টার কাছে ক্ষমা চাইল ইউস্টেস—এমন একটা শোকাতুর সময়ে এসে ওকে বিরক্ত করার জন্য।

'আমি বিরক্ত হইনি,' বলল অগাস্টা। 'বরং ভালই লাগছে আপনি আসায়। গত দু'দিনে শুধু ডাক্তার আর আণ্ডারটেকার ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা হয়নি আমার—তাও মাত্র দু'বার। একাকী বসে থাকতে থাকতে মাথা খারাপের মত লাগছিল। সব আমারই দোষে ঘটল, সার। যদি আপনার চাচার সঙ্গে বোকার মত ওই চুক্তিটা না করতাম আমি, তা হলে জিনির এ-দশা হতো না। আমার নতুন বইটার কপিরাইট এক হাজার পাউণ্ডে বিক্রি করতে পারতাম, সেই টাকায় জিনিকে বিদেশে নিয়ে যেতে পারতাম... হয়তো ও সুস্থ হয়ে উঠত। এখন আর সেসবের কিছুই করা সম্ভব নয়। সব শেষ হয়ে গেছে।'

'ব্যাপারটা বললেন না কেন আপনি সেদিন?' বলল ইউস্টেস। 'জানলে অবশ্যই আমি সাহায্য করতাম। দেড়শো পাউণ্ড আছে আমার কাছে, ওটা ধার দিতাম আপনাকে।'

'অনেক দয়া আপনার,' ম্লান হাসি ফুটল অগাস্টার ঠোঁটে। 'পুরনো কথা ভেবে আর লাভ কী? যা হবার তো হয়েই গেছে। ইয়ে... এখন যদি কিছু মনে না করেন, আমি একটু একা থাকতে

www.BanglaBook.org

চাই।'

'নিশ্চয়ই,' উঠে দাঁড়াল ইউস্টেস। 'আমি তা হলে আসি। আপনার বোনের জন্য সমবেদনা থাকল।'

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল ও। রাস্তায় পৌঁছুনোর পর খেয়াল হলো, অগাস্টাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, এখন কী করবে বলে ঠিক করেছে। ছোট্ট মেয়েটার লাশ দেখার পর আসলে মাথাই এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। কী বলবে সেটাই ভেবে পাচ্ছিল না। এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ফিরে যাবার উপায় নেই অগাস্টার কাছে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোটেলের পথ ধরল ইউস্টেস।

•

দু'দিন পর কবর দেয়া হলো জিনি স্মিদার্সকে। শবযাত্রায় অগাস্টা একা ছাড়া কেউ রইল না। চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বোনকে শেষ বিদায় জানাল ও, তারপর ভাঙা হৃদয় নিয়ে ফিরে এল নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। কাপড় বদলাল না, কালো গাউনটা পরেই বসে থাকল ছোট্ট অগ্নিকুণ্ডটার সামনে, ভাবতে শুরু করল পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে।

কী করবে ও? এই বাড়িতে আর থাকতে পারবে না। যেদিকেই তাকায়, সেদিকেই জিনির ছায়া দেখতে পায় ও। ছোট্ট বোনটির স্পর্শ লেগে আছে এই বাড়ির আনাচে-কানাচে, সেসব মনে পড়লেই বুকটা ফেটে যেতে চায়। এই কষ্ট থেকে মুক্তি চাই ওর। কিন্তু নতুন আরেকটা বাড়ি খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না। তার জন্য চাই টাকা—সেটাই নেই ওর। জীবিকার জন্য কলমের উপর নির্ভর করতে পারে বটে, কিন্তু *মিসন'স*-এর সঙ্গে চুক্তির কারণে ভাল আয় হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী পাঁচ বছরের জন্য আষ্টেপৃষ্ঠে আটকা পড়েছে ও প্রকাশনীটার সঙ্গে, যা-ই লিখুক, তা ওদের ওখান থেকেই ছাপতে হবে। বিনিময়ে

www.BanglaBook.org

মাত্র একশো পাউণ্ড, বা সাত পার্সেন্টের রয়্যালটি পাওয়া যাবে। তাতে গরীবি হালের কোনও পরিবর্তন ঘটবে না। পত্র-পত্রিকায় লেখার উপরও বিধি-নিষেধটা কার্যকর হবে কি না, সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে; কিন্তু অগাস্টা নিশ্চিত—মিসন নামের লোকটা ওকে পত্রিকায় লেখার ব্যাপারেও বাধা দেবার জন্য মুখিয়ে আছে। হয়তো মামলা ঠুকে বসবে। এখন উপায় একটাই—*মিসন'স*-এ ফিরে যাওয়া, ওদের নামমাত্র পারিশ্রমিকে আগামী পাঁচটা বছর চরম কষ্টে অতিবাহিত করা। কষ্টকে ভয় পাচ্ছে না অগাস্টা, কিন্তু নিজের আত্মসম্মানবোধই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ওখানে ফিরে যাবার পথে। ক্রমশ একটা রাগ দানা বেঁধে উঠছে ওর ভিতরে—দরকার হলে না খেয়ে মরবে, তাও মিসনকে ওর প্রতিভা বিক্রি করে ধনী হতে দেবে না। কাজেই লেখালেখির চিন্তা বাদ। অন্য পথে রোজগারের কথা ভাবল, তাতে বিশেষ আশা দেখতে পেল না।

সাহিত্যাঙ্গনের সাফল্য সত্যিকার অর্থে অগাস্টার জন্য তেমন কোনও সুফল বয়ে আনছে না, যেমনটা অন্যান্য অনেক অঙ্গনেই আনতে পারত। বাস্তবতা হলো, সাহিত্যিকদের তেমন কদর নেই কোথাও। সাধারণ লোকজন তাদেরকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা গোত্রের সদস্য বলে ভাবে, যেখানে দারিদ্র্য এবং ক্লেশ ছাড়া অন্য কিছুর স্থান নেই। অবচেতনভাবে তারা এই দারিদ্র্য আর কষ্টকেই মনে করে সাহিত্যিকদের সাফল্যের চাবিকাঠি। এজন্যই সম্ভবত সাহিত্যিকদের দুঃখকষ্ট দূর করায় মনোযোগ দেয় না কেউ। ওরা যদি সুখে শান্তিতে বসবাস করতে শুরু করে, তা হলে ভাল সাহিত্য আসবে কোত্থেকে? এ কারণেই সাধারণ একজন চাকরিজীবীর চাইতেও কম আয় করে সাহিত্যিকরা। তাদেরকে টাকা দেবার বেলাতে কার্পণ্য ভর করে সবার ভিতর। সব ধরনের পণ্যের পিছনে অকুণ্ঠে টাকা খরচ করে মানুষ, অথচ একটা বই

www.BanglaBook.org

কিনতে উৎসাহী হয় না কেউ, ভাবে তাতে টাকার অপচয় হবে। আর বই-ই যদি বিক্রি না হয়, তা হলে সাহিত্যিক টাকা পাবে কোত্থেকে? যতটুকু বিক্রি হয়, তাতেও থাবা বসায় মিসনের মত প্রকাশকেরা। ফলে অগাস্টার মত লেখক-লেখিকারা থেকে যায় খালি হাতে। তবে হ্যাঁ, লেখালেখি করে কেউ যে কখনও ধনী হতে পারে না, তা নয়। কিন্তু অমন লেখকের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য, অন্তত অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর চেয়ে কম তো বটেই!

এই-ই হলো পরিস্থিতি। অত্যন্ত ব্যবসাসফল একটা বই লেখার পরও তাই অগাস্টাকে ভাবতে হচ্ছে নিজের জীবিকা নিয়ে। এর পিছনে নিজেও খানিকটা দায়ী বটে। আজ পর্যন্ত সাহিত্যাঙ্গনের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেনি ও, লেখালেখি করেছে নীরবে-নিভৃতে, তাই লেখক-প্রকাশকদের মাঝে সত্যিকার কোনও বন্ধু নেই ওর। লণ্ডনেও যায়নি কখনও, অথচ ব্রিটেনের সাহিত্যচর্চার সত্যিকার কেন্দ্রবিন্দু ওটা। সাহিত্যজগতেও এক অর্থে একঘরে হয়ে আছে ও। *জেমিমা'স ভাউ* প্রকাশ পাবার পর কয়েকজন লেখক চিঠি দিয়েছেন ওকে, একজন প্রকাশকও যোগাযোগ করেছেন—অগ্রগতি বলতে এটুকুই। এই নিয়ে *মিসন'স*-এর বিপক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব নয় কোনোমতেই।

যতই ভাবল, ততই একটা চিন্তা জেঁকে বসল ওর মাথায়। ইংল্যাণ্ড ছেড়েই চলে যায় না কেন? এখানে থাকলে মিসনের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে, তার চেয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেই কি ভাল হয় না? কিন্তু যাবে কোথায়?

একটু ভাবতেই এক চাচাতো ভাইয়ের কথা মনে পড়ল অগাস্টার—পেশায় ধর্মযাজক, নিউজিল্যাণ্ডে থাকে। ভাইটিকে কখনও দেখেনি ও, তবে *জেমিমা'স ভাউ* প্রকাশের পর একটা চিঠি দিয়েছিল সে—বইটা পড়ে নাকি খুবই ভাল লেগেছে তার, ওকে নিউজিল্যাণ্ডে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছে। এই একটা

www.BanglaBook.org

সুবিধে পায় সাহিত্যিকরা—অদেখা মানুষও লেখা পড়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। এই সুযোগটাই নেবে বলে ঠিক করল অগাস্টা। যাবে ও নিউজিল্যাণ্ডে, ওই ভাইয়ের কাছে। ওখানে গিয়ে আবার লেখালেখি শুরু করবে, মিসনের কালো হাতের বাইরে থেকে।

যেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না, এখন ও একা। হাতে নগদ বিশ পাউণ্ড আছে, বাড়ির আসবাবপত্র বিক্রি করে আরও কিছু টাকা জোগাড় করতে পারবে। জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা টিকেট কাটার মত সঙ্গতি হয়ে যাবে তাতে।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। কাগজ-কলম নিয়ে একটু পরেই বসে পড়ল অগাস্টা ওর চাচাতো ভাইকে চিঠি লেখার জন্য।

পাঁচ

আর.এম.এস. ক্যাঙ্গারু

মঙ্গলবারের এক সন্ধ্যায় টেমস নদীর মোহনা দিয়ে বেরিয়ে এল একটি বিশাল বাষ্পচালিত জাহাজ, ডুবন্ত সূর্যের দিকে মুখ করে দ্রুত এগিয়ে চলল। জাহাজটার নাম *আর.এম.এস. ক্যাঙ্গারু*। অসাধারণ এক জাহাজ—আধুনিক জাহাজশিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। যেমন রূপ, তেমনই গুণ! দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, ইঞ্জিনগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী, আঠারো নট বেগে ছোটাতে পারে *ক্যাঙ্গারু*-কে। জ্বালানি... মানে কয়লার খরচও সমসাময়িক

www.BanglaBook.org

অন্যান্য জাহাজের তুলনায় অনেক কম। ঝকঝকে নতুন জাহাজ ওটা, লাইট-বালব থেকে বয়লারের টিউব পর্যন্ত সবকিছুই একেবারে আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

ভাসমান এক প্রাসাদ বলা চলে *আর.এম.এস. ক্যাঙ্গারু*-কে। চারশো ফুট লম্বা, তাতে আরাম-আয়েশের ব্যবস্থার কোনও কমতি নেই, যে-কোনও পাঁচ তারা হোটেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। জাহাজটার সারা শরীর ধবধবে সাদা রঙের, তাতে কালো আর সোনালিতে নকশা কাটা হয়েছে। পুরো অবয়বটাতে খেলা করছে আভিজাত্য। হোল্ডগুলো ভর্তি বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রীতে, যাত্রী আর ক্রু মিলে মানুষ রয়েছে মোট এক হাজার।

নদীর মোহনায় ধীরগতিতে বেরিয়ে এল জাহাজটা, যেন বন্দর ছাড়তে মন চাইছে না। তবে খোলা পানিতে পৌঁছেই যেন মতিভ্রম ঘটল ওটার, মনোযোগ চলে গেল সামনে পড়ে থাকা হাজার হাজার মাইলের সুনীল সাগরের দিকে। উত্তাল তরঙ্গমালা পাড়ি দিয়ে দূরের আরেক বন্দরে যেতে হবে *ক্যাঙ্গারু*-কে, সেই চিন্তায় যেন মগ্ন হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল গতি, সাগরের বুক চিরে এগিয়ে চলল জাহাজ দামাল ছেলের মত। পূর্ণ গতিতে ছুটতে থাকায় খুব দ্রুত হারিয়ে যেতে শুরু করল ইংল্যাণ্ডের তটরেখা। মিটিমিটি করে শহরের আলো দেখা গেল কিছুক্ষণ, একটা সময় তা-ও মিলিয়ে গেল।

চুপচাপ দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করল অগাস্টা—জাহাজের আপার ডেকে দাঁড়িয়ে আছে ও, স্টারবোর্ড বুলওয়ার্কের পাশে। ডাঙার চিহ্ন মিলিয়ে যেতেই দেখার মত আর কিছু রইল না, তাই উল্টো ঘুরল ও, নজর দিল সহযাত্রীদের দিকে। বিমর্ষ হয়ে আছে ও, পুরো জাহাজে ওর মত মনমরা আর কাউকে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। এ-বিষাদ মাতৃভূমি ত্যাগের জন্য নয়, ওখানে তো কিছু ছিল না ওর। বোনের ছোট্ট কবর, তার মাথায় একটা সাদা রঙের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্রুশ—এই-ই তো সব! বন্ধু-বান্ধব, কিংবা আত্মীয়-স্বজনকে ফেলে আসেনি যে, তাদের জন্য খারাপ লাগবে। সত্যিকার অর্থেই পৃথিবীতে একেবারে একা ও। তারপরও... কেন যেন বারবার ইউস্টেস মিসনের সুদর্শন, দয়ালু চেহারাটা ভেসে উঠছে মানসপটে; মনে পড়ছে যুবকটির আন্তরিক কথাবার্তা। যখনই বুঝতে পারছে, সেই মুখ দেখা, বা সেই কণ্ঠটা শোনা হবে না আর কোনোদিন, তখনই বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করে উঠছে। ব্যাপারটা বিস্ময়কর বৈকি! সামান্য পরিচয়ে অচেনা ওই যুবকটি এভাবে ওর মনের গহীনে জায়গা করে নেবে, তা ও ভাবতেও পারেনি। যাকে পায়নি, তাকেই হারাবার বেদনাটা এমন কষ্টকর হতে পারে, সেটা তো আরও অবিশ্বাস্য।

কেবলই ভাবছে অগাস্টা—কেন... কেন ইউস্টেস আরেকবার ওর সঙ্গে দেখা করতে এল না? এলে অবশ্য তেমন কোনও লাভক্ষতি হতো না, সিদ্ধান্ত বদলাত না ও; তারপরও অন্তত একটিবার তো বিদায় জানাতে পারত! কেন যেন মনে হচ্ছে, চিরদিনের মত ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে আসার আগে ইউস্টেস মিসনের কাছ থেকে বিদায় নেয়া দরকার ছিল। নিতে না পারায় এক ধরনের অপূর্ণতা অনুভব করছে অগাস্টা, একটা পিছুটান রয়ে গেছে ওখানে। চিঠি লিখতে পারত, কিন্তু সমস্যা হলো—ইউস্টেসের ঠিকানা জানা নেই ওর। ফলে হতাশা নিয়েই জাহাজে চড়তে হয়েছে ওকে।

অগাস্টার জানা নেই, যে-দুর্বলতা ও নিজে অনুভব করছে, ঠিক সে-ধরনের দুর্বলতা কাজ করছে ইউস্টেসেরও ভিতরে। জানলে হয়তো ইংল্যাণ্ড ত্যাগের সিদ্ধান্তটা নেয়ায় অনুশোচনা হতো ওর। কারণ যখন ও সুদর্শন যুবকটির কথা ভেবে বিষণ্ন হয়ে উঠছে, ঠিক সে-মুহূর্তে ইউস্টেস দাঁড়িয়ে আছে বার্মিংহামের অনুন্নত এলাকার নোংরা গলিটায়—ওর-ই পুরনো বাড়িটার সদর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরজায়!

'চলে গেছে!' প্রায় হাহাকারের মত করে উঠল ইউস্টেস খবরটা শুনে। 'মিস স্মিদার্স নিউজিল্যাণ্ডে চলে গেছে! আ... আপনি ওঁর ঠিকানা জানেন?'

'অগাস্টা কোনও ঠিকানা দিয়ে যায়নি, সার,' জবাব দিলেন তরুণী লেখিকার প্রাক্তন প্রতিবেশী মহিলা। 'দু'দিন আগে এখান থেকে লণ্ডনে চলে গেছে ও। ওখান থেকে জাহাজে চড়ার কথা।'

'নাম কী জাহাজটার?' জানতে চাইল ইউস্টেস।

'ক্যান... কন... ধেত্তেরি! মনেই করতে পারছি না।' বললেন মহিলা। '*কঙ্গারিল* না কী যেন। সরি, সার। আমি ঠিক শিয়োর না।'

'ও!' হতাশ গলায় বলল ইউস্টেস। উল্টো ঘুরে নেমে এল রাস্তায়। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল বাড়ির দরজা।

কপাল মন্দ ইউস্টেসের, নইলে এ-দশা হবে কেন? কেন হারাবে অগাস্টাকে? চাকরির খোঁজে লণ্ডনে গিয়েছিল ও কয়েকদিনের জন্য, পেয়েও গেছে একটা। ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরেজি ভাষায় সমান দখল থাকায় নামকরা এক প্রকাশনা সংস্থায় রিডার হিসেবে কর্মসংস্থান হয়েছে ওর—বছরে একশো আশি পাউণ্ড বেতন দেবে ওরা। পরিমাণটা খুব বেশি নয়, তবে মায়ের সম্পত্তি থেকে পাওয়া একশো পাউণ্ড যোগ করলে মোটামুটি সচ্ছলভাবেই চলতে পারবে ও। সুখবরটা নিয়ে তড়িঘড়ি করে বার্মিংহামে ফিরে এসেছে, ছুটে গেছে অগাস্টার কাছে। ভেবেছিল নিজের ভালবাসা প্রকাশ করবে... সম্ভব হলে বিয়ের প্রস্তাব দেবে মেয়েটাকে। উপার্জনের একটা ব্যবস্থা হয়েছে ওর, এখন বিয়ে করতে পারে পছন্দের মেয়েকে, যার তাই ফুরফুরে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিয়তি সেসবের কিছুই হতে দিল না।

স্বপ্ন ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে ইউস্টেসের। বুঝতে পারছে,

www.BanglaBook.org

অগাস্টাকে আর কোনোদিন দেখতে পাবে না; প্রেম নিবেদন, বা বিয়ের প্রস্তাব দেয়া তো অনেক দূরের কথা! সুদূর নিউজিল্যাণ্ডের পথে পাড়ি জমিয়েছে মেয়েটা, সেখানে যাবার মত সঙ্গতি নেই ইউস্টেসের। থাকলেও লাভ হতো না, অগাস্টা ঠিকানা রেখে যায়নি। বিশাল দেশটার কোথায় খুঁজবে ও মেয়েটাকে?

হতাশ হৃদয়ে রেলওয়ে স্টেশনে গেল ইউস্টেস, টিকেট কেটে লণ্ডনের ট্রেন ধরল।

আর.এম.এস. ক্যাঙ্গারু-র ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা অগাস্টা অবশ্য যুবকটির এই কষ্টের কথা জানতে পারল না। ইউস্টেস যে ওকে ভালবাসে, সেটাই তো ও জানে না! নিজে যেটুকু আকর্ষণ বোধ করছে, সেটাকে একতরফা বলে ভাবছে। অপরপক্ষেও যে একই অনুভূতি কাজ করছে, সেটা জানা বা বোঝার মত যথেষ্ট সময় পায়নি ও।

সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে একটাও বন্ধুত্বপূর্ণ মুখ দেখতে পেল না অগাস্টা, তাই আবার চোখ ফেরাল পানির দিকে। খানিক পরেই কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি গ্রাস করল ওকে। সেটা মানসিক চাপে, নাকি সমুদ্রপীড়া-র কারণে, তা বুঝতে পারল না। দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভাল লাগল না, ভাবল নীচের ডেকে নিজের কেবিনে ফিরে যাবে। এক ধনী যাত্রীর চাকরানীর সঙ্গে কেবিনটা শেয়ার করছে ও। সিঁড়ির দিকে এগোতে যাচ্ছিল, এমন সময় এক শুকনো-পটকা কোয়ার্টার-মাস্টার হাজির হলো যাত্রীদের সামনে। বলল, যারা *হোল্ড হালবিয়ন* নামের লাইটহাউসটা দেখতে চান, তাঁরা যেন জাহাজের আফট-ডেকের পোর্ট সাইডে চলে যান।

উৎসাহী যাত্রীর অভাব হলো না, অনেকেই রওনা দিল আফট ডেকের দিকে। অগাস্টাও কৌতূহলী হয়ে উঠল, তাই সবার সঙ্গে ও-ও এগোতে শুরু করল। অসুস্থ ভাবটাকে পাত্তা দিল না, যেন নিজের ইচ্ছেশক্তির প্রমাণ দেখাতেই চলে গেল অনেকটা সামনে,

www.BanglaBook.org

সেকেণ্ড ক্লাস যাত্রীদের যতদূর যাবার অনুমতি রয়েছে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাল বাতিঘরটার দিকে, ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক দিয়ে উঠছে ওটার বাতি—সঙ্কেত পাঠিয়ে চলেছে বিশাল সমুদ্রের দিকে।

ঢেউয়ের ধাক্কায় অল্প অল্প দুলছে জাহাজটা, রেলিং আঁকড়ে ধরে নিজেকে স্থির রাখল অগাস্টা। হঠাৎ বড়সড় একটা দুলুনি উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মাঝ থেকে মোটাসোটা একজন মানুষ প্রায় ছুটে এল রেলিঙের পাশে, মাথা বাড়িয়ে হড়হড় করে বমি করতে শুরু করল। তীব্র সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়েছে মানুষটা—হাবভাবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে অগাস্টার পেটের ভিতরও পাক দিয়ে উঠল। নাকমুখ খিঁচিয়ে বমনেচ্ছাটা দমাল ও।

হঠাৎ রেলিং থেকে হাতের মুঠো ছুটে গেল অসুস্থ মানুষটির। জাহাজ দুলে উঠতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল ডেকের উপর, গড়াতে শুরু করল। ঝট্ করে বসে পড়ল অগাস্টা, ঠিক সচেতনভাবে নয়, মানুষটা পাশ দিয়ে যাবার সময় খপ করে ধরে ফেলল, তারপর সাহায্য করল উঠে দাঁড়াতে। ওর গায়ে ভর দিয়ে সোজা হলেন ভদ্রলোক, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গেলেন... আর তখুনি তার চেহারা দেখে চমকে উঠল অগাস্টা।

মানুষটি আর কেউ নয়, স্বয়ং জোনাথন মিসন! বার্মিংহামের বিখ্যাত প্রকাশক! অগাস্টার শত্রু... ওর বোনের হত্যাকারী! এখানে কী করছে লোকটা? চেহারায় রাগ ফুটল অগাস্টার, ঝটকা দিয়ে মি. মিসনের হাত সরিয়ে দিল ও, পিছিয়ে এল দু'পা।

মিসনও চিনতে পেরেছেন ওকে। অসুস্থ চেহারাটায় একটু বিস্ময় ফুটল। বললেন, 'হ্যালো! মিস্ এজমিমা... স্মিদার্স না? কী অবাক ব্যাপার!'

'অগাস্টা স্মিদার্স,' শান্ত গলায় ভুলটা শুধরে দিল অগাস্টা।

'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ... আপনি এখানে কী করছেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি নিউজিল্যাণ্ডে যাচ্ছি, মি. মিসন। আপনাকে এখানে দেখব, সেটা আশা করিনি। তা হলে অন্তত এ-জাহাজে চড়তাম না।'

একটু হাসলেন মি. মিসন। 'চড়তেন না? ভালই বলেছেন বটে! নিউজিল্যাণ্ডে যাচ্ছেন বুঝি? আমিও যাচ্ছি... না, মানে নিউজিল্যাণ্ডে না। নিউজিল্যাণ্ড হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছি আমি। তো... ওখানে কী মনে করে যাচ্ছেন, জানতে পারি? আমাদের চুক্তিটাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে? তাতে বিশেষ সুবিধে করতে পারবেন না, মিস স্মিদার্স। নিউজিল্যাণ্ডে আমার এজেন্ট আছে, তা ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার শাখাটাও খুব একটা দূরে নয়। ওদের চোখ এড়িয়ে পার পাবেন না আপনি।' কথাটা শেষ হতেই চেহারা বিকৃত হয়ে গেল প্রকাশকের। গলা বেয়ে আবার বমি উঠে আসছে।

'হুমকি দেবার কোনও দরকার নেই, মি. মিসন,' বলল অগাস্টা, মুখে বিস্ময়টা ফুটতে দিল না। *মিসন'স*-এর হাত যে নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত লম্বা, তা ওর জানা ছিল না। 'আপাতত কোনও রকম লেখা প্রকাশ করবার ইচ্ছে নেই আমার।'

'শুনে দুঃখ পেলাম,' বললেন মি. মিসন। 'আপনার লেখাগুলো ভাল... রমরমা বিক্রি হবার মত! আমরা, মানে প্রকাশকরা এ-ধরনের লেখাই চাই। যাক গে, আপনি তো বোধহয় সেকেণ্ড ক্লাসে, তাই না, মিস স্মিদার্স? আমাদের মধ্যে তা হলে দেখা-সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা কম। যদি হয়েও যায়, কাউকে বলার দরকার নেই যে, আমরা পূর্ব-পরিচিত। বোঝেনই তো, আমার মত লোকের জন্য সেকেণ্ড ক্লাসের কোনও যাত্রীর সঙ্গে পরিচয় থাকাটা ভাল দেখায় না। বিশেষ করে যাত্রীটি যদি হয় এক সামান্য লেখিকা, উপন্যাস লিখে যে জীবিকা-নির্বাহ করে।'

তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে মিসনের দিকে তাকাল অগাস্টা। 'চিন্তা

www.BanglaBook.org

করবেন না,' বলল ও। 'আপনার মত লোককে চিনি, এটা বলতে আমারও ঘেন্না হয়।'

উল্টো ঘুরে জায়গাটা ছেড়ে চলে এল ও। ফিরল নিজের কেবিনে। তিনটে দিন ওখানে নিজেকে বন্দি করে রাখল অগাস্টা—সমুদ্রপীড়া... সেই সঙ্গে মি. মিসনের সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাটার কারণে। রাগ আর ঘৃণায় সারা শরীর কাঁপতে থাকল ওর, অসুস্থ হয়ে পড়ল।

চতুর্থ দিন সাগর একটু শান্ত হয়ে এল, ফলে সুস্থ বোধ করল অগাস্টা। কেবিন ছেড়ে ডেকে বেরিয়ে এল। গত কয়েকদিন ঠিকমত খাওয়াদাওয়া হয়নি, খুব খিদে পেয়েছে, পেট ভরে ব্রেকফাস্ট করল। তারপর ডেকের একটা নির্জন অংশে চেয়ার নিয়ে বসে পড়ল। চাইছে না মি. মিসনের সঙ্গে আর দেখা হোক, সেজন্য কেবিনে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু ওখানেও বিপদ। ওর কেবিনমেট, মানে চাকরানীটা গল্প করার ওস্তাদ। মনটা খুব পরিষ্কার, কিন্তু গত তিনদিন জ্বালিয়ে মেরেছে ওকে। সুযোগ পেলেই তার মনিবদের নানা রকম কেচ্ছা-কাহিনি শোনাতে শুরু করে। বেশিরভাগই স্ক্যাণ্ডাল, শোনার পর উঁচু শ্রেণীর লোকজনের ব্যাপারে যে-কারও চিন্তাধারাই বদলে যেতে বাধ্য। কল্পনাই করা যায় না, সম্ভ্রান্ত মানুষগুলোর পারিবারিক জীবনে কী পরিমাণ নোংরামি লুকিয়ে আছে! লেখিকা হিসেবে অগাস্টার জন্য এসব কাহিনি হলো অমূল্য সম্পদ, কিন্তু কাঁহাতক আর একঘেয়ে নষ্টামির গল্প সহ্য করা যায়? একটু পরিত্রাণ দরকার এর থেকে।

সাদা ফেনা তুলে ভাঙতে থাকা ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে অন্যজগতে হারিয়ে গিয়েছিল অগাস্টা, সংবিৎ ফিরল শুভ্র পোশাক পরা জাহাজের এক ক্রু-র ডাক শুনে। প্রথমে ভাবল স্বয়ং ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছেন, পরে জানা গেল—লোকটা ক্যাঙ্গারু-র চিফ স্টিউয়ার্ড।

www.BanglaBook.org

টুপি খুলে অগাস্টাকে সম্মান জানাল চিফ স্টিউয়ার্ড তার হাতে একটা বই। সেটা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'ক্যাপ্টেন আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, মিস। সেই সঙ্গে জানতে চেয়েছেন, আপনি এ-বইয়ের লেখিকা কি না।'

বইটার দিকে তাকাল অগাস্টা। হ্যাঁ, *জেমিমা'স ভাউ*-এর একটা কপি ওটা। তাই মাথা ঝাঁকাল, বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন উনি।'

'ধন্যবাদ, মিস।' বলে চলে গেল চিফ স্টিউয়ার্ড।

সন্ধ্যা নাগাদ ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। লোকটা উদয় হলো আবার, যথারীতি সম্মান জানিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনার সমস্ত জিনিসপত্র আফটের একটা ভাল কেবিনে সরিয়ে নিতে। ওটাতেই এখন থেকে থাকবেন আপনি।'

মৃদু প্রতিবাদ করল অগাস্টা, কেবিন-মেটের কথা ভেবে নয়, বরং ওটাই ভদ্রতা বলে। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট কেটেছে ও, ওখানেই থাকা উচিত।

কথাটা শুনে মৃদু হাসল চিফ স্টিউয়ার্ড। বলল, 'অর্ডার ইস্যু হয়ে গেছে, মিস। আমার কিছু করার নেই। চলুন এখন, জিনিসপত্র গুছিয়ে দিন।'

নতুন কেবিনটা দেখে মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে গেল অগাস্টার। জাহাজের স্টারবোর্ড সাইডের একটা ডেক-কেবিন ওটা, বেশ বড়-সড়, ইঞ্জিন রুম থেকে সামান্য দূরে। নিঃসন্দেহে কোনও অফিসারের কেবিন, ভিতরে তার প্রমাণও পাওয়া গেল। এক মহিলার ছবি ঝুলছে দেয়ালে, অফিসারের স্ত্রী সম্ভবত; র‍্যাক ভর্তি নানা রকম বইয়ে। তা ছাড়া টেলিস্কোপ আর সেক্সট্যান্ট-সহ নানা রকম যন্ত্রপাতিও রাখা আছে আলমারিতে।

'এই কেবিনে আমি একা থাকব?' স্টিউয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করল অগাস্টা।

www.BanglaBook.org

'জী, মিস। ক্যাপ্টেন সে-নির্দেশই দিয়েছেন। এটা মি. জোনসের কেবিন—উনি আমাদের সেকেণ্ড অফিসার। আপাতত ফার্স্ট অফিসার মি. টমাসের কেবিনে গিয়ে উঠেছেন, নিজের কেবিনটা ছেড়ে দিয়েছেন আপনার জন্য।'

'ওঁকে ধন্যবাদ জানাবেন,' বলল অগাস্টা। কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করছে। হঠাৎ এমন ভাল ব্যবহার পাচ্ছে কেন, তা বুঝতে পারছে না।

তবে চমকের শেষটা ওখানেই হলো না। খানিক পরে কেবিন ছেড়ে বেরোতেই করিডরে দেখা হয়ে গেল ফিটফাট ইউনিফর্ম পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। জাহাজের ক্যাপ্টেন! সঙ্গে সুবেশী এক ভদ্রমহিলাও আছেন।

'এক্সকিউজ মি,' বাউ করে বললেন ক্যাপ্টেন, 'যদি ভুল করে না থাকি, আপনিই তো মিস স্মিদার্স?'

'জী।'

'আমি ক্যাপ্টেন অ্যালটন। নতুন কেবিনটা আশা করি পছন্দ হয়েছে? আসুন পরিচয় করিয়ে দিই।' সঙ্গের ভদ্রমহিলাকে দেখালেন তিনি। 'ইনি হচ্ছেন লেডি হোমহার্স্ট, নিউজিল্যাণ্ডের গভর্নর লর্ড হোমহার্স্টের স্ত্রী। লেডি হোমহার্স্ট, ইনিই মিস অগাস্টা স্মিদার্স, যাঁর বই নিয়ে আপনি আলোচনা করছিলেন।'

'ওহ্! আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে কী যে ভাল লাগছে, মিস স্মিদার্স,' আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন লেডি হোমহার্স্ট। আচরণে বিন্দুমাত্র কপটতা নেই, সত্যিই খুশি হয়েছেন। 'ক্যাপ্টেন অ্যালটন কথা দিয়েছেন, ডিনারে আমি আপনার পাশে বসতে পারব। তখন মন খুলে কথা বলা যাবে আপনার সঙ্গে। কী এক বই না লিখেছেন আপনি! ওটা পড়ার মত আনন্দ আমি জীবনে আর কিছুতে পাইনি। এর মধ্যে তিনবার পড়ে ফেলেছি, বুঝলেন? আমার মত ব্যস্ত মানুষের জন্য সেটা একটা বিশাল ব্যাপার!'

www.BanglaBook.org

বিব্রত বোধ করল অগাস্টা। বলল, 'আপনার একটু ভুল হচ্ছে, লেডি। আমি সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী, আপনার সঙ্গে ডিনারে বসার মত যোগ্যতা নেই আমার।'

'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না,' হেসে বললেন ক্যাপ্টেন। 'আমার অতিথি হিসেবে ডিনারে আসবেন আপনি। আসতেই হবে... অমত করবেন না!'

'ব্যাপারটা আমাদের জন্যই সৌভাগ্য,' যোগ করলেন লেডি হোমহার্স্ট। 'আপনার মত একজন প্রতিভার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পারব। কিছুতেই এ-সুযোগ হাতছাড়া করছি না।'

বিব্রতবোধটা আরেকটু বাড়ল অগাস্টার। এভাবে প্রশংসা পেতে অভ্যস্ত নয় ও, বিশেষ করে সম্মানিত এবং নামী-দামি কোনও মহিলার কাছ থেকে। সবচেয়ে বড় কথা, লেডি হোমহার্স্টের কথাবার্তায় কোন কৃত্রিমতা নেই, ওর দেখা পেয়ে সত্যিই তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন। গালদুটো লজ্জায় আরক্ত হলো অগাস্টার, মুখে কথা ফুটল না, শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল নিমন্ত্রণে।

ঠিক তখুনি শোনা গেল মি. মিসনের কর্কশ কণ্ঠ। করিডরে দাঁড়িয়েই লর্ড হোমহার্স্টের সঙ্গে কথা বলছেন, ওদের কাছ থেকে একটু দূরে। গভর্নরকে দেখল অগাস্টা—ছোটখাট গড়নের একজন শ্যামলা মানুষ, হঠাৎ দেখায় কেউকেটা বলে মনে হয় না। মি. মিসনও বোধহয় সে-কারণেই বেশ চড়া গলায় কথা বলছেন তাঁর সঙ্গে, কথাবার্তায় সভ্যতা-ভব্যতা বলে কিছু নেই। একজন গভর্নরের সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলতে পারে, সেটা কল্পনার অযোগ্য। জাহাজ না হয়ে এটা যদি নিউজিল্যাণ্ড হতো, নির্ঘাত গর্ভনরের লোকজন উত্তম-মধ্যম দিতে শুরু করত তাঁকে।

তবে এ-মুহূর্তে তেমন কেউ আশপাশে না থাকায় কিছুটা অসহায় হয়ে পড়েছেন লর্ড হোমহার্স্ট। বিরক্ত হচ্ছেন, কিন্তু সেই

www.BanglaBook.org

বিরক্তি প্রকাশ করতে পারছেন না। আপাতত আর যে-কোনও প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর মতই তাঁর পদমর্যাদা। তাই জাঁদরেল প্রকাশকের আবোল-তাবোল কথাবার্তা সহ্য করতে হচ্ছে তাঁকে।

'শুনুন, মাই লর্ড,' বললেন মি. মিসন, 'বংশগত উত্তরাধিকারের যে-নিয়মটা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, সেটাই সমস্ত নষ্টের গোড়া। নতুন প্রজন্ম নিজে কিছু করতে চায় না, তাকিয়ে থাকে বাপ-দাদাদের দিকে। টাকা কামাবে পূর্বপুরুষরা, আর সেটার সুফল ভোগ করবে বংশধর। পায়ের উপর পা তুলে জীবন কাটাবে, পারলে ওই টাকা খরচ করে নিজের জন্য একটা উপাধিও কিনবে! আপনার কথাই ধরি। এখন আপনি একটা বড় পদে আছেন বটে, কিন্তু আমি যদ্দূর জানি, আপনার বাবা ছিলেন আমারই মত এক সাধারণ ব্যবসায়ী, তাই না? তিনি কোনও লর্ড ছিলেন না...'

'আপনার জানায় ভুল আছে, মি. মিসন,' বাধা দিয়ে বললেন লর্ড হোমহার্স্ট। বিচ্ছিরি প্রসঙ্গটার ইতি ঘটাতে চাইছেন। তাই বলে উঠলেন, 'আরে ওই সুন্দরী মেয়েটা কে? আমার স্ত্রী দেখছি ওর সঙ্গে কথা বলছে!'

ইশারাটায় মোটেই পাত্তা দিলেন না মি. মিসন। আগের কথার খেই ধরে বললেন, 'একটা উদাহরণ দিই। আমার কথা ভাবুন, প্রচুর টাকা কামিয়েছি আমি। এত বেশি যে খরচ করে শেষ করা সম্ভব নয়। আমার কোনও সন্তান নেই বটে, কিন্তু ভেবে দেখুন, যদি থাকত, তা হলে ওকে এই টাকার অপপ্রয়োগে বাধা দেয়ার কোনও উপায় কি আমার ছিল? টাকা খরচ করে ও যদি আপনার মত লর্ড হয়ে বসত, সেখানে কী-ই বা বলার থাকত আমার?'

'অন্তত একজন লর্ডের বাবা তো হতে পারতেন!' বিদ্রূপের সুরে বললেন গর্ভনর। 'মাফ করবেন, আমার স্ত্রী ডাকছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে যেতে হয়।'

লেডি হোমহার্স্টের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি, কিন্তু মি. মিসন নাছোড়বান্দা, অনুসরণ করলেন ওঁকে।

'জন, মাই ডিয়ার!' বলে উঠলেন লেডি হোমহার্স্ট। 'এসো পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন মিস স্মিদার্স... মিস অগাস্টা স্মিদার্স! বিখ্যাত লেখিকা... ওই যে, যার বইটা তুমি পড়তে শুরু করেছ। মিস স্মিদার্স, ইনি আমার স্বামী—লর্ড জন হোমহার্স্ট।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' খাঁটি ভদ্রলোকের মত মাথা নুইয়ে অগাস্টাকে সম্মান দেখালেন গভর্নর। তারপর ওর হাতের উল্টোপিঠে চুমু খেলেন।

ছোট্ট জটলাটার কাছে পৌঁছে মুখের ভাষা হারিয়েছেন মি. মিসন। বিশ্বাসই করতে পারছেন না, সামান্য এই লেখিকা এমন উঁচু এবং সম্ভ্রান্ত মানুষের মাঝে সমীহ পাচ্ছে। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি।

লেখিকা আর প্রকাশকের মধ্যকার ব্যবসায়িক সম্পর্কের কথা জানা নেই লেডি হোমহার্স্টের, তাই ভদ্রতাবশত দুজনের মাঝে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলেন। মি. মিসন আপত্তি করলেন না, চুপ করে থাকলেন, তারপর এগিয়ে গেলেন হাত মেলাতে।

কিন্তু অগাস্টার মাথায় আগুন জ্বলছে বদমাশ লোকটাকে দেখতে পেয়ে। ভদ্রতার ধার ধারল না, মিসন কাছে এগিয়ে আসতেই দু'পা পিছিয়ে গেল। বলল, 'মাফ করবেন, মি. মিসনকে আমি চিনি। ওঁর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে পারব না আমি। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে বড় একটা অন্যায় করেছেন।'

থমথমে একটা নীরবতা নেমে এল করিডরে। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন ক্যাপ্টেন আলটন আর হোমহার্স্ট দম্পতি। মি. মিসনও বোকার মত হাত গুটিয়ে রাখলেন।

'ওফফো,' হঠাৎ বলে উঠলেন লেডি। 'মি. মিসনই তো

www.BanglaBook.org

জেমিমা'স ভাউ-এর প্রকাশক, তাই না? নিশ্চয়ই ওটার ব্যাপারেই কোনও খিটিমিটি হয়েছে আপনাদের মধ্যে। আশা করি, ওটা কেটে যাবে। ওই তো, ডিনারের ঘণ্টা বাজছে। চলুন, মিস স্মিদার্স। দেরি করলে বসার জন্য ভাল জায়গা পাব না।'

মি. মিসনকে কেউ আমন্ত্রণ জানাল না। তাঁকে করিডরে দাঁড় করিয়ে রেখেই ডাইনিং হলের দিকে রওনা দিল বাকিরা। মূর্তির মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন প্রকাশক। আচমকা টের পেলেন, কত বড় অপমান করা হয়েছে তাঁকে। খেপে বোম হয়ে গেলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাগ ঝাড়ার জন্য এখানে কোনও নিরীহ কেরানি বা সম্পাদক নেই। গজগজ করতে করতে ডেকের দিকে রওনা হলেন তিনি। ডিনারে যাবার ইচ্ছে মরে গেছে।

খাওয়াদাওয়ার পর্বটা ঘটনাবিহীনভাবে কাটল। ডিনারশেষে আপার ডেকে বেরিয়ে এল অগাস্টা আর লেডি হোমহার্স্ট। হুইলের কাছাকাছি দুটো চেয়ার নিয়ে বসল, চাঁদের আলোয় মেতে উঠল গল্পে।

'কিছু মনে করবেন না, মিস স্মিদার্স,' উসখুস করে হানিক পরে বললেন লেডি হোমহার্স্ট। 'মিসন লোকটাকে আমিও খুব একটা পছন্দ করি না। কিন্তু আপনি তো মনে হলো রীতিমত ঘৃণা করেন ওকে। কারণটা কী? যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে বলবেন একটু?'

ইতোমধ্যে বন্ধু হিসেবে ভদ্রমহিলাকে মেনে নিয়েছে অগাস্টা, তাই ব্যাপারটা গোপন করার কোনও কারণ দেখতে পেল না। সময় নিয়ে নিজের করুণ কাহিনি শোনাল ও। মন খুলে কথাগুলো বলতে পারায় মনটাও হালকা হয়ে গেল ওর।

'হায় যিশু!' জিনির মৃত্যুর ঘটনা শুনে মুখের সামনে হাত তুলে আনলেন লেডি হোমহার্স্ট, অগাস্টার অশ্রুসজল চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর নিজের মনটাও কেমন যেন করে উঠল। 'জীবনে বহু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জঘন্য লোকের কথা শুনেছি আমি, কিন্তু আপনার ওই প্রকাশক তো তাদের সবাইকে হার মানাচ্ছে! দাঁড়ান, একটা ব্যবস্থা নিচ্ছি ওর। আমার স্বামীকে বলে উচিত শিক্ষা দেব ওকে। দেখবেন, ওই অন্যায় চুক্তিটা নিজ হাতে ছিঁড়বে বদমাশটা। নইলে আমার নাম বেসি হোমহার্স্ট না!'

অগাস্টার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি।

ছয়

টমব্রির প্রস্তাব

সেদিনের পর থেকে জাহাজের জীবনটা অত্যন্ত আনন্দময় হয়ে উঠল অগাস্টার জন্য। লর্ড আর লেডি হোমহার্স্ট প্রায়ই ওর সঙ্গে সময় কাটান, ভালমন্দের খোঁজখবর রাখেন, সম্মানও দেখান বাড়াবাড়ি রকমের। তাঁদের দেখাদেখি ফার্স্ট ক্লাসের বাকি যাত্রীরাও একই রকম আচরণ করতে শুরু করল। খুব শীঘ্রি জাহাজের সবচেয়ে জনপ্রিয় যাত্রীতে পরিণত হলো অগাস্টা। *জেমিমা'স ডাউ*-এর দুটো কপি ছিল জাহাজে, সেগুলো হাতে হাতে ঘুরতে থাকল, রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে গেল বইটা পড়ার জন্য। এক পর্যায়ে নিজের সৃষ্টির প্রশংসা শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠল তরুণী লেখিকা।

অগাস্টার এই ভাগ্য পরিবর্তন দেখে অবাক হবার কিছু নেই। সুন্দরী ও, আর প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সুন্দরী, তরুণী

www.BanglaBook.org

মেয়েদের প্রতি মানুষ দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে। তার সঙ্গে যদি যুক্ত হয় প্রতিভা এবং করুণ ইতিহাস, তা হলে সবার চোখে আলাদা একটা সম্মান পাওয়া তো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। ও হ্যাঁ, ওর দুঃখজনক কাহিনি চেপে রাখার কোনও কারণ দেখতে পাননি লেডি হোমহার্স্ট, জনে জনে বলে বেড়িয়েছেন তা; আর তাতেই এক ট্র্যাজেডির নায়িকা বনে গেছে অগাস্টা।

শুরুতে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিল ও—সারাটা জীবন মানুষের অবহেলা আর গঞ্জনা পেয়ে এসেছে, হঠাৎ করে সবার চোখের মণিতে পরিণত হয়ে ওঠার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। তবে আস্তে আস্তে গা-সওয়া হয়ে গেল এই আদর-সম্মান, আর দশটা মানুষের মত ও-ও উপভোগ করতে শুরু করল সময়টা। রাতের আঁধার কেটে হঠাৎ যেন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওর জীবন। আনন্দটা আরও বাড়ল ব্যাপারটা মি. মিসনের চোখের সামনে ঘটায়। ওকে কম অপদস্থ করেননি প্রকাশনা জগতের অঘোষিত সম্রাট, সবকিছু কেড়ে নিয়েছেন, একমাত্র বোনটাকে ঠেলে দিয়েছেন মৃত্যুর মুখে, ওকে একজন মানুষ হিসেবেও যেন স্বীকার করতে বাধছিল লোকটার! অথচ এখন তাঁরই সামনে মানুষের সম্মান আর প্রশংসা কুড়োচ্ছে অগাস্টা, চেয়ে চেয়ে সেটা দেখা ছাড়া কিছুই করার নেই মি. মিসনের। প্রথম শ্রেণীর সীমাবদ্ধ এলাকার ভিতর দৃশ্যটা এড়িয়ে মুখ লুকাবারও জায়গা নেই।

দিনে দিনে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছেন জাঁদরেল প্রকাশক, অগাস্টার খ্যাতি তাঁর সহ্য হচ্ছে না। ভাবছেন, মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তাঁর সহযাত্রীদের? সামান্য একটা লেখিকাকে নিয়ে এত মাতামাতি করার আছেটা কী! আচার-আচরণে এই মনোভাবটা গোপনও করছেন না তিনি, ফলে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে ধীরে ধীরে একটা ব্যবধান তৈরি হতে শুরু করেছে তাঁর। ভদ্রলোকের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্যায় চুক্তির ব্যাপারটাও জেনে গেছে সবাই, বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে একই সঙ্গে। ফলে প্রায় একঘরে হবার দশা মি. মিসনের। তাঁকে এড়িয়ে চলছে সবাই। ব্যাপারটা প্রায় পাগল করে তুলেছে তাঁকে। শেষ পর্যন্ত নিজের রোষ আর চেপে রাখতে পারলেন না তিনি, একদিন প্রকাশ করেই ফেললেন।

লর্ড হোমহার্স্টের সঙ্গে ডেকে দেখা হয়ে গিয়েছিল তাঁর, ভদ্রতাবশত হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন করমর্দনের জন্য। সেটা লক্ষ করলেন না গভর্নর, সৌজন্য দেখিয়ে হালকা বাউ করে সরে পড়ার চেষ্টা করলেন। মিসনকে ইদানীং তাঁরও আর সহ্য হচ্ছে না, সচেতনভাবে এড়িয়ে চলছেন। আর সেটাই আগুন জ্বেলে দিল আত্মম্ভরি প্রকাশকের মাথায়।

'কী ব্যাপার, মাই লর্ড?' তীব্র বিদ্বেষের সুরে বললেন মি. মিসন। 'আজকাল তো আপনি আমাকে দেখতেই পাচ্ছেন না মনে হয়! নিজেকে খুব বড় ভাবছেন বুঝি? শুনুন, আমি যেন-তেন মানুষ নই। পুরো ইংল্যাণ্ডের প্রকাশনা জগৎকে নাচানোর মত ক্ষমতা আছে আমার। আমি যা চাই, তা-ই ছাপতে বাধ্য ওরা। আপনি গভর্নর হতে পারেন, কিন্তু আমি যদি পত্র-পত্রিকায় আপনার নামে কেচ্ছা-কাহিনি ছাপাতে শুরু করি, তা হলে অবস্থা কী দাঁড়াবে ভেবে দেখেছেন? ভাল চান তো আমাকে ঘাঁটাবেন না!'

কথাটা না শোনার ভান করে চলে গেলেন লর্ড হোমহার্স্ট।

'আপনি বেশ রেগে গেছেন দেখছি,' পাশ থেকে একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'কী হয়েছে? গভর্নর কী করেছেন আপনার সঙ্গে?'

মাথা ঘোরাতেই লম্বা-চওড়া, গৌফঅলা এক ভদ্রলোককে দেখতে পেলেন মিসন। মি. টমবি, নিউজিল্যাণ্ডের এক তরুণ জমিদার—এঁর সঙ্গে কয়েকদিন আগেই পরিচয় হয়েছে তাঁর। রোষের সঙ্গে বললেন, 'কী করেছেন মানে? আমাকে এড়িয়ে

www.BanglaBook.org

চলছেন উনি, হাত মেলাতে চাইলাম, কিন্তু পাত্তাই দিলেন না!'

'হুম!' মাথা ঝাঁকাল টমবি। 'বেশ অপমানজনক ব্যাপার, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন আচরণ করছেন কেন? কী মনে হয় আপনার?'

'মনে হওয়ার কিছু নেই। আমি জানি কারণটা। ওই... ওই দু'টাকার লেখিকাটার জন্য উনি এমন আচরণ করছেন!'

'মিস স্মিদার্সের কথা বলছেন?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইল টমবি।

'হ্যাঁ, মিস স্মিদার্স,' বললেন মি. মিসন। 'একটা বই লিখেছে ও, আমি সেটা পঞ্চাশ পাউণ্ডের বিনিময়ে কিনে নিয়েছি। সঙ্গে একটা শর্ত জুড়ে দিয়েছিলাম, আগামী পাঁচ বছরে সে যা-ই লিখুক, তা আমার প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করতে হবে। ওটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, উঠতি লেখকদের সঙ্গে এমন চুক্তি সবসময় করি আমি। যা-ই হোক, বইটা রমরমা বিক্রি হচ্ছে, সেটা তো ভাল কথা, তাই না? এমন সময় মেয়েটা এসে বাড়তি টাকা দাবি করল আমার কাছে, চুক্তিটা বাতিল করতে চাইল... ভেবে দেখুন আস্পর্ধা! আমি রাজি না হওয়ায় রীতিমত চেঁচামেচি করল আমার সঙ্গে, তারপর বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। পরে শুনলাম টাকাটা ও চাইছিল কোন্ এক অসুস্থ বোন না থাকার জন্য যেন... আমি রাজি না হওয়ায় সে নাকি মারা গেছে। মনের দুঃখে নিজেই দেশান্তরী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, অথচ জাহাজে এসে এমন ভাব করছে, সব যেন আমার দোষ!'

'আপনার তা মনে হয় না?'

'না, মি. টমবি। আমি তা মনে করি না। ব্যবসা হলো ব্যবসা, তার সঙ্গে মায়া-মহব্বত মেশালে আমাকে পথে বসতে হবে। খেপুক ওই মেয়ে, আমার কী? দুনিয়া যে কত কঠিন, তার একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে ওর—ওটার দরকার আছে। তার মানে এই নয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে, আমার নামে যা-খুশি-তাই বলে বেড়াবে। সবার সামনে আমাকে একটা ভিলেন হিসেবে দাঁড় করাবে! শুনে রাখুন মি. টমবি, ওই মেয়ে যদি আমার নামে আর একটা বাজে কথাও বলে, তা হলে আমি ওর নামে মানহানির মামলা ঠুকব।'

'সত্য কথা বলে থাকলে কী-ই বা করতে পারবেন আপনি? যদ্দূর বুঝতে পারছি, মিথ্যাচার করছেন না মিস স্মিদার্স। সত্য প্রকাশের অধিকার আছে ওঁর।'

'রাখুন আপনার সত্য কথা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মি. মিসন। রাগে মুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে। 'ওই মেয়ের জন্য কী পরিমাণ ভোগান্তির শিকার হচ্ছি আমি, জানেন? ওর জন্য আপন ভাইপোর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে, আর এখন দেখছি আমার মান-সম্মানও ধুলোয় লুটানোর উপক্রম! ওকে যদি না ঠেকাই, তা হলে আমার নামে মিথ্যে গুজব গোটা অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়বে।'

'হুম, আপনার সমস্যাটা বুঝতে পারছি,' বলল টমবি, গোঁফের ডগা মোচড়াল। 'যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে আমি দুটো কথা বলতে চাই। দেখতেই পাচ্ছি নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত উঁচু ধারণা আপনার, কে কী ভাবল, তার থোড়াই পরোয়া করেন। তারপরও কয়েকটা কথা জেনে রাখা দরকার আপনার... সরাসরি। আপনি একটা ডাকাত, সার; মানে... খুব উঁচু জাতের একটা ডাকাত! ভদ্রবেশী ডাকাত! গরীব একটা মেয়ের লেখা বই ছিনিয়ে নিয়েছেন, সেটা থেকে হাজার হাজার পাউণ্ড কামাচ্ছেন, অথচ ওকে দিয়েছেন কিনা মাত্র পঞ্চাশ পাউণ্ড! তার ওপর পাঁচ বছরের জন্য ওর হাত-পা বেঁধে দিয়েছেন—এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে ওর রক্ত চুষে নিজের সম্পদ আরও বাড়িয়ে নিতে পারেন, তাতে বেচারির যা হয় হোক। এতকিছুর পর মেয়েটা যখন নিতান্ত বিপদে পড়ে কিছু টাকা চাইতে এল, আপনি কিনা

www.BanglaBook.org

তাকে তাড়িয়ে দিলেন? নিজেই ভাবুন, সমাজের সভ্য-ভদ্র মানুষেরা এসব জানার পর কীভাবে আপনাকে পছন্দ করবে? কীভাবে মিশবে আপনার সঙ্গে? সভ্যতা আর ভদ্রতার কথা বাদ দিলাম, আপনার আসলে মানুষের মাঝখানেই থাকা উচিত নয়। আপনার থাকা উচিত গরুর খোঁয়াড়ে। সুপ্রভাত, সার।' কপট সম্মান দেখিয়ে সরে গেল টমবি।

হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মি. মিসন। এমন চপেটাঘাত পড়বে গালে, কল্পনাই করতে পারেননি। বরং ভেবেছিলেন তরুণটির কাছে সহানুভূতি পাবেন। কয়েক মিনিটের জন্য মুখের ভাষা হারালেন তিনি। যখন সংবিৎ ফিরে পেলেন, তখন গর্জে উঠলেন নিষ্ফল আক্রোশে। ইউস্টেসের পর আরেকজন তাঁকে মুখের উপর কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল। ভাইপোকে তো শাস্তি দিতে পেরেছেন, কিন্তু এঁকে দেবেন কীভাবে?

প্রায় অপরিচিত একজন সম্ভ্রান্ত যাত্রীর সঙ্গে টমবির এই আচরণ দেখে পাঠক হয়তো অবাক হচ্ছেন, ওকে কিছুটা অভদ্র ভেবে বসলেও দোষ দেয়া যাবে না। তবে বলে রাখা ভাল, মি. মিসনকে রুঢ় কথা শোনানোর পিছনে তরুণ জমিদারের নীতিপরায়ণ মনোভাব যতটা না ভূমিকা রেখেছে, তার চেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে হৃদয়ের দুর্বলতা। হ্যাঁ, পাঠক, ইউস্টেস মিসনের মত টমবিও দুর্বল হয়ে পড়েছে অগাস্টা স্মিদার্সের প্রতি। আর এ-কারণেই বিখ্যাত প্রকাশকের ভাইপোর মত একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে ওর মধ্যে। মেয়েটির প্রতি করা অন্যায় সহ্য করতে পারছে না সে-ও।

সেদিন সন্ধ্যার কথা। *ক্যাসারু*-র স্মোকরুমের কাছাকাছি ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল অগাস্টা আর টমবি। রেলিঙে ভর দিয়ে দেখছিল সাগরের উত্তাল চেউ—চাঁদের আলো ঝলমলে ফেনা তুলে ভাঙছে ওগুলো জাহাজের পাশে। ইতোমধ্যে মি. মিসনের

www.BanglaBook.org

সঙ্গে টমবির বাতচিতের খবর শুনেছে অগাস্টা, তাই ধন্যবাদ জানাচ্ছিল। কিন্তু তরুণ জমিদার সেই ধন্যবাদ যেন শুনেও শুনছে না, কেন যেন একটু নার্ভাস হয়ে আছে সে।

আকাশের দিকে তাকাল টমবি—তারা জ্বলজ্বল করছে সবখানে, দিগন্তের উপরে ভেসে আসে কাস্তের মত একফালি চাঁদ। কোমল দ্যুতিতে ভরে আছে বিশ্ব-চরাচর। অত্যন্ত রোমান্টিক একটা পরিবেশ। তারপরও কোথাও থেকে একটু সাহস পেল না বেচারা। বুক ধুকপুক করতে থাকল, অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল সে। ঠিক করল, যা-ই ঘটুক, নিজের মনের কথা বলবে।

'মিস স্মিদার্স?' কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকল টমবি।

'জী, মি. টমবি,' ওর দিকে তাকাল অগাস্টা। 'বলুন।',

'মিস স্মিদার্স... অগাস্টা...' বলল টমবি। 'জানি না আপনি আমার ব্যাপারে কী ভাবেন, কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না। আ... আমি আপনাকে ভালবাসি!'

চমকে উঠল অগাস্টা। গত কিছুদিনে ও লক্ষ করেছে, টমবি ওর প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট; কিন্তু তাই বলে সেটা যে ভালবাসায় পরিণত হতে পারে, তা আশা করেনি।

'কী বলছেন আপনি, মি. টমবি?' নরম গলায় বলল অগাস্টা। 'আপনি তো আমাকে ঠিকমত চেনেনই না! পনেরো দিনও হয়নি আমাদের পরিচয় হয়েছে।'

'পরিচয়টা এক ঘণ্টার হলেও কিছু এসে যায় না, প্রথম দেখাতেই আপনার প্রেমে পড়েছি আমি,' বলল টমবি। 'দয়া করে আমার কথা শুনুন। হয়তো আমাকে আপনার যোগ্য বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু আমি যে আপনাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি! আপনাকে আমি বিয়ে করতে চাই। কথা দিচ্ছি, স্বামী হিসেবে আপনার সুখের জন্য সবকিছু করব আমি। টাকা-পয়সার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অভাব নেই আমার, যখন যা চাইবেন, তা-ই দেব। নিউজিল্যাণ্ড যদি আপনার ভাল না লাগে, তা হলে ওখানকার সবকিছু বিক্রি করে ইংল্যাণ্ডেও চলে যেতে রাজি আছি। বড্ড ভালবাসি আপনাকে, দয়া করে রাজি হোন আমার প্রস্তাবে।'

যতটা পারে ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবল অগাস্টা। সন্দেহ নেই তরুণ টমবি ওকে অত্যন্ত ভালবাসে, কথাবার্তাতেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। মানুষটা নম্র, ভদ্র; ও নিজেও তাকে খুব একটা অপছন্দ করে না। সবচেয়ে বড় কথা, টমবিকে বিয়ে করলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ওর। বিরাট একটা অবলম্বন পাবে, যে-অবলম্বনের খুবই প্রয়োজন। কঠিন এই পৃথিবীতে ওর মত নিঃসঙ্গ একটি মেয়ের জন্য টিকে থাকা যথেষ্ট কষ্টকর। কাজেই সবদিক ভাবলে প্রস্তাবটা অত্যন্ত ইতিবাচক বলে মনে হচ্ছে।

তারপরও ওটা গ্রহণ করতে পারল না অগাস্টা। হঠাৎ করে চোখের সামনে ভেসে উঠল ইউস্টেসের সুদর্শন মুখ, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল। অবাক ব্যাপার, মিসনের ভাইপো সত্যিকার অর্থে কেউ নয় ওর, দুজনের মাঝে কোনও ধরনের সম্পর্কের সূচনা হয়নি, ভবিষ্যতে হবে... এমন সম্ভাবনাও অত্যন্ত ক্ষীণ। কে জানে, আর কোনোদিন হয়তো দেখাই হবে না ওদের। তারপরও সেই ইউস্টেসই এসে দাঁড়াল ওর আর টমবির মাঝখানে। বাস্তববাদী নয় অগাস্টা, হলে অসম্ভব এক ভালবাসার কথা ভেবে টমবিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারত না, অথচ তা-ই করল।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও, তারপর বলল, 'আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, মি. টমবি। বিশাল একটা সম্মান দেখিয়েছেন আমাকে, একজন নারীকে কোনও পুরুষের পক্ষে এরচেয়ে বেশি সম্মান দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখিত, আপনাকে আমি বিয়ে করতে পারব না।'

www.BanglaBook.org

'আপনি নিশ্চিত?' ভাঙা গলায় জানতে চাইল টমবি, আশাভঙ্গ হয়েছে তার। 'আমার কোনও আশাই কি নেই? আপনি কি অন্য কাউকে ভালবাসেন?'

'ব্যাপারটা তা নয়। আর কেউ নেই আমার জীবনে। তারপরও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনাকে আমি বিয়ে করতে পারব না। এই সিদ্ধান্ত বদলাবার কোনও সম্ভাবনা নেই।'

মাথা নিচু করে ফেলল টমবি। কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল। তারপর আবার সোজা হলো সে।

'বেশ,' বলল সে। 'আমার তা হলে আর কিছু বলবার নেই। আর কোনও মেয়েকে এর আগে ভালবাসিনি আমি, ভবিষ্যতেও বাসব বলে মনে হয় না। প্রত্যাখ্যান সইবার মত শক্তি আর নেই আমার মধ্যে। অবশ্য... এসব দুঃখ-কষ্ট তো জীবনেরই অংশ, তাই না? এসব নিয়ে বাঁচতে হবে আমাদেরকে। বিদায়, মিস স্মিদার্স।'

'দাঁড়ান,' তাড়াতাড়ি বলল অগাস্টা, নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। 'আমরা তো বন্ধু থাকতে পারি!'

'না,' মলিন একটা হাসি ফুটল টমবির ঠোঁটে। 'ওটা আপনি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলছেন। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখাটা নিরাপদ নয়। নারী-পুরুষের বন্ধুত্বের সম্পর্ক কখনও অপরিবর্তিত থাকে না, মিস স্মিদার্স। হয় ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, নয়তো ঘৃণায় রূপ নেয়। আমাদের মধ্যে প্রথমটা হবার যখন সম্ভাবনা নেই, তখন দ্বিতীয়টার দিকে যাওয়ার সুযোগই বেশি। ওটা আমি মেনে নিতে পারব না। আপনি তো লেখিকা, মিস স্মিদার্স। দয়া করে কোনও একদিন একটা বই লিখবেন, যা থেকে আমরা বুঝতে পারি, কেন ভুল মানুষের প্রেমে পড়ি আমরা... নিজেই কেন নিজের কষ্ট বাড়াই! আসি।'

অগাস্টার হাতের উল্টোপিঠে চুমু খেল টমবি। তারপর উল্টো

www.BanglaBook.org

ঘুরে চলে গেল।

নিজের অজান্তেই অগাস্টার গাল বেয়ে নেমে এল দু'ফোঁটা অশ্রু। কী করল ও? কেন কষ্ট দিতে গেল ভালমানুষটাকে? কিন্তু এ ছাড়া কী-ই বা আর করতে পারত ও? ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করত টমবিকে? সেটা কি আরও বড় অন্যায় হতো না?

চোখ মুছল অগাস্টা, হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল জাহাজের পিছনদিকে। আফট ডেকে দেখা মিলল লেডি হোমহার্স্টের, সন্ধ্যার বাতাস উপভোগ করছেন, কথা বলছেন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। অগাস্টা হাজির হতেই মাফ চেয়ে উঠে দাঁড়ালেন অ্যালটন, বললেন জরুরি কাজ আছে, তাই চলে গেলেন।

খালি চেয়ারটাতে বসল অগাস্টা। মুখ খুলল না। ওর বিমর্ষভাব লক্ষ করে লেডি হোমহার্স্ট বললেন, 'কী ব্যাপার, অগাস্টা?' গত কয়েকদিনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন তিনি, অগাস্টাকে নাম ধরে ডাকছেন, সম্বোধনটা নেমে এসেছে তুমি-তে। 'মি. টমবি তোমার সঙ্গে ছিলেন না? কোথায় গেলেন ভদ্রলোক?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল অগাস্টা।

ওর বলার ভঙ্গিটা শুনেই অনেক কিছু বুঝে ফেললেন বুদ্ধিমতী মহিলা। একটু ঝুঁকে বললেন, 'কী হয়েছে, খুলে বলবে আমাকে?'

'ইয়ে... মি. টমবি আমাকে...' বলতে গিয়ে থেমে গেল অগাস্টা। মুখে বাধছে ঘটনাটা খুলে বলতে।

'কী? বিয়ে করতে চেয়েছে?' হাসলেন লেডি হোমহার্স্ট।

'আপনি জানলেন কী করে?' অবাক হলো অগাস্টা।

'ও মা! সেটা এমন কী কঠিন! লোকটা যেভাবে তোমার পিছনে গত কয়েকদিন থেকে ঘুরঘুর করছে... যাক গে, কী বলেছ তুমি?'

'আ... আমি রাজি হতে পারিনি,' বলল অগাস্টা মৃদু স্বরে। 'কেন যেন নিজেকে ওর স্ত্রী হিসেবে কল্পনা করতে পারলাম না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হুম!' চেয়ারে হেলান দিলেন লেডি হোমহার্স্ট। 'শুনে দুঃখ পেলাম। টমবি ছেলেটা ভাল, খাঁটি ভদ্রলোক। মনটাও পরিষ্কার। আমার তো মনে হচ্ছিল, ওকে তোমার পছন্দ হবে। তা ছাড়া ওকে বিয়ে করলে তোমার ভবিষ্যৎটাও ভাল হতো। অবশ্য... জীবনটা তোমার, কাকে বিয়ে করবে না করবে, সেটাও তোমারই সিদ্ধান্ত। আমি সেটাকে শ্রদ্ধা করি। যা করেছ, আশা করি ভালই করেছ। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবো না, নিউজিল্যাণ্ডে পৌঁছুনোর পর তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করে দেব যেভাবে পারি। ভাল কথা, ওখানে কিছুদিন তুমি আমাদের সঙ্গে গভর্নর হাউসে থাকবে, মনে আছে তো? চাচাতো ভাইয়ের কাছে নাহয় পরে যেয়ো।'

'মিসনের চেয়ে কোনও অংশে কম নন আপনি, লেডি হোমহার্স্ট!' কপট রাগ দেখিয়ে বলল অগাস্টা। 'আপনিও আমাকে শেকলে বাঁধতে চাইছেন... কৃতজ্ঞতার শেকলে!'

'তাই নাকি?' হাসলেন গভর্নর-পত্নী। 'তা হলে লেডি হোমহার্স্ট ছেড়ে আমাকে বেসি বলে ডাকতে শুরু করছ না কেন? সেটা আরও আন্তরিক শোনায় না? ডাকতে গেলেও অর্ধেক দম ফুরিয়ে যায় না। আমি যদি তোমাকে তুমি বলে ডাকতে পারি, তা হলে তুমি কেন পারো না?'

'আপনার কাছে আমি ঋণী হয়ে আছি, লেডি,' বলল অগাস্টা। 'জীবনে কোনও বন্ধু ছিল না আমার। বোনটা মারা যাবার পর একেবারে একা হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি সব দুঃখকষ্ট দূর করে দিয়েছেন।'

'বন্ধুরা তো সেটাই করে!' বললেন লেডি হোমহার্স্ট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাত

বিপর্যয়

ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন কথা বলছে অগাস্টা আর লেডি হোমহার্স্ট, তখন নিয়তি ওদেরকে নিয়ে অন্য পরিকল্পনায় মত্ত। বিশাল জাহাজটাতে গান-বাজনা আর হাসি-আনন্দের বন্যা বইলেও সবার অজান্তে ঘনিয়ে আসছে ভয়ানক বিপদ। কেউ সেটার কথা কল্পনাও করতে পারছে না। পারবে কী করে? রাজহংসের মত স্বচ্ছন্দে ভেসে চলা জাহাজটাতে এখন পর্যন্ত কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি। অজান্তেই নিজেদের নিরাপদ ভাবতে শুরু করেছে সবাই। কিন্তু যদি তারা জানতে পারত, কী কঠিন বিপদ অপেক্ষা করছে সামনে, তা হলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যেত। কপাল ভাল, ভবিষ্যৎকে দেখতে পাই না আমরা, নইলে দুনিয়ায় সুস্থ-মস্তিষ্কের মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না।

অনেকক্ষণ পর উঠে দাঁড়ালেন লেডি হোমহার্স্ট। পাঁচ বছর বয়সী একটি পুত্র-সন্তান আছে তাঁর, নার্সের কাছে রেখে এসেছেন। ঘুমানোর সময় হয়েছে ছেলেটার, ওকে শুভরাত্রি জানাবেন। ভদ্রমহিলার পিছু পিছু অগাস্টাও উঠল, দুজনে একসঙ্গে গেল হোমহার্স্ট-তনয়ের কেবিনে। ঘুমন্ত শিশুটির কপালে চুমু খেয়ে বিদায় নিল রাতের মত।

কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ল অগাস্টা। কিন্তু টমবির প্রস্তাব আর

www.BanglaBook.org

অন্যান্য বিষয় মাথাতে চেপে থাকার কারণে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাতে পারল না। আজেবাজে চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল মন। জাহাজের খোলে ঢেউয়ের বাড়ি খাবার শব্দ হচ্ছে, সেটা শুনতে শুনতে ঘণ্টাখানেক পর নিজের অজান্তে চোখদুটো মুদে এল ওর। কিন্তু ঘুমটা হলো খুব সামান্য সময়ের জন্য।

কয়েক ঘণ্টা পর হঠাৎ জেগে উঠল ও অস্বস্তি নিয়ে। কেন ঘুম ভাঙল বুঝতে পারছে না। আলো জ্বালার ইচ্ছে হলো না, আবছা অন্ধকারে আলমারি হাতড়ে একটা পেটিকোট আর ফ্লানেলের ভেস্ট পেল। ও-দুটোই পরল, লম্বা চুল পেঁচিয়ে খোঁপা বাঁধল। তারপর দরজার পিছনে ঝোলানো ওভারকোটটা জড়াল গায়ে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, গত কয়েকদিন ধরে শীতল এলাকা পাড়ি দিচ্ছে *ক্যাঙ্গারু*। পোশাক পরা হলে ডেকে বেরিয়ে এল ও।

ভোর হতে বেশি দেরি নেই, কিন্তু এখনও চারপাশে জমাট বেঁধে আছে নিঃসীম অন্ধকার। মাথার উপরে পালের অবয়বটা শুধু কোনোমতে দেখতে পেল অগাস্টা—তীব্র বাতাসে অতিকায় একটা পেটের মত ফুলে আছে। পশ্চিমমুখী হয়ে ছুটে চলেছে *ক্যাঙ্গারু*—বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পাশাপাশি পালেরও সাহায্য নিচ্ছে। সর্বোচ্চ গতিবেগ এখন জাহাজটার। দুরন্ত এই গতির মাঝে এক ধরনের আনন্দ আছে—রাতের নিস্তব্ধতা আর তাজা বাতাসের স্পর্শ দেহ-মনে পুলক জাগিয়ে তুলছে। দু'হাত মেলে দিল অগাস্টা, নিজেকে কল্পনা করল পাখি হিসেবে—যেন সুনীল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাল লাগাটা এতই প্রবল হয়ে উঠল যে, হঠাৎ নিজের মধ্যে অন্যরকম একটা শক্তি অনুভব করল ও। বুঝতে পারল, এমন কিছু লিখতে পারবে, যা আগে লেখেনি। চমৎকার সব আইডিয়া, সেই সঙ্গে শুদ্ধ চিন্তা আর জীবনের সুন্দরতম অনুভূতিগুলোর যেন বন্যা বয়ে যাচ্ছে ওর ভিতর, সহজে ওসবের নাগাল পাওয়া যায় না। জিনির সুরেলা কণ্ঠ যেন শুনতে

www.BanglaBook.org

পেল ও, কল্পনার তুলিতে শুভ্র এক পরীর অবয়বে আঁকতে শুরু করল বোনকে, উত্তাল তরঙ্গমালার উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। একটু পর জিনি অদৃশ্য হলো কল্পনার দৃশ্যপট থেকে, সেখানে উদয় হলো ইউস্টেস মিসন—দু'চোখ ভরা ভালবাসা নিয়ে। ওর কথা ভাবল অগাস্টা—আচ্ছা, ইউস্টেস কি ওর খোঁজ নিতে পুরনো বাড়িটাতে গিয়েছিল? গেলে নিশ্চয়ই খুব হতাশ হয়েছে? খারাপ লাগল, একটা মেসেজ রেখে আসতে তো অসুবিধে ছিল না। রাখল না কেন? নিজের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার ভয়ে? নাহ্, খুব ভুল করেছে। ঠিক করল, নিউজিল্যাণ্ডে পৌঁছেই একটা চিঠি লিখে দেবে ওর সেই পড়শি মহিলার ঠিকানায়। ইউস্টেস যদি ওটা পায় তো ভাল, না পেলেও ক্ষতি নেই।

নিজের কল্পনায় হারিয়ে গিয়েছিল অগাস্টা, সংবিৎ ফিরে পেল খুব কাছে থেকে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ শুনতে পেয়ে। তাড়াতাড়ি হাত নামাল ও, ঘুরে দাঁড়াল আগন্তুকের দিকে। আবছা আলোয় চিনতে পারল—ক্যাপ্টেন অ্যালটন।

'মিস স্মিদার্স!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। 'এত রাতে এখানে কী করছেন আপনি? গল্প লেখার মালমশলা খুঁজছেন বুঝি?'

'ঠিকই ধরেছেন,' হাসল অগাস্টা। 'মালমশলাই খুঁজছি বটে। ঘুম ভেঙে গেল, তাই বেরিয়ে এসেছি ডেকে। কী চমৎকার পরিবেশ, দেখেছেন? ঘুম না ভাঙলে মিস করতাম।'

'হ্যাঁ, চমৎকার তো বটেই,' ক্যাপ্টেনও পাল্টা হাসলেন। 'আপনার গল্পে ঢোকানোর মত সমস্ত উপাদান আছে এতে। *ক্যাঙ্গারু* নিজের সত্যিকার রূপ দেখিয়ে দিচ্ছে, তাই না? ওটাই আমার জাহাজের বৈশিষ্ট্য—ইঞ্জিনের পাশাপাশি পুরনো আমলের পালও ব্যবহার করা যায়। এ-রকম জোর বাতাস পেলে তো কথাই নেই, আর কোনও জাহাজই *ক্যাঙ্গারু*-র সঙ্গে পাল্লা দিতে

www.BanglaBook.org

পারবে না এখন। মাঝরাত থেকে সতেরো নট স্পিডে ছুটছি, জানেন? যদি এমন বাতাস পেতে থাকি, তা হলে সকাল সাতটার মধ্যেই *কারগুলেন* দ্বীপে পৌঁছে যাব।'

দ্বীপের নামটা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠল অগাস্টা। জিজ্ঞেস করল, 'ওটা আবার কোন্ জায়গা? থামবেন ওখানে?'

'না, না,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'ওটা একটা জনবিবর্জিত দ্বীপ, কেউ যায় না ওখানে। মিষ্টি পানির উৎস আছে, তাই মাঝে-মধ্যে তিমি-শিকারী জাহাজগুলো পানি জোগাড় করে ওখান থেকে। লোক চলাচল বলতে ওটুকুই। কয়েক বছর আগে অবশ্য জ্যোতির্বিদরা একটা এক্সপিডিশন পাঠিয়েছিল কারগুলেনে, ওখান থেকে শুক্র গ্রহের ট্রানজিট পর্যবেক্ষণের জন্য। তবে সুবিধে করতে পারেনি। নামার পর দেখল, পুরো দ্বীপ কুয়াশায় ঢাকা; যে-ক'দিন ছিল, তার মধ্যে একবারও কাটেনি সেই কুয়াশা। শেষে ফিরে আসে ওরা।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'এবার আমাকে যেতে হয়, মিস স্মিদার্স। শুভ রাত্রি!'

'সুপ্রভাতও বলতে পারেন,' হাসল অগাস্টা। 'ভোর হতে বেশি দেরি নেই।'

পাল্টা কিছু বলার সুযোগ পেলেন না ক্যাপ্টেন, তার আগেই ভেসে এল একটা চিৎকার।

'সামনে জাহাজ!'

পরমুহূর্তেই হৈচৈ শুরু হয়ে গেল।

'স্টারবোর্ড! স্টারবোর্ডে ঘোরাও!! ঈশ্বরের কিরে...'

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন ক্যাপ্টেনের শরীরে। ঝট্ করে উল্টো ঘুরলেন, ছুটতে শুরু করলেন ব্রিজের দিকে। প্রায় একই সঙ্গে পাগলাঘণ্টির মত বেজে উঠল ইঞ্জিন বেল। স্টিয়ারিং চেইনের কর্কশ ঘর্ষণের শব্দ শোনা গেল, তাড়াহুড়ো করে জাহাজের মুখ ঘোরাবার চেষ্টা করছে সারেং।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওটা একটা হোয়েলার!' আবার শোনা গেল চিৎকার। 'বাতি জ্বলছে না!'

ক্যাঙ্গারু-র নাক বরাবর সামনে একটা কালো রঙের ভৌতিক অবয়ব ভেসে উঠতে দেখল অগাস্টা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সংঘর্ষ ঘটল জাহাজদুটোর। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে ডেকে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল ও। শুনতে পেল ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের ঘর্ষণের রি রি আওয়াজ, একই সঙ্গে মৃগী রোগীর মত কাঁপতে শুরু করল গোটা খোল। মাতালের মত দুলতে শুরু করল মাস্তুল, পালগুলো ক্ষণে ক্ষণে চুপসাল, আবার ফুলে উঠল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন আটকে থাকল ক্যাঙ্গারু, তারপরই আবার এগোতে শুরু করল সামনে। কী ঘটছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না অগাস্টার। সতেরো নট বেগে অন্য জাহাজটার পাশে আঘাত করেছে ওরা, অবিশ্বাস্য গতির কারণে এখন ছুরির মত দু'ভাগ করে ফেলছে হোয়েলারটাকে। ইস্পাতের ঘর্ষণের আওয়াজ ছাপিয়ে চারপাশে মানুষের চিৎকার শুনতে পেল ও।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুক্ত হয়ে গেল শক্তিশালী *ক্যাঙ্গারু*। দড়ি-ছেঁড়া পাগলা ঘোড়ার মত আচমকা ছুটতে শুরু করল সামনে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল অগাস্টা, রেলিঙের উপর দিয়ে উঁকি দিল পিছনে—দেখল, হোয়েলার জাহাজটা দুই খণ্ড হয়ে ডুবে যাচ্ছে পানিতে। আরোহীদের কী অবস্থা, কে জানে।

একটু পরেই *ক্যাঙ্গারু*-র যাত্রীরা উদয় হতে শুরু করল ডেকে। জাহাজের হাজারখানেক আরোহীর প্রায় সবাই বেরিয়ে এল একে একে, মৌমাছির চাকের মত মনে হতে থাকল জায়গাটাকে। সবখানে শুধু মানুষ আর মানুষ। হতভম্ব অবস্থা সবার, ঘুম থেকে উঠে এসেছে বেশিরভাগের পরনে শুধু রাতের পোশাক, চেহারায় ভয় আর আতঙ্ক। চমকটা কাটতে বেশি সময় লাগল না তাদের, তারপরই শুরু হলো তীব্র হৈচৈ। কী ঘটেছে

www.BanglaBook.org

সেটা জানার দাবি জানাচ্ছে প্রত্যেকে।

কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে অগাস্টা, ডেকের উপর পড়ে গিয়ে ব্যথাও পেয়েছে। রেলিঙে ভর দিয়ে ধাতস্থ হয়ে নিল ও। তারপরই বুঝতে পারল, কী ভয়ানক বিপদে পড়েছে ওরা সবাই। এমন মারাত্মক একটা সংঘর্ষ ঘটল, তাতে ওদের জাহাজেরও ক্ষতি হয়েছে নিঃসন্দেহে। নিরেট লোহার তাল ছাড়া আর কোনও কিছুর পক্ষে অমন একটা আঘাত সহ্য করা সম্ভব নয়। জাহাজের খোলে নিশ্চয়ই ফাটল ধরেছে। মানেটা পরিষ্কার—খুব শীঘ্রি ডুবে যাবে জাহাজ... মারা যাবে ও!

তীব্র আতঙ্কে স্থির হয়ে গেল অগাস্টা, শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ভয়ের একটা শীতল স্রোত। মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল, খানিক পরে সফলও হলো। তাই তো! মরণকে ভয় পাবার আছেটা কী? দুনিয়ার জীবনটা তো ওর জন্য খুব একটা সুখের নয়, পরকালটা বরং এরচেয়ে ভাল হতে পারে। তিক্ত একটা হাসি ফুটল মুখে।

পরমুহূর্তেই বাকিদের কথা মনে পড়ল ওর। সচকিত হয়ে উঠল। লেডি হোমহার্স্ট কোথায়? তাঁর ছেলে, আর নার্সটা? আশপাশে নজর বুলিয়ে ওদের কারও দেখা পেল না। পাবার কথাও নয়, পুরো ডেক লোকে লোকারণ্য। কী যেন মনে হতেই স্যালুনের হ্যাচওয়ের দিকে ছুটল অগাস্টা—ওখানটা এখন খালি, সবাই বেরিয়ে এসেছে ডেকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ছোট্ট ডিক হোমহার্স্টের কেবিনে পৌঁছুল ও। ভিতরে নার্সকে দেখা গেল না—কৌতূহল, বা ভয়ে বেরিয়ে গেছে কেবিন ছেড়ে। পালিয়েছে কি না, কে জানে! কিন্তু ডিক এখনও বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে। কী বিপর্যয় ঘটে গেছে, সে-ব্যাপারে ছোট্ট শিশুটির কোনও ধারণাই নেই।

'ডিক, ডিক!' কাছে গিয়ে বাচ্চাটাকে ডাকল অগাস্টা, গায়ে

www.BanglaBook.org

হাত রেখে মৃদু ঝাঁকি দিল।

কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ মেলল ডিক, কিন্তু উঠল না। ঘুমজড়িত গলায় বলল, 'আমাকে ডেকো না। আমি ঘুমাব!'

'পরে ঘুমিয়ো, বাবা। এখন যে উঠতেই হবে!' নরম গলায় বলল অগাস্টা। 'চলো, আণ্টি তোমাকে আম্মুর কাছে নিয়ে যাব।'

'কোথায় আম্মু?' চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসল ডিক।

'উপরে... ডেকে।' বলল অগাস্টা। 'অন্ধকারে খুঁজে বের করব তোমার আম্মুকে, খুব মজা হবে। এসো।'

'ঠিক আছে।' আর আপত্তি করল না ডিক।

হাতের কাছে জামা-কাপড় যা পেল, সব দ্রুত ওকে পরিয়ে দিল অগাস্টা। একটা উলের জ্যাকেট পাওয়ায় ভাল হলো, বাচ্চাটা আর শীতে কষ্ট পাবে না। তারপরও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারল না, বিছানা থেকে তুলে নিল দুটো ছোট কম্বল, ওগুলোও ভাল করে পেঁচিয়ে দিল ডিকের গায়ে। নার্সের বিছানার পাশে এক প্যাকেট বিস্কুট আর দুধের বোতল পাওয়া গেল। বিস্কুটগুলো নিজের ওভারকোটের পকেটে নিল অগাস্টা, দুধটুকু প্রায় জোর করে খাওয়াল ডিককে। পুরো বোতল শেষ করতে পারল না বাচ্চাটা, অবশিষ্ট অংশটুকু ঢকঢক করে গলায় ঢালল ও, তারপর ডিককে কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

কম্প্যানিয়ন-ওয়েতে দেখা হয়ে গেল লর্ড হোমহার্স্টের সঙ্গে, বাচ্চাকে নিতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছিলেন তিনি।

'ডিক আমার কাছে, লর্ড হোমহার্স্ট,' বলল অগাস্টা। 'নার্সটা পালিয়ে গেছে। আপনার স্ত্রী কোথায়?'

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, মিস স্মিদার্স!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন গভর্নর। 'বাঁচালেন আমাকে। বেসি আফট ডেকে, ওকে আনতে পারিনি। রীতিমত গজব চলছে ওখানে। সবাইকে লাইফবোট থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে জাহাজের লোকজন।'

www.BanglaBook.org

'আমরা ডুবে যাচ্ছি?' শঙ্কিত গলায় জানতে চাইল অগাস্টা।

'ঈশ্বরই জানেন!' কাঁধ ঝাঁকালেন লর্ড হোমহার্স্ট। 'ওই তো ক্যাপ্টেন আসছেন। ওঁকেই জিজ্ঞেস করা যাক।'

যাত্রীদের ভিড় ঠেলে ওদের কাছে পৌঁছুলেন ক্যাপ্টেন অ্যালটন। চোখের পলকে তাঁর বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে, সারা মুখে বলিরেখা। কাছে পৌঁছুতেই গভর্নর তার বাহু আঁকড়ে ধরলেন।

'ছাড়ুন আমাকে! যেতে দিন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। পরমুহূর্তে খেয়াল করলেন লর্ড হোমহার্স্টকে: 'ওহ্, দুঃখিত, সার। আপনাকে আমি চিনতে পারিনি।'

'এদিকে আসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে,' বললেন গভর্নর। ক্যাপ্টেনকে টেনে নিয়ে এলেন হৈচৈ থেকে দূরে। 'সব খুলে বলুন আমাকে, ক্যাপ্টেন। পরিস্থিতি কতটা খারাপ?'

'খুবই খারাপ, মাই লর্ড,' হতাশ গলায় বললেন ক্যাপ্টেন। 'পাঁচশো টনের একটা হোয়েলারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে আমাদের। হারামজাদারা পাল খাটায়নি, আলোও জ্বালেনি; ফলে ওদেরকে দূর থেকে দেখতে পাইনি আমরা। দুর্ঘটনাটা এড়াবার কোনও উপায় ছিল না। হোয়েলার-টা তো গেছেই, আমাদের অবস্থাও খারাপ। *ক্যাঙ্গারু*-র সামনের দিকটা একেবারে থেঁতলে গেছে, ফেটে গেছে খোল... পানি ঢুকতে শুরু করেছে। পুরো সাগর আর আমাদের মাঝখানে এই মুহূর্তে দেয়াল হয়ে আছে একটামাত্র বাল্কহেড, তবে পানির চাপে ওটাও ভেঙে পড়বে যে-কোনও সময়। কার্পেন্টারদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছি আমি, জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছে ওরা বাল্কহেডটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য; কিন্তু কতক্ষণ পারবে, সেটাই প্রশ্ন।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকালেন লর্ড হোমহার্স্ট। 'মনে হচ্ছে লাইফবোটেই উঠতে হবে আমাদেরকে। আর কিছু?'

www.BanglaBook.org

'ব্যাপারটা এত সহজ নয়, সার,' তিক্ত গলায় বললেন ক্যাপ্টেন। 'পরিস্থিতি আরও জটিল। জাহাজে যে-ক'টা লাইফবোট আছে, তাতে মাত্র তিনশো জন চড়তে পারবে; অথচ যাত্রী আর ক্রু মিলে আমাদের সংখ্যা এক হাজার! তার মধ্যে মহিলা আর শিশুর সংখ্যাই তিনশো ছাড়িয়ে যাবে।'

বিপদটার সত্যিকার রূপ এবার উন্মোচিত হলো লর্ড হোমহার্স্টের সামনে। 'পুরুষদের সবাইকে মরতে হবে!' ফিসফিসালেন তিনি। পরমুহূর্তে সামলালেন নিজেকে। 'বেশ, ঈশ্বর যদি তা-ই চান তো আমাদের আর কী করার আছে?'

'ইয়োর লর্ডশিপ নিশ্চয়ই একটা বোটে চড়বেন?' বললেন ক্যাপ্টেন। 'ওগুলোকে পানিতে নামাবার জন্য তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছি আমি। কপাল ভাল, ভোর হতেও বেশি দেরি নেই। আলো ফুটলে বোটগুলোর জন্য সুবিধে হবে। সবচেয়ে কাছে ভূ-খণ্ড সত্তর মাইল দূরে—কারগুলেন দ্বীপ। ওখানেই যেতে হবে ওগুলোকে। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, সার। দয়া করে জাহাজের মালিকদের কাছে আসল ঘটনাটা ব্যাখ্যা করবেন। বুঝিয়ে দেবেন, যা ঘটেছে, তাতে আমার কোনও দোষ ছিল না।'

'মেসেজটা অন্য কাউকে দিন, ক্যাপ্টেন,' শান্ত গলায় বললেন লর্ড হোমহার্স্ট। 'বোটে উঠছি না আমি।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল অগস্টা। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে অপূর্ব দুঃসাহস দেখাতে শুরু করেছেন গভর্নর, মুগ্ধ হলো ও। ক্যাপ্টেনও বুঝে গেলেন, জোরাজুরি করে লাভ হবে না। কিছুতেই বোটে উঠবেন না লর্ড হোমহার্স্ট, নিজের বদলে আরেকজনকে বাঁচতে দেবেন।

'বেশ, আপনার যা ইচ্ছে,' কাঁধ ঝাঁকালেন অ্যালটন। 'আসুন, আফট ডেকে যাই। মিস স্মিদার্সের জন্য একটা ব্যবস্থা করি।'

www.BanglaBook.org

ভিড় ঠেলে এগোতে শুরু করল ওরা। লর্ড হোমহার্স্টের কাছে নিচু গলায় ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন, 'আপনার সঙ্গে কি কোনও অস্ত্রশস্ত্র আছে, মাই লর্ড?'

'হ্যাঁ... আছে একটা। আমার রিভলবার।'

'তা হলে তৈরি থাকুন। যাত্রীরা জোর করে বোটে উঠে পড়ার চেষ্টা করবে। তখন কাজে লাগাতে হবে ওটা।'

ইতোমধ্যে সূর্য উঠতে শুরু করেছে, আস্তে আস্তে ফর্সা হয়ে উঠছে পুবাকাশ। ম্লান আলোয় আফট ডেকের দৃশ্যটা পরিষ্কার হয়ে উঠল। লাইফবোটগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের অফিসার আর নাবিকরা, যথাসাধ্য চেষ্টা করছে সুশৃঙ্খলভাবে ওগুলোকে নামাবার জন্য। বেশ কিছু নারী ও শিশু, সেই সঙ্গে ছ'জন নাবিক আর অফিসার-সহ একটা বোটকে নামিয়েও দেয়া হয়েছে, ওটাতে ইচ্ছের বিরুদ্ধে প্রায় জোর করে তুলে দেয়া হয়েছে লেডি হোমহার্স্টকে। ভদ্রমহিলা নিজের স্বামী আর সন্তানের জন্য চিৎকার করছেন।

রেলিঙের কাছে গিয়ে চেঁচাল অগাস্টা, 'লেডি হোমহার্স্ট! বেসি!! কিচ্ছু ভাববেন না, আপনার ছেলেকে নিয়ে এসেছি আমি। এই তো!' ডিককে একটু উঁচু করে দেখাল ও।

একটু যেন শান্ত হলেন মহিলা। পাগলের মত হাত নাড়তে শুরু করলেন। একটু পরেই দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল বোটটা।

ঠিক তখুনি একটা শক্ত হাতে কে যেন অগাস্টার বাহু চেপে ধরল। ঘাড় ফেরাতেই মি. টমবিকে দেখতে পেল ও।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' বলল টমবি। 'আপনাকে খুঁজে পেয়েছি! এদিকে... এদিকে আসুন, তাড়াতাড়ি!'

টানতে টানতে অগাস্টাকে একপাশে নিয়ে গেল সে। দুজন নাবিক ওখানে ডেভিটের সাহায্যে আরেকটা বোট নামাতে ব্যস্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দাঁড়ান!' টমবিকে এগোতে দেখে বলে উঠল ওটার দায়িত্বে থাকা অফিসার। 'এটায় শুধু বাচ্চা আর মহিলারা যাবে।'

'আমিও উঠতে চাইছি না,' বলল টমবি। অগাস্টাকে ঠেলে দিল সামনে। 'এঁকে ওঠান।'

'আমার তাড়া নেই,' অগাস্টা বলল। 'অন্যরা উঠুক।'

'বাজে কথা বলবেন না তো!' হালকা ধমক দিল টমবি। ওকে নিয়ে এগোল বোটের কাছে।

পিছনে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, লোকজন জোর করে বোটে উঠতে চাইছে। অফিসার চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার, কেউ আগে বাড়ার চেষ্টা করবেন না!'

কে শোনে কার কথা, প্রাণ বাঁচানোর জন্য পাগল হয়ে উঠেছে সবাই। টান দিয়ে অগাস্টা আর টমবিকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল একটা লোক। রাগী চোখে তার দিকে তাকাল টমবি, চিনতে পারল মি. মিসনকে। মাথায় যেন আগুন ধরে গেল ওর, সজোরে একটা ঘুসি হাঁকল।

গোঙাতে গোঙাতে পিছিয়ে গেলেন জাঁদরেল প্রকাশক। ব্যথাটা একটু সয়ে আসতেই ভাঙা গলায় চেঁচালেন, 'এক হাজার... না, না, দশ হাজার পাউণ্ড দেব। আমাকে একটু জায়গা দাও বোটে।'

পরমুহূর্তে তিনি টের পেলেন, টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায় না। কেউ কানেই তুলছে না তাঁর কথা।

অগাস্টা আর ডিককে বোটে উঠতে সাহায্য করল টমবি, তারপর অগাস্টার কপালে হালকা একটা চুমু দিয়ে বিড়বিড় করল, 'ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন। বিদায়।'

ঠিক তখুনি মড়মড় করে উঠল গোটা জাহাজ, পরমুহূর্তে একটা ঝাঁকি খেল। বাল্কহেডটা সম্ভবত ভেঙে গেছে, পানির দুরন্ত স্রোত ভরিয়ে দিতে শুরু করল খোলকে। সামনের দিক ভারী হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল, পিছনটা উঠে যেতে শুরু করল *ক্যাঙ্গারু*-র। চারপাশ থেকে হাহাকার উঠল।

'আমরা ডুবে যাচ্ছি!'

ছিটকে আপার ডেকে বেরিয়ে এল জাহাজের মেরামতে নিয়োজিত নাবিকরা, আতঙ্কে ছাইবর্ণ ধারণ করেছে ওদের চেহারা। আইরিশ উচ্চারণে কে যেন বলে উঠল, 'সবাই বোটে ওঠো, নইলে ডুবে মরতে হবে!'

ব্যস, সলতেয় আগুন ধরল যেন তাতে। ভয়ার্ত যাত্রীরা উন্মাদ হয়ে উঠল, ছুটে এল লাইফবোটের দিকে। অগাস্টাদের নৌকাটা তখনও ভর্তি হয়নি, বেশ কিছু নারী-শিশু অপেক্ষা করছিল লাইন ধরে, তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল জনতা। তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে আইরিশ লোকটা।

টমবিকে দেখতে পেল অগাস্টা, লর্ড হোমহার্স্ট আর ক্যাপ্টেনকে নিয়ে প্রতিরক্ষা-ব্যূহ গড়েছে, হাতে বের করে এনেছে পিস্তল আর রিভলবার। কয়েক সেকেণ্ড পরেই গুলির শব্দে কেঁপে উঠল পুরো ডেক। আইরিশ লোকটা কয়েকজন সঙ্গীসহ হুমড়ি খেয়ে পড়ল। থেমে গেল জনতা সেই দৃশ্য দেখে।

তবে থামা-টা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। একটু পরেই আবার কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'বন্ধুরা, গুলির ভয় কোরো না। এমনিতেও ডুবে মরব আমরা নৌকায় উঠতে না পারলে।'

আবার খেপে গেল জনতা। নতুন করে গুলির শব্দ হলো, একের পর এক লাশ আছড়ে পড়তে থাকল ডেকের উপর।

'বিল!' ডেরিক অপারেট করতে থাকা থ্যাবড়ামুখো এক নাবিক চেঁচাল তার সঙ্গীকে লক্ষ্য করে। 'তাড়াতাড়ি নামাও বোটটা। নইলে কারও বাঁচা হবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দড়ি ছাড়তে শুরু করল বিল, হুড়মুড় করে নামতে শুরু করল লাইফবোটটা। উন্মত্ত যাত্রীরা যখন বুলওয়ার্কের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছে পৌঁছেছে, তখন ওটা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে সাগরপৃষ্ঠকে। উপর থেকে একজন লোক লাফ দিল নৌকা লক্ষ্য করে, কিন্তু পুরোপুরি সফল হলো না প্রচেষ্টাতে। নৌকার কিনারে ঠকাস করে মাথা বাড়ি খেল তার, গড়িয়ে এরপর পড়ে গেল পানিতে। এক মহিলা তার বাচ্চাকে ছুঁড়ে দিলেন, অগাস্টা চেষ্টা করেও ওকে ধরতে পারল না। ঝপাস করে সুনীল সাগরে হারিয়ে গেল শিশুটি। চিৎকার করে উঠল তরুণী লেখিকা নিজের ব্যর্থতায়।

দড়ি ছেড়ে দিল দুই নাবিক, লগি দিয়ে ঠেলে জাহাজের পাশ থেকে সরিয়ে আনল বোটকে। কয়েক মুহূর্ত পর ভয়ানক একটা আওয়াজ উঠল, বিস্ফারিত চোখে ক্যাঙ্গারুকে ধীরে ধীরে নাকের উপর খাড়া হতে দেখল অগাস্টা, পিছলে চলে যাচ্ছে পানির নীচে। ডুবন্ত জাহাজ থেকে ঝরা পাতার মত খসে পড়ছে জলজ্যান্ত মানুষ!

ঝপাস করে একজন পড়ল ওদের নৌকার ঠিক পাশে, পানিতে হাবুডুবু খেয়ে ভেসে উঠল, দৃষ্টিসীমায় গানেলটা দেখতে পেয়ে আঁকড়ে ধরল দু'হাতে।

'প্লিজ, আমাকে তুলে নাও!' শোনা গেল পরিচিত কণ্ঠ।

চোখ ফেরাতেই মি. মিসনকে দেখতে পেল অগাস্টা, আকুতি ঝরছে চোখ-মুখ থেকে। হঠাৎ মায়া হলো ওর।

'বৈঠার বাড়ি দিয়ে ব্যাটাকে ফেলে দাও, বিল!' চেঁচাল প্রথম নাবিক, ওর নাম জনি। 'ওকে নিলে আমরা মরব!'

'না-আ!' চিৎকারের সুরে প্রতিবাদ করল অগাস্টা। উপর থেকে ছুঁড়ে দেয়া বাচ্চাটাকে বাঁচাতে না পারায় অপরাধবোধে ভুগছে, প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে নিজে কাউকে বাঁচিয়ে। ভুলে গেছে পাষণ্ড প্রকাশকের প্রতি শত্রুতা। 'এখানে অনেক জায়গা। মাত্র তো তিনজন আমরা! প্লিজ... তুলে নাও ওঁকে।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল জনি। 'তবে এখানে থামা যাবে

www.BanglaBook.org

না, সবাই পঙ্গপালের মত ছুটে আসবে।' মিসনের দিকে তাকাল. 'শক্ত করে ধরে থাকুন, মিস্টার: একটু দূরে গিয়ে আপনাকে তুলব আমরা।'

'ধন্যবাদ... ধন্যবাদ আপনাদের!' হাতের মুঠো শক্ত করে ফেললেন প্রকাশক।

বৈঠা চালিয়ে ডুবন্ত জাহাজ থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেল ওরা, তারপর ধরাধরি করে তাঁকে তুলল বোটে।

ক্যাঙ্গারু-তে ততক্ষণে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। অবিরাম বেজে চলেছে ফগ-হর্ন, সেই সঙ্গে মানুষের চেঁচামেচিতে কান ঝালাপালা। লাইফবোটগুলো ঘিরে রীতিমত যুদ্ধ চলছে। ডেভিটে ঝুলতে থাকা একটা বড় নৌকায় অসংখ্য মানুষকে চড়ে বসতে দেখল অগাস্টা, কিন্তু এতজনের ভার সইতে পারল না ওটা। বিকট শব্দে ছিঁড়ে গেল একটা দড়ি, খাড়া হয়ে ঝুলে গেল ওটা—পঞ্চাশ থেকে ষাটজন মানুষ পড়ে গেল সাগরে। আরেকটা নৌকা অবশ্য নারী-শিশুসহ নামতে পারল পানিতে, কিন্তু বো-ট্যাকেলের সঙ্গে বাঁধা দড়ি খোলার সময় পেল না আরোহীরা, জাহাজের টানে ডুবে গেল ওটা। প্রথমে নামা দুটো বোট ছাড়া শেষ পর্যন্ত আর একটাও নামতে পারল না পানিতে—স্রেফ বিশৃঙ্খলার কারণে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে উন্মত্ত জনতা স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারাল, মরণ ডেকে আনল নিজেদের। লর্ড হোমহার্স্ট, বা টমবির মত অল্প কয়েকজনের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হলো না।

ফলে হোয়েলারের সঙ্গে প্রাথমিক সংঘর্ষের ঠিক বিশ মিনিট পর ডুবে গেল *আর.এম.এস. ক্যাঙ্গারু*। দুই লাইফবোটে চড়া আটাশজন আরোহী ছাড়া বাকি সবাই তলিয়ে গেল একই সঙ্গে। সাগরের ইতিহাসের ভয়ানক দুর্ঘটনাগুলোর তালিকায় ঠাঁই হলো জাহাজটার।

www.BanglaBook.org

আট

কারগুলেন দ্বীপ

উদ্ধার পেয়ে লাইফবোটের পাটাতনে শুয়ে পড়েছেন মি. মিসন, শ্বাস ফেলছেন ঘন ঘন। সেদিকে খেয়াল নেই অগাস্টার, ক্ষণিকের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ল ও, মনে হলো জ্ঞান হারাবে। কম্বলে পেঁচানো ডিকের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে চোখ মুদল। অবুঝ শিশুটিও আঁচ করতে পারছে, ভয়ানক একটা কিছু ঘটেছে। মুখে শব্দ করল না, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল ওর *আন্টি*-র দিকে।

কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল অগাস্টা, ততক্ষণে মরণদশা ঘনিয়ে এসেছে *ক্যাঙ্গারু*-র। বেশিরভাগটাই ডুবে গেছে, স্টার্নের পঞ্চাশ ফুটের মত অংশ খাড়া হয়ে আছে আকাশের দিকে। খোলের ভিতরে বাতাস আটকে যাওয়ায় ক্ষণিকের জন্য বয়ায় পরিণত হয়েছে ওই অংশটা। যাত্রীরা প্রায় সবাই পড়ে গেছে পানিতে, দু-একজন কোনোমতে এটা-ওটা আঁকড়ে ধরে ঝুলছে অসহায়ের মত, তবে সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। হঠাৎ করে বিস্ফোরিত হলো জাহাজের বয়লার, ফাটল ধরল স্টার্নের অক্ষত অংশে। তীব্র বেগে ঢুকতে থাকা পানির কাছে হার মানল বিশাল জাহাজটা, তলিয়ে গেল অতলে।

চারপাশ থেকে ঘূর্ণির মত ফেনায়িত পানি ছুটে গেল ফাঁকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জায়গাটা পূরণ করতে। তলা থেকে উঠে এল জাহাজের ভাঙাচোরা টুকরো, বড় বড় বুদ্‌বুদ্‌ সারফেসের কাছে এসে ফাটতে শুরু করল। ভয়াবহ দৃশ্য!

নৌকার আরোহীদের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল... হয়ে গেল ওরা নির্বাক। অগাস্টা ফুঁপিয়ে উঠল মি. টমবি আর লর্ড হোমহার্স্টের কথা ভেবে।

'ফিরে চলো,' বলল ও। 'ফিরে চলো ওখানে। দেখি কাউকে উদ্ধার করা যায় কি না। আমাদের নৌকায় অনায়াসে আরও বিশজনের জায়গা হয়ে যাবে।'

ধড়মড় করে উঠে বসলেন মি. মিসন। 'না! ওখানে গেলে সবাই মিলে আমাদেরকে ডুবিয়ে মারবে!'

'ডোবানোর মত কেউ থাকলে তো!' বলল জনি। 'বেশিরভাগ মানুষই ডুবে গেছে, আমরা যাবার আগে বাকিরাও ডুবে যাবে।'

তারপরও হাল ছাড়ল না অগাস্টা, অনুনয়-বিনয় করতে থাকল। শেষে মন গলল দুই নাবিকের। নৌকার মুখ ঘোরাল, ফিরে চলল জাহাজডুবির জায়গাটাতে। এগোনোর সময় আবছাভাবে কিছু চেঁচামেচি শোনা গেল, কিন্তু ওখানে পৌঁছে একটা জীবিত মানুষকেও দেখতে পেল না ওরা। ঠিকমত তল্লাশি চালালে হয়তো বা পাওয়া যেত, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। মাঝসাগরের বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় টালমাটাল অবস্থা ছোট নৌকাটার, তার ওপর জমেছে ঘন কুয়াশা, ঠিকমত কিছুই দেখা যায় না। আশায় বুক বেঁধে তবু চেষ্টা চালাল ওরা, কিন্তু সফল হলো না। পেল না একজন মানুষকেও। জাহাজের পিছু পিছু পানির আলোড়নে হারিয়ে গেছে সবাই। সাগর এখন আবার আগের মত—উদ্দাম, উচ্ছল... বোঝারই উপায় নেই, কী ভয়ানক বিপর্যয় ঘটে গেছে একটু আগে।

www.BanglaBook.org

'হায় ঈশ্বর!' কেঁদে ফেলল অগাস্টা।

কেউ সান্ত্বনা দিল না ওকে।

মি. মিসন বললেন, 'আরেকটা লাইফবোট নেমেছিল না আমাদের আগে? কোথায় ওটা?'

কুয়াশার ভিতর দৃষ্টি বোলাল সবাই। হঠাৎ জনি বলল, 'ওই যে, কী যেন একটা দেখতে পাচ্ছি।'

সাদাটে একটা অবয়বে দৃষ্টি আটকে গেল সবার। তাড়াতাড়ি বৈঠা চালিয়ে ওটার পাশে চলে গেল। হ্যাঁ, আরেকটা লাইফবোটই বটে। কিন্তু হা-হতোস্মি, মানুষ নেই কোনও, উল্টে আছে। জাহাজের সঙ্গে দড়িতে আটকা পড়ে গিয়েছিল এটাই, পানির চাপে হুক ভেঙে গিয়ে ভেসে উঠেছে। কিন্তু আরোহীরা আর ভাসেনি। ভাসবে কয়েকদিন পর—পচে গিয়ে, ফুলে-ফেঁপে। তখন ভেসে উঠে কোনও লাভ হবে না ওদের।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নৌকার মুখ ঘোরাল ওরা, আরও কিছুটা সময় ব্যয় করল *ক্যাঙ্গারু*-র ধ্বংসাবশেষের মাঝে। কাজে লাগার মত বেশ কিছু জিনিসপত্র পাওয়া গেল তাতে, সামান্য খাবারদাবারও। তুলে নিল সব। কিন্তু দ্বিতীয় লাইফবোটটার খোঁজ পাওয়া গেল না। ঘন কুয়াশা এবং উত্তাল সাগরের মাঝে ওটা হারিয়ে গেছে।

বাস্তবে মাত্র আধ মাইল দূরে রয়েছে ওটা। কিন্তু যোগাযোগ না হওয়ায় দুই বোটের আরোহীদের কপালে দুই রকম ঘটনা ঘটল। আসলে যে-বোটটাতে লেডি হোমহার্স্ট-সহ জাহাজের ফার্স্ট অফিসার, বিশজন যাত্রী এবং আরও ছ'জন ক্রু উঠেছে, সেটার আরোহীদের জানাই নেই দ্বিতীয় বোটটার ব্যাপারে। ওদের ধারণা, ভয়াবহ দুর্ঘটনাটা থেকে শুধু তাঁরাই রক্ষা পেয়েছে। তাই জাহাজ ডুবে যাবার পর সময় নষ্ট করল না ওরা, কারগুলেন দ্বীপের কোর্স ধরে এগোতে শুরু করল। রাত নামার আগেই একটা তিমি শিকারী জাহাজ উদ্ধার করল ওদেরকে, নিয়ে গেল

www.BanglaBook.org

অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের অলব্যানিতে। উদ্ধার-পাওয়া যাত্রীদের অনেকে পরবর্তীতে সেখান থেকে ফিরে গেল ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দ্বিতীয় বোটের আরোহী অগাস্টা ও তার সহযাত্রীদের কপালে তেমনটা ঘটল না।

প্রথম বোটটাকে খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ল ওরা। শেষে ঠিক করল, কারগুলেন দ্বীপে যাবে। বোটে একটা কম্পাস আছে, সেটার সাহায্যে দিক নির্ণয় করা হলো, তারপর পাল খাটিয়ে রওনা হলো ওরা। সারাটা দিন কুয়াশায় ঢাকা সাগর পাড়ি দিল ছোট্ট নৌকা। বৈঠা ব্যবহার করতে হলো না, পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসা শক্তিশালী বাতাস বেশ ভাল গতিতেই এগিয়ে নিয়ে চলল ওদের। নির্বাক বসে রইল পাঁচ আরোহী, কথা বলল না। একদিক থেকে কপাল ভাল, ক্ষুৎপিপাসায় কষ্ট পাচ্ছে না ওরা। কিছু বিস্কুট উদ্ধার করা হয়েছে ভাসমান একটা কিচেন কেবিনেট থেকে, সেটা দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করল। পরিষ্কার পানির একটা পিপেও পাওয়া গেছে, কাজেই তৃষ্ণাও নিবারণ করা গেল। দুই নাবিক অবশ্য পানি খেল না। মদের একটা পিপে তুলতে পেরেছে ওরা সাগর থেকে, সেটা নিয়ে ব্যস্ত রইল—ধীরে ধীরে হয়ে পড়ল মাতাল। সন্ধ্যা ঘনাতেই নৌকার পাল গুটিয়ে আকারে ছোট করা হলো—রাতের বেলা দিক ঠিক রাখা মুশকিল, ভুল পথে চলে গেলে ফিরতে কষ্ট হবে।

দীর্ঘ রাতটা কেটে গেল ঘটনাবিহীনভাবে। অগাস্টা চোখ মুদতে পারল না, তবে ছোট্ট ডিক হোয়াইস্ট ওর বুকের উপর পরম শান্তিতে ঘুমাল কম্বলমুড়ি দিয়ে। মাতাল দুই নাবিক নৌকার এক কোণে অচেতন হয়ে পড়ে রইল। তবে মি. মিসন সারারাত কাঁপলেন শীতে। ভেজা কাপড় কিছুতেই শুকাচ্ছে না তাঁর। মায়া হলো অগাস্টার, শেষ রাতের দিকে বাড়তি কম্বলটা ধার দিল ভদ্রলোককে, তাতে নিজের জন্য উলের একটা শাল ছাড়া কিছু

www.BanglaBook.org

রইল না।

ভোরের আলো ফুটতেই সোজা হলো অগাস্টা, তাকাল বোটের সামনের দিকে। কুয়াশা ভেদ করে আবছাভাবে কী যেন চোখে পড়ল। উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ক্...কী ওটা?'

নাবিকদের মধ্যে বিল এখন বোটের টিলার ধরে বসে আছে। নেশা কিছুটা কেটে গেছে তার, অগাস্টার কথা শুনে সামনে তাকাল সে-ও। কয়েক মুহূর্ত পর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ডাঙা... ডাঙা ওটা!'

কথাটা কানে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসলেন মি. মিসন। সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে তাঁর, কিন্তু ব্যথাটা ভুলে গেলেন তাৎক্ষণিকভাবে। বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কোথায় পৌঁছেছি? নিউজিল্যাণ্ডে নাকি? কসম কাটছি, পৌঁছুতে পারলে ওখানেই স্থায়ী হব। জিন্দেগিতে আর জাহাজে চড়ব না।'

'নিউজিল্যাণ্ড!' ভুরু কোঁচকাল বিল। 'আপনার মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? কীসের নিউজিল্যাণ্ড? ওটা হলো কারগুলেন দ্বীপ, বুঝেছেন? বিচ্ছিরি একটা জায়গা। তারপরও ওখানেই স্থায়ী হতে আপনাকে। সহজে ওখানে কেউ আমাদের উদ্ধার করতে আসবে না।'

গোঙানির মত একটা শব্দ করে আবার শুয়ে পড়লেন মি. মিসন। কয়েক মিনিট পরই আকাশে হেসে উঠল সূর্য। প্রখর রোদ ধীরে ধীরে মিলিয়ে দিল কুয়াশাকে, নৌকার আরোহীদের সামনে ভেসে উঠল কারগুলেন দ্বীপের অদ্ভুত দৃশ্য। উঁচু উঁচু পাহাড়সারিতে ঢেকে আছে দ্বীপের কিনারা—ঢালগুলো খাড়া, রুক্ষ। পাহাড়ের চূড়ায় বরফের বিস্তার, সেখানে রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে। নৌকা ভেড়ানোর মত কোনও জায়গা দেখতে না পেয়ে কোর্স পাল্টাল বিল, দক্ষিণদিকের একটা বাঁক ঘুরে পৌঁছে গেল তুলনামূলকভাবে শান্ত পানিতে। চমৎকার একটা খাঁড়ির দেখা

www.BanglaBook.org

পাওয়া গেল—ওটার তীরটা সমতল, বালিতে ঢাকা, খাড়া পাহাড়ি দেয়াল বেষ্টন করে রেখেছে। নানা রকম সামুদ্রিক পাখির ভিড় চোখে পড়ল ওখানে, ওগুলোর কোলাহলে কান ঝালাপালা। তীরের কাছাকাছি বেশ কিছু ডুবোপাথরের ডগা বেরিয়ে আছে—সমতল। ওগুলোর উপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে একদল সিন্ধুঘোটক। সবমিলিয়ে প্রাণস্পন্দনের এক নয়ন-জুড়ানো দৃশ্য।

ধীরগতিতে খাঁড়িটা পার হলো ওরা, নৌকা নিয়ে চলল তীরের কাছে। খুশি হবার মত আরেকটা ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হলো এবার। পানি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো দুটো প্রাচীন কুঁড়েঘর—কোন্‌কালে কারা যেন তৈরি করেছিল, যাবার সময় আর ভেঙে নিয়ে যায়নি। খুব ভাল দশা বলা যাবে না, কিন্তু মাথা গোঁজার ঠাঁই তো হলো!

'যাক!' হাসিমুখে বলল থ্যাবড়ামুখো নাবিক জনি। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠছে আমাদের।'

'তাড়াতাড়ি তীরে ভেড়াও, ভায়া,' দুর্বল গলায় বললেন মি. মিসন। 'এই জঘন্য নৌকাটাতে আমার আর ভাল লাগছে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁকে সমর্থন করল অগাস্টা।

পাল নামিয়ে ফেলল দুই নাবিক, বৈঠা বেয়ে নৌকা নিয়ে গেল সরু একটা খালের ভিতর। একটু পরেই ডাঙায় পা রাখল ওরা। মাটিটা ভেজা ভেজা, নাকে ভেসে এল সোঁদা গন্ধ।

হাত-পা ঝাড়া দিয়ে শরীরের আড়ষ্টতা কাটাল ওরা, তারপর এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করল কুঁড়েদুটো। খুব একটা আশাবাদী হবার মত কিছু দেখা গেল না। বয়স হয়েছে ঘরদুটোর—কারা বানিয়েছিল, বোঝার উপায় নেই। জ্যোতির্বিদদের সেই এক্সপিডিশন দলটা হতে পারে, কিংবা ওদের আগে জাহাজডুবির শিকার কোনও নাবিক। এখন জরাজীর্ণ দশা দুটো ঘরেরই। দেয়াল, কড়ি-বরগা, মেঝে... সবখানেই জমেছে শ্যাওলা আর

www.BanglaBook.org

আগাছা। ছাতে বড় বড় ফুটো, সেখান দিয়ে পানি পড়ে মেঝে ভিজে গেছে। তারপরও স্বস্তির ব্যাপার একটাই—খোলা সৈকতে থাকতে হবে না ওদেরকে। তাই হতাশ না হয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঘরদুটো পরিষ্কার করায়। ছোট কুঁড়েটা বরাদ্দ করা হলো অগাস্টা আর ডিকের জন্য, বড়টাতে মি. মিসন আর নাবিকরা থাকবে।

বোটটা তুলে আনা হলো সৈকতে। জিনিসপত্র বেশি নেই, কিন্তু যা আছে, তা-ই নিয়ে আসা হলো ঘরদুটোতে। ভেজা মেঝে ঢাকা হলো পালের কাপড় দিয়ে, ছাতের ফুটোগুলোও নৌকার পাটাতনের কাঠ দিয়ে বন্ধ করা হলো। কপাল ভাল, আবহাওয়া এখন মোটামুটি শুকনো, কুয়াশা কেটে গেছে অনেকটাই, তাই কাজ করতে অসুবিধে হলো না। ছোট্ট ডিক হোমহার্স্ট ছাড়া বাকি সবাই একসঙ্গে খাটল, ফলে দুপুর নাগাদ থাকার একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

জিনিসপত্র গোছগাছ শেষে বেরিয়ে পড়ল দুই নাবিক শিকারের খোঁজে। পাখির অভাব নেই, দুটো সহজেই ধরে আনতে পারল। সঙ্গে ম্যাচ আছে অগাস্টার, লাকড়ি কুড়িয়ে আগুন ধরাল, তাতে পুড়িয়ে নিল সদ্য শিকার করা পাখিদুটো, সেগুলোর মাংস দিয়ে খাওয়াদাওয়া সারল ওরা। তারপর বসল নিজেদের রসদের হিসেব করতে। পানি দিয়ে সমস্যা নেই, পাহাড়ের ঢাল দিয়ে একটা ঝর্ণা বেরিয়ে এসেছে, মিশেছে খাঁড়িতে। ওটার পানি পরিষ্কার, লবণাক্ত নয়। খাবার বলতে রয়েছে একটা বিস্কুটের বস্তা—একশো পাউণ্ডের কাছাকাছি ওজন। পরিমাণটা একেবারে কম নয়। সৈকতের পাশে খাঁড়ির পানিতে প্রচুর শেলফিশ দেখতে পেয়েছে ওরা, অন্যান্য মাছও নিশ্চয়ই আছে। তা ছাড়া বিভিন্ন রকম সামুদ্রিক পাখি তো আছেই, খোঁজাখুঁজি করলে ওগুলোর ডিমও পাওয়া যাবে। রান্না করাটাই একমাত্র সমস্যা। হাঁড়ি-টাড়ি নেই, নেই থালা-বাসন। রান্নার জন্য উপযুক্ত মশলাপাতিরও

www.BanglaBook.org

অভাব। বোঝা গেল, খাওয়াদাওয়াটা কষ্টেসৃষ্টেই করতে হবে ওদের, অভ্যাস গড়তে হবে কাঁচা, কিংবা আগুনে ঝলসানো মাছ-মাংস হজমের। অগাস্টা আর মি. মিসন তাতে বিমর্ষ হয়ে পড়লেও দুই নাবিককে মোটেই চিন্তিত দেখাল না। এক পিপে রাম রয়েছে ওদের সঙ্গে, সেটা নিয়ে গেছে নিজেদের কুঁড়েতে—ওই জিনিস পেলে আর কিছু নিয়ে ভাবে না ওরা।

খাওয়াদাওয়া নিয়ে দুর্ভাবনা দূর হয়ে গেলেও আসল সমস্যাটা কয়েক ঘণ্টা পর টের পেল ওরা। সকালের পরিষ্কার আবহাওয়াটা দূর হয়ে গেল চোখের পলকে, এলাকাটার সত্যিকার বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে উঠল। দ্বীপকে বেষ্টন করে থাকা পাহাড়গুলোর মাথা ঢাকা পড়ে গেল ঘন কুয়াশায়, তারপর শুরু হলো বৃষ্টি—বিরামহীন কুকুর-বেড়াল বৃষ্টি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু একবিন্দু দুর্বল হলো না তুমুল বর্ষণের তোড়। কুঁড়ের মেরামত করা ছাতগুলো হার মানল প্রকৃতির আক্রোশের কাছে, ফুটো গলে নামতে থাকল পানির ধারা, ভিজে গেল মেঝে আর পুরো অভ্যন্তর। সেই সঙ্গে ভিজিয়ে দিল বাসিন্দাদের। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল অসহায় পাঁচটি মানবসন্তান।

বার বার কেঁদে উঠল ছোট্ট ডিক। গল্প শুনিয়ে ওকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করল অগাস্টা, তেমন সুবিধে করতে পারল না। নিজেই যেখানে কাঁপছে, সেখানে আরেকজনকে কীভাবে শান্ত রাখা সম্ভব? তারপরও হাল ছাড়ল না। ডিককে রবিনসন ক্রুসোর কাহিনি শোনাল, বলল—ওরা একই খেলা খেলছে। ডিক গোমড়ামুখে জানিয়ে দিল—খেলাটা ওর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। মায়ের কাছে যেতে চায়।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাল, একই সঙ্গে বেড়ে চলল শীতের প্রকোপ আর আর্দ্রতা। যখন চারদিক পুরোপুরি আঁধার হয়ে গেল, তখন অগাস্টা একা। কাঁদতে কাঁদতে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিক; ওকে সঙ্গ দেবার জন্য বাতাসের গোঙানি, বৃষ্টির ছাঁট আর সামুদ্রিক পাখিদের কোলাহল ছাড়া আর কিছু নেই। কম্বলমুড়ি দেয়া শিশুটির দিকে ফিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল অগাস্টা, ভাবল ওর মত ঘুমোতে পারলে কতই না ভাল হতো! কিন্তু সে-উপায় নেই। নানা রকম চিন্তায় মনটা উত্তেজিত হয়ে আছে, আবহাওয়াও ফেলছে বিরূপ প্রভাব। কিছুতেই চোখ মুদতে পারছে না ও।

হঠাৎ কুঁড়ের দরজায় ঠক ঠক করে টোকা পড়ার আওয়াজ হলো।

'কে... কে ওখানে?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইল অগাস্টা।

'আমি... জোনাথন মিসন,' শোনা গেল জবাব। 'ভিতরে আসতে পারি?'

'হ্যাঁ, আসুন।' বলল অগাস্টা।

মনটা উদ্বেল হয়ে উঠল প্রাণের সাড়া পেয়ে। আঁধারে কিছু দেখা না যাক, শোনা তো যাবে! খুব একা একা লাগছিল। ব্যাপারটা বিস্ময়কর, প্রকৃতির আক্রোশ কীভাবে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে দিতে পারে! একদিন আগেও যার চেহারা, যার কণ্ঠ শুনে ঘৃণা অনুভব করত অগাস্টা, আজ তারই কণ্ঠ শুনে খুশি হয়ে উঠছে!

দরজা খুলে যেতেই বাতাসের তাণ্ডব ভেসে এল। অগাস্টা বলল, 'পাল্লাটা বন্ধ করে আসুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজাটা আবার ঠেলে দিলেন মি. মিসন। তারপর কণ্ঠস্বরের উৎস লক্ষ্য করে এগিয়ে এলেন। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছেন তিনি। সরোষে বললেন, 'নাবিক জাতটার উপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে! মানুষ না ওরা!'

'কেন, কী হয়েছে?'

'কী আর... ব্যাটারা গ্যালনে গ্যালনে মদ গিলছে, মাতলামি করছে। ওদের কাণ্ডকারখানা আর সহ্য করতে পারছি না আমি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিস স্মিদার্স। শরীরটা খুব খারাপ, তাই চলে এলাম এখানে। বড্ড অসুস্থ আমি, মনে হচ্ছে মারা যাব। সারা শরীর কখনও বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও বা হয়ে যাচ্ছে আগুনের মত গরম! লক্ষণটা মোটেই ভাল নয়। আপনি কিছু করতে পারেন, মিস স্মিদার্স? কোনও চিকিৎসা...'

'দুঃখিত,' বলল অগাস্টা, কণ্ঠে আন্তরিকতা, ভদ্রলোকের করুণ দশা দেখে মায়া অনুভব করছে। 'চিকিৎসার কিছুই জানি না আমি। তা ছাড়া ওষুধপত্রও নেই সঙ্গে। আপনি বরং এখানেই শুয়ে পড়ুন, চেষ্টা করুন ঘুমাতে। বিশ্রাম পেলে দেখবেন শরীর এমনিতেই ভাল হয়ে যাবে।'

'কীসের ঘুম?' বিরক্ত গলায় বললেন মিসন। 'আমার কম্বল, জামা-কাপড়... সব ভিজে চুপসে গেছে। এ-অবস্থায় ঘুমানো সম্ভব না।'

'তাও চেষ্টা করুন।'

আর কিছু বললেন না মি. মিসন, নীরব হয়ে গেলেন। বিস্কুটের বস্তাটা মাথার নীচে দিয়ে ডিকের পাশে শুয়ে পড়ল অগাস্টা। অনেকক্ষণ জেগে থাকল ও, শুনতে পেল জাঁদরেল প্রকাশকের গোঙানি আর কাতরানি, তবে এক পর্যায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে এল তাঁর। নিজের অজান্তে অগাস্টাও ঘুমিয়ে পড়ল। শান্তিতে ঘুমাতে পারল না অবশ্য, রাতে কয়েকবার জেগে উঠল, তবে তা বেশি সময়ের নয়। শারীরিক ক্লান্তির কারণে এই বিরূপ পরিবেশেও ঘুম বার বার নেমে এল চোখে। শেষ পর্যন্ত ও যখন জাগল, তখন ভোর হয়ে গেছে, থেমে গেছে বৃষ্টি।

উঠে বসে ডিককে দেখল অগাস্টা। ছোট্ট শিশুটি সুস্থ, রাতভর মড়ার মত ঘুমিয়েছে। ওকে ডেকে তুলল অগাস্টা, কুঁড়ে থেকে বাইরে নিয়ে প্রাতঃকৃত্য সারাল, তারপর ঝর্ণার পানিতে ধুয়ে দিল হাতমুখ। বিস্কুট বের করে ছেলেটাকে নাশতাও খাওয়াল ও।

www.BanglaBook.org

একটু পর দেখা মিলল দুই নাবিকের। মাতলামি কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে ওরা, তবে চোখমুখ থেকে নেশার ছাপ পুরোপুরি কাটেনি। দৃষ্টিতে নীরব তিরস্কার ফুটে উঠল অগাস্টার, সেটা লক্ষ করে তড়িঘড়ি ভঙ্গিতে সামনে থেকে সরে গেল ওরা।

কুঁড়েতে ফিরে এবার মি. মিসনকে ডাকল অগাস্টা। ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভাঙলেন তিনি, গোঙানির শব্দ বেরুল মুখ দিয়ে; উঠে বসলেন। উজ্জ্বল আলোয় তাঁর চেহারা দেখে আঁতকে উঠল তরুণী লেখিকা। কী অবস্থা হয়েছে ভদ্রলোকের! চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এসেছে, চোখদুটো বসে গেছে গর্তে, চারপাশে কালচে দাগ। দেখে মনে হচ্ছে একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ।

'উফ্‌ফ্!' কাতরে উঠে বললেন মি. মিসন। 'কী একটা রাত গেল। এমন চলতে থাকলে আর একটা দিনও টিকব না আমি!'

'বাজে কথা বলবেন না তো!' চোখ রাঙাল অগাস্টা। কয়েকটা বিস্কুট বাড়িয়ে ধরল। 'এগুলো মুখে দিন। দেখবেন ভাল লাগবে।'

একটা বিস্কুট নিয়ে চিবুতে শুরু করলেন মি. মিসন, কিন্তু গেলার চেষ্টা করতেই গলায় আটকে গেল। বিষম খেলেন তিনি, কাশতে শুরু করলেন ভয়ানকভাবে।

একটু পর ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'লাভ নেই। আমি মরতে বসেছি। ভেজা কাপড়ে ওই নৌকায় বসে থেকে শরীরের সর্বনাশ করে ফেলেছি!'

ভদ্রলোকের চেহারার দিকে তাকিয়ে কথাটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো অগাস্টা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়

নতুন উইল

বিস্কুট দিয়েই নাশতা সারল সবাই। তারপর অগাস্টার পরামর্শে নতুন একটা কাজে হাত দিল দুই নাবিক। বড় একটা লাঠি খুঁজে বের করল, সেটার ডগায় বাঁধল একটা পতাকা—লাইফবোটের লকারে পাওয়া গেছে ওটা। পতাকা-সহ লাঠিটা ওরা গেড়ে দিল সৈকতের এক প্রান্তে—কাছাকাছি কোনও জাহাজ এলে যাতে দেখতে পায়। অবশ্য এতে কদ্দূর লাভ হবে, সে-ব্যাপারে ঘোর সন্দেহ আছে, ঘন কুয়াশার কারণে কাছের জিনিসই ঠিকমত দেখা যায় না কারগুলেন দ্বীপে, দূর থেকে ছোট্ট পতাকাটা দেখা যাওয়া তো আরও অসম্ভব! তারপরও চেষ্টা করতে দোষ কী!

দুপুর নাগাদ শেষ হয়ে গেল কাজটা। তত্ক্ষণে আবহাওয়ার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বাতাসের জোর নেই, সূর্যও প্রখর রোদ ছড়াচ্ছে। ভেজা কম্বলগুলো তাড়াতাড়ি শুকাতে দিল ওরা, নিজেরাও শরীর গরম করার জন্য বসল বাইরে। পতাকা লাগাতে গিয়ে কিছু পাখির ডিম পেয়েছে দুই নাবিক, সেগুলো রোস্ট করে ডিক আর নাবিকদেরকে খেতে দিল অগাস্টা। তারপর কুঁড়েতে গেল মি. মিসনকে ডাকতে। ভদ্রলোক সারাটা দিন ধরে শুয়ে আছেন ওখানে, বাইরে বেরোচ্ছেন না। তাঁকে রোদ পোহাতে অনুরোধ করবে। মৃত্যুকে অবশ্যম্ভাবী বলে ধরে নিয়েছেন

www.BanglaBook.org

প্রকাশক, সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়েছেন, সকাল থেকে সামান্য রাম আর পানি ছাড়া কিছু মুখেও দেননি।

যা ভেবেছিল, কিছুতেই কুঁড়ে থেকে বের হতে চাইলেন না মি. মিসন। কিন্তু অগাস্টাও নাছোড়বান্দা, বলতে গেলে প্রায় টেনেহিঁচড়েই তাঁকে নিয়ে এল বাইরে, বড় একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসতে সাহায্য করল; তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল ভদ্রলোককে খাবার দিতে।

'মিস স্মিদার্স,' দুর্বল গলায় বললেন মি. মিসন। 'এই জঘন্য জায়গাটাতেই মরব আমি। কী কপাল... এমনভাবে মরাটা কি উচিত?' একটু রোষ ফুটল তাঁর কণ্ঠে। 'দুনিয়ায় এত মানুষ থাকতে আমিই কিনা মরতে যাচ্ছি একটা রাস্তার কুকুরের মত! অথচ ইংল্যাণ্ডে আমার দু'মিলিয়ন পাউণ্ড আছে! যদি সম্ভব হতো, তার প্রতিটা পাই-পয়সা আমি খরচ করতাম এই অভিশপ্ত দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য। ঈশ্বর সাক্ষী, দরকার হলে গরীব একজন লেখকের সঙ্গেও জায়গা বদল করতে রাজি আছি, তাতে যদি প্রাণটা রক্ষা পায়! প্রলাপ বকছি না, সত্যি আমি মাসিক বিশ পাউণ্ড আয়ের লেখক হতে রাজি... শুধু যদি... শুধু যদি...'

আর বলতে পারলেন না ভদ্রলোক, ফুঁপিয়ে উঠলেন। তার দিকে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল অগাস্টার। কী ছিলেন, আর কী হয়েছেন মিসন! কোথায় সেই গর্বিত প্রকাশক, যাঁকে দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যেত মানুষ, সম্মান দেখাত... আর কোথায় এই বিধ্বস্ত, জাহাজডুবির শিকার এক মাঝবয়েসী পুরুষ! বিপদে পড়ে আমূল বদলে গেছেন ভদ্রলোক।

'হ্যাঁ, এখানেই মরব আমি,' নিজেকে একটু সামলে আবার বললেন মি. মিসন। 'এই অভিশপ্ত দ্বীপে! এতদিন যত টাকা জমিয়েছি, সবই অচল! একটা ভাল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত জুটবে না আমার কপালে। সব টাকা পাবে অ্যাডিসন আর রসকো। সেটা

www.BanglaBook.org

ভাবতেই এখন আমার খারাপ লাগছে। আমার টাকা ওড়াবে ওরা... ওদের ছেলেমেয়েরা! আমার টাকায় আয়েশ করে বেড়াবে, আমোদ-ফুর্তি করবে। অথচ আমার আপন ভাইপো দু'বেলার খাবার জোটাতে হিমশিম খাবে... আমারই একগুঁয়েমির জন্য। ওকে আমি সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছি। এখন বুঝতে পারছি কত বড় ভুল করেছি, কিন্তু হায়, সেই ভুল শোধরানোর কোনও উপায় নেই। আপনাকে নিয়ে আমরা ঝগড়া করেছিলাম, মিস স্মিদার্স; ওই যে, আপনাকে যে বাড়তি টাকা দিতে রাজি হইনি, সেটা নিয়ে। এখন মনে হচ্ছে, দিলেই ভাল করতাম। অন্তত রক্তের সম্পর্কের একমাত্র মানুষটার সঙ্গে তিক্ততা নিয়ে দুনিয়া ছাড়তে হতো না। আমাকে দয়া করে ভুল বুঝবেন না, মিস স্মিদার্স। আপনাকে ঠকানোর কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার, কিন্তু চুক্তির কথাটাও তো মাথায় রাখতে হবে। আপনার প্রতি নরম হলে অন্যান্য লেখকরা আমার উপর চড়াও হয়ে বসত, সেটাই চাইছিলাম না আমি। সারাটা জীবন আমি একটা কঠিন নীতি মেনে চলেছি, কারও ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট নিয়ে মাথা ঘামাইনি, সেটাই আমার প্রতিষ্ঠার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ। আর আপনি সেটারই শিকার হয়েছেন। আলাদাভাবে আপনার প্রতি কোনও অন্যায় আমি করতে চাইনি। দয়া করে সেজন্য ঘৃণা করবেন না আমাকে, মনের ভিতর রাগ পুষে রাখবেন না। দেখতেই তো পাচ্ছেন, এখন আমার শেষ দশা।'

'আমি কারও প্রতি রাগ পুষে রাখি না, মি. মিসন,' শান্ত গলায় বলল অগাস্টা। 'প্রতিশোধ নেবারও অভ্যেস নেই আমার। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না। ভাইপোকে ওভাবে ত্যাজ্য করে খুব অন্যায় করেছেন আপনি। এখন যে মরমে মরমে কষ্ট পাচ্ছেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।'

কথাটা শুনে আরও বিমর্ষ হয়ে পড়লেন মি. মিসন। নিচু

www.BanglaBook.org

গলায় শাপ-শাপান্ত করতে থাকলেন নিজেকে।

ভদ্রলোকের সামনে খাবার রেখে অগাস্টা বলল, 'নিজেকে গাল দিয়ে লাভ নেই কোনও। প্রায়শ্চিত্ত করার তো সুযোগ আছে আপনার। নতুন একটা উইল করুন, সবকিছু ফিরিয়ে দিন আপনার ভাইপোকে। সাক্ষী হবার জন্য আমরা তিনজন আছি, সেটাই যথেষ্ট। নতুন উইল করলে পুরনোটা তো আপনাতেই বাতিল হয়ে যাবে, তাই না?'

আইডিয়াটা চমকপ্রদ, হঠাৎ করেই যেন একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল মি. মিসনের সামনে। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলেন।

'ঠিক... ঠিক বলেছেন আপনি, মিস স্মিদার্স!' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আমার তো মাথাতেই আসেনি ব্যাপারটা! এখুনি করব আমি নতুন উইল—অ্যাডিসন আর রসকোর বদলে সবকিছুর উত্তরাধিকারী বানাব ইউস্টেসকে। ভাল বুদ্ধি দিয়েছেন! আমার হাত ধরুন, মিস স্মিদার্স, দাঁড়াতে সাহায্য করুন। কাজ শুরু করে দিচ্ছি এখুনি।'

'থামুন, থামুন,' তাড়াতাড়ি বলল অগাস্টা। 'এত উত্তেজিত হবেন না। উইল যে লিখবেন, কাগজ-কলম পাবেন কোথায়?'

গুঙিয়ে উঠলেন মি. মিসন। সমস্যাটার কথা ভাবেননি। করুণ কণ্ঠে বললেন, 'খুঁজে-পেতে একটুও কি পাওয়া যাবে না? কোনোমতে লেখা গেলেই তো হয়!'

'আমার মনে হয় না কাগজ-কলম পাবেন কারও কাছে,' বলল অগাস্টা। 'তাও আমি খোঁজ নিচ্ছি। আপনি এখানেই বসুন, কিছু মুখে দিন।'

উঠে গিয়ে জনি আর বিজের সঙ্গে কথা বলল ও। বলা বাহুল্য, তাতে লাভ হলো না। কাগজ, কলম, পেন্সিল... কিছুই নেই ওদের কাছে। ফিরে এসে মি. মিসনকে দুঃসংবাদটা দিল অগাস্টা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু হার মানতে রাজি নন জাঁদরেল প্রকাশক। মাথা নিচু করে একটু ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কাগজ-কলমের দরকার নেই, আরেকটা বুদ্ধি পেয়েছি। এক টুকরো কাপড় পেলে হয়, তাতে নিজের রক্ত দিয়ে লিখব উইল, কলম হিসেবে ব্যবহার করব পাখির পালক। কী বলেন, তাতে চলবে না? কোথায় যেন পড়েছিলাম, আগেও লোকে এভাবে মেসেজ লিখেছে।'

বুদ্ধিটা মন্দ নয়, কিন্তু ভালমত ভাবনাচিন্তা করতেই দমে গেল অগাস্টা। বলল, 'ওভাবে লেখার জন্য পাতলা কাপড় দরকার, মি. মিসন। কিন্তু আমাদের সবার পোশাক ফ্লানেলের তৈরি—আপনারটা, নাবিকদেরগুলো, আমারটা... এমনকী ছোট্ট ডিকেরও। রক্ত শুষে নেবে ওই কাপড়, কিছু লেখা যাবে না।'

'রুমাল-টুমাল হলেও তো চলে,' বললেন মি. মিসন। 'খুব বেশি কিছু তো লিখব না।'

'আমার কাছে একটা ছিল, কিন্তু ওটা নৌকায় থাকতেই বাতাসে উড়ে গেছে। আচ্ছা, দেখি বিল বা জনির কাছে আছে কি না।'

নেই নাবিকদের কাছেও। বিলের একটা রুমাল আছে বটে, তবে সেটা স্রেফ কম্বলের একটা ছেঁড়া টুকরো। ওতে লেখা যাবে না।

'ইয়ে...' ইতস্তত করে বললেন মি. মিসন। 'আপনার অন্তর্বাস আছে না, মিস স্মিদার্স? ওখান থেকে যদি একটা টুকরো দিতেন... মানে খুব অসুবিধে যদি না হয় আর কী! চিন্তা করবেন না, এর জন্য উপযুক্ত প্রতিদান পাবেন। আপনার ওই চুক্তিটা বাতিল করে দেব আমি, পাঁচ হাজার পাউণ্ডের একটা নগদ উত্তরাধিকারও দেব...'

'লোভ দেখাতে হবে না, মি. মিসন,' বলল অগাস্টা। 'থাকলে আমি এমনিই দিতাম। কিন্তু আমার পোশাকের তলায় কিচ্ছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই। সেদিন রাতে হাওয়া খাওয়ার জন্য ডেকে বেরিয়েছিলাম, অন্ধকারে হাতের কাছে যা পেয়েছি, তা-ই পরেছি। পরে তো আর পোশাক পাল্টানোর সুযোগ পেলাম না।'

কপাল চাপড়ালেন মি. মিসন। 'হায়, তা হলে তো আর কোনও আশা নেই। ইউস্টেসকে সব হারাতে হবে। বেচারা! কী সর্বনাশটাই না করেছি আমি ওর!'

চুপচাপ বসে রইল অগাস্টা, মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে—একটা উপায় খুঁজে বের করতে চাইছে এই সমস্যাটা কাটানোর জন্য। মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও, ইউস্টেস মিসনকে কিছুতেই তার চাচার অগাধ ধনসম্পত্তি হারাতে দেবে না। কিন্তু কীভাবে সেটা সম্ভব, বুঝতে পারছে না। মি. মিসনকে বাঁচিয়ে রাখা গেলে কাজটা সহজ হয়ে যেত, যখনই উদ্ধার পাক ওরা, দেশে ফিরে ভাইপোকে আবার কাছে টেনে নিতে পারতেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা ক্ষীণ। চেহারাসুরত দেখেই বোঝা যাচ্ছে, খুব বেশি সময় টিকবেন না প্রকাশক। তাঁর পিছু পিছু বাকিদেরও মৃত্যুর সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। মানেটা পরিষ্কার, ইউস্টেস মিসনের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনোই আশা নেই। ব্যাপারটা টের পেতেই অসহায় বোধ করল অগাস্টা।

হঠাৎই বিলকে দেখে একটা আইডিয়া খেলে গেল তরুণী লেখিকার মাথায়। পতাকাটার কাছে গিয়েছিল নাবিক, সাগরের দিকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছে, কোনও জাহাজ যাচ্ছে কি না আশপাশ দিয়ে। ফিরে এসেছে হতাশ হয়ে, জামার দুই হাতা গুটিয়ে রেখেছে কনুইয়ের উপরে। উন্মুক্ত বাম হাতটা দেখেই বুদ্ধিটা পেয়ে গেল ও।

'নাহ্, কিছুই দেখতে পেলাম না,' কাছে এসে বলল বিল। 'শালার কোনও জাহাজই নেই এদিককার সাগরে। মনে হচ্ছে এই হতচ্ছাড়া দ্বীপে পচে মরব আমরা!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখুনি হাল ছাড়বেন না, কয়েকটা দিন যাক, তারপর নাহয় এসব কথা বলা যাবে,' বলল অগাস্টা। 'ইয়ে... মি. বিল, একটু কাছে আসবেন? আপনার হাতের উল্কিগুলো দেখব।'

'নিশ্চয়ই, মিস!' অগাস্টার সামনে এসে হাতটা বাড়িয়ে ধরল বিল। নানা রকম উল্কিতে ভর্তি ওটা—জাহাজ, পতাকা, মাছ-সহ নানান হাবিজাবি! মাঝখানে একটুখানি জায়গাতে নামটা লেখা আছে—*বিল জোনস্*।

'চমৎকার!' মন্তব্য করল অগাস্টা। 'এঁকেছে কে এগুলো?'

'কে আবার... আমি নিজেই!' গর্বের সুরে বলল বিল। 'এক ব্যাটার সঙ্গে বাজি ধরেছিলাম। ও বলছিল, আমি নাকি নিজের হাতে নিজে উল্কি করতে পারব না। দেখিয়ে দিয়েছি বদমাশটাকে, পুরো পাঁচ পাউণ্ড বসিয়ে ছেড়েছি ওর। হেঃ হেঃ! আমার সঙ্গে বাজি ধরার আগে ওর আরও চিন্তাভাবনা করা উচিত ছিল!'

'ঠিকই বলেছেন,' হাসল অগাস্টা। 'ঠিক আছে, যান।'

বাউ করে চলে গেল বিল।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে অসুস্থ প্রকাশকের দিকে ফিরল অগাস্টা। 'মি. মিসন, বুঝতে পারছেন তো, কীভাবে উইলটা তৈরি করা সম্ভব?'

ভুরু কোঁচকালেন মি. মিসন। 'না তো। কীভাবে?'

'উল্কির সাহায্যে!'

'উল্কি!' বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে গেল মি. মিসনের। 'কোথায়? কীভাবে?'

'জনিকে প্রস্তাব দিয়ে দেখতে পারেন আপনি, বিল ওর পিঠে আপনার উইলটা উল্কি করে লিখে দেবে। বেশি কিছু লেখার দরকার নেই, আপনি নিজেই বলেছেন! মনে হয় না ওর তাতে খুব একটা আপত্তি থাকবে। আর কীভাবে লেখা হবে? আমাদের সঙ্গে রিভলবারের কার্তুজ আছে। ওগুলো থেকে গানগাউডার বের করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পানিতে মিশিয়ে নিলেই চমৎকার একটা কালি পাওয়া যাবে।'

'বাহ্! চমৎকার বুদ্ধি বের করেছেন তো!' মি. মিসনের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আপনার প্রশংসা না করে পারছি না। এমন অভিনব বুদ্ধি কেবল একজন প্রতিভাবান লেখকের মাথা থেকেই বেরুতে পারে!'

'ধ্যাত্, কী যে বলেন না!' একটু লজ্জা পেল অগাস্টা। 'বুদ্ধি যে কেউ দিতে পারে। ওটাকে কাজে পরিণত করাটাই কঠিন।'

'দেখাই যাক,' মাথা দোলালেন মি. মিসন। 'কষ্ট একটু যাবেন বিল আর জনির কাছে? চেষ্টা করে দেখুন, ওরা আপনার কথায় রাজি হয় কি না।'

'বেশ, যাচ্ছি।'

ডিকের হাত ধরে উঠে দাঁড়াল অগাস্টা, এগোল বড় কুঁড়েটার দিকে। ওটার সামনে বসে রোদ পোহাচ্ছে দুই নাবিক। কাছে গিয়ে হালকা হাসি উপহার দিল ও। তারপর বিলকে জিজ্ঞেস করল, উল্কির কাজ করতে আগ্রহী কি না সে।

আপত্তি করল না বিল। হাতে কোনও কাজ নেই, মদ গিলতেও ইচ্ছে করছে না। কিছু একটাতে ব্যস্ত থাকতে পারলে মন্দ হয় না। কার গায়ে উল্কি করতে হবে, জানতে চাইল। জবাব না দিয়ে অগাস্টা বলল, সেটা পরে জানাবে। আপাতত সাজ-সরঞ্জাম যেন তৈরি করে ফেলে সে। গান-পাউডার দিয়ে কালি বানানোর প্রস্তাব শুনে খুব একটা খুশি হলো না বিল। বলল, তাতে ভাল রঙ হবে না।

কাঁধ ঝাঁকাল অগাস্টা। 'অসুবিধে নেই। আমাদের কাজ চললেই হলো। আপনি যান। কালি তৈরি করে ফেলুন। আঁকবেন কী দিয়ে, সুঁই-টুই কিছু আছে?'

'বড় দেখে একটা মাছ ধরে নেব,' বলল বিল। 'আশা করি ওটার কাঁটা দিয়েই কাজ সারা যাবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা হলে তো ভালই। যান আপনি, দেরি করবেন না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল বিল, চলে গেল খাঁড়ির দিকে।

'ব্যাপার কী?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল থ্যাবড়ামুখো জনি। 'হঠাৎ উল্কি নিয়ে ব্যস্ত হলেন কেন? কে উল্কি করাবে?'

'আশা করছি আপনিই ওতে রাজি হবেন,' হাসল অগাস্টা।

'আমি!' জনি অবাক হলো। 'তার মানে?'

পরিকল্পনাটা ব্যাখ্যা করল অগাস্টা। শেষে যোগ করল, 'এর জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া হবে আপনাকে। আমি মি. মিসনের ভাইপোকে বলে আপনার জন্য মোটাসোটা একটা অঙ্কের টাকার ব্যবস্থা করে দেব।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল জনি; তারপরই খেপে গেল। রাগী গলায় বলল, 'ভেবেছেন কী আপনি? টাকার লোভে চিরদিনের জন্য নিজের শরীরে অমন একটা জিনিস বয়ে বেড়াব? তাও কিনা ওই মিসন নামের হতচ্ছাড়াটার জন্য? অসম্ভব! কোথাকার কে দুই মিলিয়ন পাউণ্ডের মালিক হবে, তাতে আমার কী? এমনিতেও এই দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যাওয়া হচ্ছে না আমাদের, এখানেই মরণ লেখা আছে সবার। খামোকা ওই উইল নিজের পিঠে লিখিয়ে লাভ কী?'

'যদি উদ্ধার পাই, তা হলে প্রচুর টাকা পাবেন আপনি...' বলতে চাইল অগাস্টা।

'দুঃখিত, মিস স্মিদার্স। অলীক স্বপ্নের জন্য নিজের শরীরের এমন অবমাননা আমি করতে পারব না। তা ছাড়া মিসন লোকটাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না। তার জন্য কিছু করতে রাজি নই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অগাস্টা। বুঝতে পারছে, গোঁয়ার এই নাবিককে রাজি করানো যাবে না। তাই বলল, 'বেশ, আমি তা হলে আপনাকে জোর করব না। কিন্তু অন্য কেউ যদি উল্কিতে রাজি হয়, আপনি ওই উইলের সাক্ষী হতে আপত্তি করবেন না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তো?'

'মিসনের উপকার হয়, এমন যে-কোনও কাজে আমার আপত্তি আছে,' সোজা-সাপটা গলায় বলল জনি। 'তবে আপনার অনুরোধ আমি ফেলতে পারব না। আপনি যদি চান, তা হলে সাক্ষী হব আমি... কথা দিলাম।'

'ধন্যবাদ।' বলে মি. মিসনের কাছে ফিরে চলল অগাস্টা।

পথে দেখা হলো বিলের সঙ্গে। পিচ্ছিল শরীরের একটা বড়সড় মাছ নিয়ে আসছে সে। অগাস্টাকে বলল, 'কপাল ভাল বলতে হবে, পানির কাছে যেতে না যেতে এটাকে পেয়ে গেলাম। গান-পাউডার আর ব্যবহার করতে হবে না।'

'কেন? কী এটা?' জানতে চাইল অগাস্টা।

'কাটল্‌ফিশ,' বলল বিল। 'মুখের ভিতরে এক ধরনের থলি আছে এর, শত্রু আক্রমণ করলে ওটা থেকে কালি ছড়িয়ে পানি ঘোলা করে দেয়। খুবই কাজের জিনিস। ওটা দিয়েই উল্কি আঁকা যাবে। কিন্তু কার গায়ে আঁকব?'

'বুঝতে পারছি না,' অগাস্টা মাথা নাড়ল। 'মি. জনিকে অনুরোধ করেছিলাম, উনি রাজি হলেন না। আসুন, দেখি মি. মিসন কী বলেন।'

প্রকাশকের কাছে গেল ওরা। জনির অসম্মতির কথা জানানো হলো তাঁকে। শুনে চোখে বিষাদ ঘনাল তাঁর চোখে। বললেন, 'তা হলে কি কোনোই উপায় নেই?'

'আমি তো দেখতে পাচ্ছি না,' অগাস্টা কাঁধ ঝাঁকাল। 'বুদ্ধিটা ভাল, কিন্তু উল্কি করার মানুষ না পেলে কিছুই করার নেই।'

'আমার গায়েই করুন না কেন?' বললেন মি. মিসন। 'উইলটা আমার, ওটা আমার শরীরে থাকাটাই ভাল।'

'আপনার শরীরে!' অগাস্টা প্রতিবাদ করল। 'তাতে লাভটা কী? যদি মরে-টরে যান আপনি, তা হলে তো উইলটাও আপনার

www.BanglaBook.org

সঙ্গে চলে যাবে কবরে!'

'এক কাজ করতে পারেন, উল্কি করা চামড়াটা নাহয় কেটে রাখবেন তখন!'

ভয়াবহ প্রস্তাবটা শুনে মুখে হাত দিল অগাস্টা।

'এক মিনিট, সার,' বলে উঠল বিল। 'আপনার চামড়া কেটে কোনও লাভ হবে না আমাদের। ওটা পচে যাবে। পচন ঠেকানোর জন্য লবণ দরকার, কড়া রোদ দরকার... সেসবের কিছুই নেই এই হতচ্ছাড়া দ্বীপে।'

'তা হলে?' আবার বিমর্ষ হয়ে পড়লেন মি. মিসন।

ডিকের দিকে তাকাল বিল। 'এই বাচ্চাটার গায়ে করা যেতে পারে। টান টান চামড়া, কাজটা সহজ হবে আমার জন্য। তবে দুটো সমস্যা আছে—উল্কি আঁকার সময় বেশ ব্যথা পাবে ও, কান্নাকাটি করতে পারে... শান্ত রাখা সহজ হবে না।'

'দ্বিতীয় সমস্যা?'

'কাটল্‌ফিশের কালিকে চিরস্থায়ী বলা যায়। মরার আগ পর্যন্ত ওর শরীরে উইলটা থেকে যাবে।'

'অসম্ভব!' বলে উঠল অগাস্টা, ডিককে টেনে নিল কোলের ভিতরে। 'কিছুতেই আমি ওর গায়ে একটা দাগ পড়তে দেব না।'

'তা হলে তো উল্কি করার মত আর কেউ রইল না, মিস স্মিদার্স,' বলল বিল। 'মি. মিসনের সয়-সম্পত্তি লুটেপুটে খাবে ওঁর পার্টনাররা।'

'না, আছে আরেকজন—আমি! আমার গায়েই উল্কি করুন আপনি।'

'আপনি!' চমকে উঠল বিল, সঙ্গে মি. মিসনও। ভাবাই যায় না, সুন্দরী-তরুণী একটা মেয়ে নিজের শরীরে এমন দাগ বয়ে বেড়াতে রাজি হবে!

'হ্যাঁ, আমি,' দৃঢ়স্বরে বলল অগাস্টা। 'মি. মিসনের ভাইপোর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছে আমি ঋণী হয়ে আছি। আমার কারণেই ওঁর এই দুর্দশা। কাজেই ওঁকে সাহায্য করাটা আমার দায়িত্ব!'

অবাক চোখে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন মি. মিসন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব, জানি না, মিস স্মিদার্স। আমাকে কৃতজ্ঞতার শেকলে বেঁধে ফেলছেন আপনি...'

'থাক, ওভাবে বলতে হবে না,' বাধা দিল অগাস্টা। 'স্রেফ আবেগের বশে নিইনি সিদ্ধান্তটা। মাথাও খাটিয়েছি। ডিকের পর আমার বয়সই সবচেয়ে কম, সুস্থও আছি আপনাদের সবার চেয়ে। এখানে খাবার-দাবারের অভাব নেই, উদ্ধার পেতে যত দেরিই হোক, টিকে থাকতে পারব বলে আশা করছি। তাই উইলটা আমার শরীরে থাকাটাই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত।'

'বেশ, আমি আর আপত্তি করব না,' বললেন মি. মিসন। 'মি. বিল, কাজ শুরু করে দিন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, উইলটা করে ফেলতে চাই। খুব খারাপ লাগছে, মনে হচ্ছে না আজ রাত পর্যন্ত টিকব। যদি উইলটা করে যেতে পারি, তা হলে অন্তত শান্তিতে চোখ মুদতে পারব।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দশ

মি. মিসনের মৃত্যু

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল। তারপর বিলের দিকে ফিরল

www.BanglaBook.org

অগাস্টা। বলল, 'আমি ভাবছি, উল্কিটা ঘাড়ের উপর করব।'

'হুম, সেটাই ভাল হবে।' বিল মাথা ঝাঁকাল। 'যখন দরকার থাকবে না, তখন ওটা কাপড়ের তলায় ঢেকে রাখতে পারবেন। ছবি-টবি হলে নাহয় হাতে করা যেত। কিচ্ছু ভাববেন না, মিস। কাজটা ভালমত করব, কেউ ভবিষ্যতে এই বিল জোনসের উল্কি নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে পারবে না।'

'ঠিক আছে,' বলল অগাস্টা। 'আমি তা হলে তৈরি হয়ে আসছি।'

কুঁড়েতে ঢুকে বাড়তি কাপড়চোপড় খুলে ফেলল ও। গায়ে রইল শুধু ফ্লানেলের তৈরি রাতের পোশাকটা। ওটাও নামিয়ে ফেলল বুকের উপর পর্যন্ত, উন্মুক্ত করল দুই কাঁধ... যেন সান্ধ্য পোশাক পরেছে। লজ্জাবোধে আক্রান্ত হলো, এতটা খোলামেলা হয়ে আগে কখনও সামনে যায়নি কারও। তা ছাড়া দাগহীন কাঁধদুটোয় যা করা হবে, সেটার কথাও ভুলতে পারছে না। পিছিয়ে যাবার পরামর্শ দিল মনের যুক্তিবাদী অংশটা, ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে মানা করে দেয় মি. মিসনকে।

কিন্তু ইউস্টেসের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই আশ্চর্য এক শক্তি অনুভব করল অগাস্টা। মন থেকে দূর হয়ে গেল দ্বিধাদ্বন্দ্ব। কী আর হবে? নাহয় সারাজীবনের জন্য একটা বিকৃতির শিকার হবে ও, কেউ আর ওকে কাছে টেনে নেবে না... তাতে অসুবিধে কী? এমনিতেও ইউস্টেস ছাড়া আর কারও কথা ভাবতে পারছে না ও, অন্য কেউ ওকে কাছে টানতে চাইলেও রাজি হতো না... টমবিকে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে, ঠিক সেভাবে ফিরিয়ে দিত। নিজের ব্যর্থ জীবনটা যদি ভালবাসার মানুষের কাজে লাগে, তাতে ক্ষতি কী? হ্যাঁ, ইউস্টেসকে ভালবাসে ও। আজ সেটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

মনকে শক্ত করে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল ও। ততক্ষণে

www.BanglaBook.org

কাটলফিশের কালির থলেটা বের করে নিয়েছে বিল, মাছটার একটা কাঁটাও বাছাই করে রেখেছে। পাথরে ঘষে একটা কাঠিও চোখা করে নিয়েছে বাড়তি সরঞ্জাম হিসেবে।

চ্যাপ্টা একটা পাথরের উপর বসল অগাস্টা। বলল, 'শুরু করুন, মি. বিল। আমি তৈরি।'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল নাবিক, তাতে কামনার কোনও ছাপ নেই, রয়েছে শুধু শিল্পীসুলভ নীরব স্তুতি। বলল, 'বাহ, আপনার কাঁধদুটো তো খুব সুন্দর, মিস স্মিদার্স। এত চমৎকার ক্যানভাসে আগে কখনও কাজ করিনি আমি!'

দু'চোখে পানি জমল অগাস্টার। প্রশংসাটুকুর প্রয়োজন ছিল না, ও নিজেও সচেতন নিখুঁত কাঁধদুটোর ব্যাপারে। এমনই কপাল, সারাজীবনের জন্য ওগুলো দাগে ভরে যেতে বসেছে। এমন একজনের জন্য, যে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারবে কিনা, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

'শুরু করুন,' নিজেকে সামলে বলল ও। 'দেরি করে লাভ নেই কোনও।'

'ঠিক আছে, মিস,' মাথা ঝাঁকাল বিল, তাকাল মুমূর্ষু প্রকাশকের দিকে। 'মি. মিসন, কী লিখব বলুন। যতটা সংক্ষেপে সারা যায়, ততই ভাল।'

কেশে উঠলেন মি. মিসন। বললেন, 'লিখুন—*আমি আমার সমস্ত সহায়-সম্পত্তি দান করে যাচ্ছি ইউস্টেস এইচ. মিসন-কে।* হ্যাঁ, এতেই চলবে। উপযুক্ত সাক্ষী থাকলে এই একটা লাইনই আমার ভাইপোর উত্তরাধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। অবশ্য... দুই মিলিয়ন পাউণ্ডের সম্পত্তি মাত্র এ-ক'টা শব্দ দিয়ে আগে কখনও হস্তান্তর করা হয়েছে কি না, তা আমার জানা নেই।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মাছের কাঁটা তুলে নিল বিল। এগিয়ে গিয়ে বসল অগাস্টার পিছনে। কাঁটার ডগায় কালি মাখিয়ে শুরু করল

www.BanglaBook.org

উল্কি করতে। তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল অগাস্টার চামড়ায়, নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল ও।

'নড়বেন না, মিস,' বলল বিল। 'স্থির থাকুন, একটু পরেই ব্যথাটা সয়ে যাবে।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল অগাস্টা, বন্ধ করে ফেলল চোখ। বিলের আশ্বাসবাণীটা অসার বলে প্রমাণিত হলো একটু পর। ব্যথাটা বিন্দুমাত্র কমল না, বরং বেড়ে চলল প্রতি মুহূর্তে। সেটা কমাবার জন্য চেষ্টাও করল না নাবিক। সাবজেক্টের অনুভূতির চাইতে নিজের শিল্পের গুরুত্ব তার কাছে অনেক বেশি। মাছের কাঁটা আর চোখা কাঠিটা দিয়ে একমনে কাটল্‌ফিশের কালি ঢোকাতে থাকল সে তরুণী লেখিকার কাঁধের চামড়ায়, অন্যদিকে ব্যথায় প্রায় জ্ঞান হারানোর দশা হলো অগাস্টার।

টানা তিন ঘণ্টা পর শেষ হলো কাজটা। এক হিসেবে সেটা বেশ দ্রুতই বলা চলে, উল্কি আঁকতে প্রচুর সময় লাগে। অগাস্টার কাঁধের চামড়ায় মাঝারি আকারের অক্ষরে লেখা হয়ে গেল উইলটা। বাকি শুধু স্বাক্ষর করা।

এতক্ষণে বোধহয় মায়া জাগল বিলের মনে অগাস্টার চেহারা দেখে। জিজ্ঞেস করল, বাকি কাজটুকুর জন্য পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কি না। কিন্তু মাথা নাড়ল অগাস্টা, রাতের ভিতর অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে—মি. মিসন মারা যেতে পারেন, জনিও নিজের মত পাল্টে ফেলতে পারে। তারচেয়ে... কষ্ট হলেও... কাজটা এখুনি শেষ করা ভাল। আরও ঘণ্টাদুয়েক সূর্যের আলো থাকবে, কাজ সারার জন্য তা যথেষ্ট।

উইল করার নিয়মকানুন সম্পর্কে মোটামুটি জানেন মি. মিসন—উইলকারী এবং সাক্ষীদেরকে পরস্পরের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করতে হয়। অসুস্থ উইলকারী তাঁর স্বাক্ষরের জন্য অন্য কারও সাহায্যও নিতে পারেন। কাজেই বিলের সাহায্য নিলেন

www.BanglaBook.org

তিনি, নাবিক তাঁর হাত ধরে থাকল, কাঁপা কাঁপা হাতে অগাস্টার পিঠে উল্কির সাহায্যে সংক্ষেপে নিজের নাম লিখলেন তিনি—*জে. মিসন।* তবে উল্কির ব্যাপারে অভ্যস্ত নন তিনি, একবার ভুল করে এত জোরে চাপ দিয়ে ফেললেন যে, মাছের কাঁটাটা ঘ্যাঁচ করে ঢুকে গেল অগাস্টার মাংসে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ও। তাড়াতাড়ি ক্ষমা চাইলেন তিনি। তারপর ওর কাঁধে হাত রেখে সাক্ষীদের শোনালেন, সজ্ঞানে এবং সচেতনভাবে এই উইল করছেন তিনি। আইনি আনুষ্ঠনিকতা পূর্ণ হলো তাতে।

ইতোমধ্যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে জনি। অনেকক্ষণ থেকেই চুপচাপ দেখছিল কাণ্ডকারখানা। তাকে ডাকল বিল, স্বাক্ষর করতে বলল। উল্কি করতে জানে না থ্যাবড়ামুখো নাবিকটি, কাজেই তাকেও সাহায্য নিতে হলো বিলের। সবশেষে শিল্পী নিজে তার নাম লিখল। কাজটা শেষ হতে না হতেই নেমে এল সন্ধ্যা, তারিখটা বসানোর আর সময় পাওয়া গেল না।

অবশেষে... প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর চ্যাপ্টা পাথরটা থেকে উঠে দাঁড়াল অগাস্টা। টলমল পায়ে গিয়ে ঢুকল নিজের কুঁড়েতে। মেঝেতে নৌকার পালের একটা টুকরো বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। আরও আগেই জ্ঞান হারানোর কথা ছিল ওর, স্রেফ মনের জোরে চেতনা ধরে রেখেছিল, কিন্তু এবার আর পারল না, অচেতন হয়ে গেল ও।

ঘণ্টাখানেক পর সামান্য সময়ের জন্য জাগল অগাস্টা, লক্ষ করল—ছোট্ট ডিক পাশে এসে শুয়েছে, গুটিসুটি হয়ে আছে। বাচ্চাটার শরীরে ভালমত কম্বল জড়াল ও, তারপর চোখ মুদল।

সারারাত মড়ার মত ঘুমাল অগাস্টা, শেষ পর্যন্ত যখন জাগল, তখন সকাল হয়ে গেছে। উঠে বসতেই টের পেল, পিঠ আর কাঁধ টনটন করছে ব্যথায়। আবছা আলোয় মি. মিসনকেও দেখতে পেল, কুঁড়ের আরেক প্রান্তে শুয়ে ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাবধানে ডিককে জাগাল অগাস্টা, ঝর্ণার কাছে গিয়ে দুজনেই হাত-মুখ ধুয়ে নিল, প্রাতঃকৃত্য সারল।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, ঈশান কোণে মেঘের ঘনঘটা, যে-কোনও মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। তাড়াতাড়ি ডিককে নিয়ে কুঁড়েতে ফিরল অগাস্টা, বিস্কুট আর ডিম দিয়ে নাশতা সারল। খাওয়াদাওয়ার পর একটু শক্তি পেল ও, এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করল মি. মিসনকে।

এক রাতে প্রকাশকের শরীরের অনেক অবনতি ঘটেছে। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। প্রলাপ বকছেন বিড়বিড় করে। তাঁকে খাওয়াবার চেষ্টা করল অগাস্টা, কিন্তু সামান্য পানি ছাড়া আর কিছুই গিলতে পারলেন না ভদ্রলোক। যদ্দূর পারে শুশ্রূষা করল ও, তারপর বেরিয়ে পড়ল দুই নাবিকের খোঁজে। পতাকার দিক থেকে ফিরতে দেখা গেল ওদের, মাতাল। সারারাত মদ গিলেছে নিঃসন্দেহে। পা ফেলছে এলোমেলোভাবে।

'এ কী অবস্থা আপনাদের?' বিরক্ত গলায় বলল অগাস্টা। 'এভাবে মদ খায় কেউ?'

'কেন, মিস?' জড়ানো গলায় বলল জনি। 'তাতে অসুবিধে কী?'

'আপনাদের সজ্ঞান অবস্থায় দরকার আমাদের, মাতাল অবস্থায় নয়,' বিদ্রূপের সুরে বলল অগাস্টা। 'এখন যান, কিছু ডিম জোগাড় করে নিয়ে আসুন। আমাদের খাবার প্রায় শেষ।'

'পারব না!' খেপাটে গলায় বলল জনি। 'ডিম খেতে চাইলে নিজেই জোগাড় করে আনুন!'

অগাস্টা বুঝল, ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। তাই তাকাল বিলের দিকে। 'মি. বিল, আপনি যাবেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল বিল, উল্টো ঘুরে চলে গেল। ঘণ্টাখানেক পর কোটের মধ্যে বেঁধে ছ'সাত ডজন ডিম নিয়ে ফিরে এল। তখন

www.BanglaBook.org

বৃষ্টি নেমেছে, আর ডককে পাশে বসিয়ে অগাস্টা ব্যস্ত রয়েছে মি. মিসনের সেবাযত্নে।

রীতিমত অসহায় বোধ করছে বেচারি। বাইরের বৃষ্টি ছাদের ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়ছে ওদের ভাঙাচোরা কুঁড়েঘরে। তার হাত থেকে মি. মিসনকে বাঁচাতে বৃথাই চেষ্টা করে যাচ্ছে। বৃষ্টির পানি গায়ে লাগতে দিচ্ছে না বটে, কিন্তু ভেজা মেঝের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই ওর। আস্তে আস্তে ভিজে উঠছে অসুস্থ মানুষটির পোশাক, তাকে শুকনো রাখা যাচ্ছে না। পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে।

ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছেন মি. মিসন। মনে পড়ে যাচ্ছে অতীতের কথা, নিজের ভুলভ্রান্তি আর অন্যায়ের কথা। অনুশোচনায় ভুগতে শুরু করেছেন তিনি। কিন্তু তার বেশি কিছু করবার সাধ্য নেই। লাখ লাখ পাউণ্ড কামিয়েছেন তিনি, ওসব যে কতটা মূল্যহীন ছিল, তা টের পেতে শুরু করেছেন একটু একটু করে।

'আমি মারা যাচ্ছি!' গুঙিয়ে উঠে বললেন মি. মিসন। 'মরছি নিজেরই দোষে! খুব... খুব খারাপ একটা মানুষ আমি। ঈশ্বর সে-কারণেই এমন জঘন্য মৃত্যু উপহার দিচ্ছেন আমাকে। প্রকাশনার ব্যবসা...'

'প্লিজ, শান্ত হোন,' অনুনয় করল অগাস্টা। 'খারাপ কী-ই বা এমন করেছেন আপনি? বইয়ের ব্যবসা করেছেন, খুন-খারাপির তো আর নয়!'

'হাহ্!' ম্লান একটা হাসি ফুটল মি. মিসনের ঠোঁটে। 'আমার প্রকাশনীর ব্যাপারে কিছুই জানেন না আপনি, মিস স্মিদার্স। তাই অমন কথা বলছেন।'

'জানি, মি. মিসন। আপনার প্রকাশনীর অন্ধকার দিকটা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনার ব্যাপারটা? ওটা তো কিছুই ছিল না, মিস স্মিদার্স। *মিসন'স*-এ আদপে যা ঘটে, যেভাবে ব্যবসা করি আমরা... সেটা শুনলে আপনার দুর্ভাগ্যটাকে স্রেফ হাস্যকর একটা রসিকতা বলে মনে হবে।'

'মানে!' ভুরু কোঁচকাল অগাস্টা।

'শুনবেন? ঠিক আছে, তা হলে বলছি আপনাকে।'

বাধা দিল অগাস্টা। 'কিছুই বলতে হবে না আপনার, মি. মিসন। শরীরের যে-অবস্থা, তাতে এখন চুপচাপ শুয়ে থাকলেই ভাল করবেন।'

'না,' জোর দিয়ে বললেন মিসন। কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসলেন। 'আমাকে বলতেই হবে। মরার আগে মানুষ পাদ্রীর কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে না? এখানে তো পাদ্রী নেই। আপনিই শুনুন আমার কথা।'

বলতে শুরু করলেন তিনি তাঁর প্রকাশনীর কাণ্ডকারখানার কাহিনি। শুনতে শুনতে গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল অগাস্টার। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে পারল না ও, প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'থামুন! থামুন আপনি! এসব আমি আর শুনতে চাই না!'

জোরে জোরে শ্বাস ফেললেন মি. মিসন। 'বেশ, না চাইলে আর বলব না। তবে যতটুকু বলেছি, তাতেই মনটা অনেক হালকা হয়ে গেছে। বুকের উপর যেন একটা পাথর চেপে বসে ছিল, মিস স্মিদার্স, আপনাকে কথাগুলো বলতে পেরে শান্তি পাচ্ছি।'

নীরবতা নেমে এল ঘরের ভিতর।

হঠাৎ আতঙ্কিত গলায় চেঁচালেন মি. মিসন। 'চলে যাও! চলে যাও এখান থেকে!!'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ঘরের ভিতর নজর বোলাল অগাস্টা। ওরা ছাড়া কেউ নেই ওখানে। 'কাকে চলে যেতে বলছেন আপনি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কেন, দেখতে পাচ্ছেন না?' ভয়ার্ত গলায় বললেন মি. মিসন। 'ওই যে, কালো পোশাক পরা লম্বা মানুষটা... হাতে একটা বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! আরে, আমি তো ওকে চিনি! *নাম্বার টুয়েন্টি ফাইভ* বলে ডাকতাম ওকে... পঁচিশ বছর আগে মারা গেছে!'

'কী বলছেন এসব?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল অগাস্টা। '*নাম্বার টুয়েন্টি ফাইভ*-টা আবার কে?'

ওর দিকে তাকালেন মি. মিসন। 'ডাক্তার ছিল, একটা মিথ্যে মামলায় ফেঁসে লাইসেন্স চলে গিয়েছিল ওর। উপায়ান্তর না থাকায় আমার কাছে এসে সম্পাদকের চাকরি নেয়। তিনশো পাউণ্ডের বিনিময়ে *মেডিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া*-র বারোটা ভলিউম সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছিলাম ওকে, কথা ছিল—কাজ শেষ করার পর টাকা পাবে। এগারো নম্বর ভলিউমে গিয়ে পাগল হয়ে গেল বেচারা, মারা গেল। বলা বাহুল্য, ওর বিধবা স্ত্রী-কে একটা পয়সাও দিইনি আমি। সেজন্যই খেপেছে ও, আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। ওই শুনুন, কথা বলছে! ওপারের জগতে আমাকে নাকি লেখক হতে হবে, আর ও হবে প্রকাশক! নামমাত্র পারিশ্রমিকে অনন্তকাল ওর হয়ে বই লিখতে হবে আমাকে! হায় ঈশ্বর! এ কী, ও তো দেখছি একা নয়। আরও অনেকে আছে... সবাই ছুটে আসছে আমাকে ধরতে। বাঁচান, মিস স্মিদার্স, ওদের হাত থেকে আমাকে বাঁচান!!'

পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলেন মি. মিসন, যেন ঠেকাতে চাইছেন অদৃশ্য হামলাকারীর আক্রমণ। কিছুতেই তাঁকে শান্ত করতে পারল না অগাস্টা। কয়েক মিনিট পর নিজ থেকেই শান্ত হয়ে গেলেন তিনি... চিরদিনের মত। নেতিয়ে পড়লেন, চিরতরে স্থির হয়ে গেলেন।

মৃতদেহটার পাশে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল অগাস্টা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খারাপ লাগছে, কী করবে বুঝতে পারছে না। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে। ডিকের ডাকে সংবিৎ ফিরল ওর।

'আণ্টি! আণ্টি!! আঙ্কেল ওভাবে চেঁচালেন কেন?'

অবুঝ শিশুটির দিকে ফিরে হালকা একটু হাসি ফোটাল অগাস্টা, অভয় দিল। তারপর ওকে নিয়ে বেরিয়ে এল কুঁড়ে থেকে। দুই নাবিককে খবরটা জানানো দরকার।

বড় কুঁড়েঘরে পাওয়া গেল বিল আর জনিকে, লাইফবোটের লকারে এক বাণ্ডিল তাস পেয়েছে ওরা, মেঝেতে বসে জুয়া খেলছে। টাকা-পয়সা নেই, তার বদলে আছে রাম-ভর্তি পিপে। সেই মদ-ই বাজি ধরছে ওরা।

'আমার দান... আমার দান!' অগাস্টা ঢুকতেই চেঁচিয়ে উঠল জনি, ওকে দেখেও দেখল না। 'এর আগে সাত দান দিয়েছ তুমি, বিল। আমি দিয়েছি ছ'বার। কাজেই আমার পালা!'

বিরক্ত হয়ে একটা শব্দ করল বিল।

ওদের খেলায় বাধা দিয়ে অগাস্টা বলল, 'শোনো, মি. মিসন মারা গেছেন।'

'তাই নাকি?' লাল লাল চোখে ওর দিকে তাকাল জনি। 'ভালই হয়েছে। ব্যাটা একটা অকর্মার ধাড়ি ছিল। আমাদের কোনও কাজে আসছিল না ও।'

'মৃত মানুষকে নিয়ে রাজে কথা বলতে হয় না, জনি!' কথাটা ভারিক্কি হলেও বিলের গলায় টিটকিরির সুর ফুটল।

'ঠিক বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল জনি। ঢেকুর তুলল। 'তা হলে ভাল কিছুই বলি।' পাশ থেকে একটা ঝাঁপা শামুক তুলে নিল, ওটাকেই মদের গ্লাস হিসেবে ব্যবহার করছে। 'পান করছি মি. মিসনের সুস্বাস্থ্যের জন্য।'

'মরা মানুষের সুস্বাস্থ্য কামনা করে লাভ কী?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল বিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বেঁচে থাকতে তো করিনি,' মাতালের ভঙ্গিতে হাসল জনি। 'এখন সেটার শোধবোধ করে দিচ্ছি আর কী!'

হেসে উঠল বিল। 'তা হলে আমাকেও দাও। আমিও ওর সুস্বাস্থ্যের উদ্দেশে পান করতে চাই।'

অগাস্টা বুঝল, ওদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। তাই ফিরে এল নিজের কুঁড়েতে। নৌকার পালের একটা অংশ দিয়ে ঢেকে দিল লাশটা। ডিককে বলল, মি. মিসন ওদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন অনেক দূরে। দুজনে মিলে প্রার্থনা করল ওরা সদ্যপ্রয়াত মানুষটার আত্মার শান্তির জন্য। তারপর শুয়ে পড়ল ভারী মন নিয়ে।

কয়েক ঘণ্টা পর আচমকা জেগে উঠল অগাস্টা। বৃষ্টি থেমে গেছে, অঝোর বর্ষণের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না আর, তার পরিবর্তে কানে ভেসে আসছে দুই নাবিকের হল্লা। পাঁড়-মাতাল হয়ে গেছে ওরা, হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে—কর্কশ, বেসুরো গান! কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে সৈকতে হাঁটছে ওরা।

বেশ কিছুক্ষণ শোনা গেল ওদের বিচ্ছিরি গান, তারপর ধীরে ধীরে কমে এল আওয়াজ। অগাস্টা আন্দাজ করল, পানির দিকে যাচ্ছে ওরা। অনুমানটা সত্যি বলে প্রমাণিত হলো পানিতে ঝপাস ঝপাস শব্দ হওয়ায়, চেঁচামেচি আর গানও থেমে গেল একই সঙ্গে।

'মাতালের দল!' বিড়বিড় করল অগাস্টা। 'নিশ্চয়ই রাতদুপুরে গোসল করার শখ জেগেছে।'

ওদেরকে নিয়ে আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করল না ও। পাশ ফিরে ভাল করে জড়িয়ে ধরল ডিককে। চোখ মুদল আবার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগারো

উদ্ধার

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল অগাস্টার, পুবের আকাশে তখন সবে সূর্যের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ডিককে না জাগিয়ে সাবধানে উঠে বসল ও, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আগের রাতের কথা। খবর কী দুই নাবিকের? রাতের বেলা পানিতে ভিজে অসুখ বাধিয়ে বসেনি তো!

খোঁজ নিতে বড় কুঁড়েতে গেল অগাস্টা। ভিতরটা খালি, কেউ নেই। মেঝেতে পড়ে আছে শুধু ফাঁপা শামুকটা, যেটা দিয়ে দুই নাবিক মদ খায়। কিন্তু ওরা গায়েব! গেল কোথায়?

কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে সৈকতে তল্লাশি চালাল ও। পানির কিনারায় এক নাবিকের টুপি পাওয়া গেল। বালিতে পায়ের ছাপ দেখে বোঝা গেল, এখান দিয়েই পানিতে নেমেছিল ওরা, কিন্তু উঠে আসার কোনও চিহ্ন নেই। পুরো সৈকতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটল অগাস্টা, শেষে পৌঁছুল একটা প্রাকৃতিক পাথরসারির উপর। ওখান থেকে নীচে উঁকি দিয়েই সভয়ে চিৎকার করে উঠল ও।

চিৎকার করবার মত দৃশ্যই বটে। খাঁড়ির অগভীর স্বচ্ছ পানির তলায় ডুবে আছে দুটো নিস্পন্দ দেহ—বিল আর জনি। পরস্পরকে জাপটে ধরে আছে ওরা, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে পানির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নীচে। কীভাবে ওরা এই দুর্ভাগ্যের শিকার হলো, তা জানার উপায় নেই। মাতাল অবস্থায় ঝগড়া বাধিয়ে হয়তো মরণ ডেকে এনেছে, কিংবা নেশার ঘোরে সাঁতার কাটতে গিয়েও পথ হারাতে পারে। যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, এখন ওরা মৃত। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জোয়ারের পানি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে প্রাণহীন দেহদুটোকে। পিছনে... এই অভিশপ্ত দ্বীপে একাকী রয়ে যাবে অসহায় দুই তরুণী আর শিশু।

পরাজিত ভঙ্গিতে নিজের কুঁড়েঘরে ফিরে এল অগাস্টা। ডিক ততক্ষণে জেগে উঠেছে, কাঁদছে ওকে দেখতে না পেয়ে। পালের কাপড় দিয়ে ঢাকা মি. মিসনের দেহটা আতঙ্কিত করে তুলেছে ওকে। কোলে নিয়ে ছেলেটার কপালে চুমু খেল অগাস্টা, সান্ত্বনা দিল। তারপর ওকে নিয়ে গেল বড় কুঁড়েটাতে। মি. মিসনের লাশের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই ওদের। বিস্কুট আর ডিমগুলোও নিয়ে এল অগাস্টা, হাতমুখ ধুয়ে নাশতা সারল। তারপর ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করল থাকার নতুন জায়গাটা। মদের পিপেটা ইতোমধ্যে অনেকখানি খালি হয়ে গেছে। গড়িয়ে ওটাকে ঘরের এককোণে নিয়ে যেতে অসুবিধে হলো না।

কপাল ভাল, আজ সকালে বৃষ্টি হচ্ছে না। তাই ঘণ্টাখানেক পর ডিককে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অগাস্টা পাখির ডিম খুঁজতে। কাজটা খুব জরুরি নয়, আগের রাতে বিল যেগুলো এনে দিয়েছে, তা দিয়ে বেশ কিছুদিন চলে যাবে ওদের দুজনের; তারপরও একটা কিছুতে নিজেদের ব্যস্ত করে রাখা আর কী!

কিছুটা সময় ঘুরে বেড়াল দুজনে। তারপর গিয়ে উঠল সৈকতের কিনারের পাথরসারির উপরে—যেখানে পতাকাটা লাগিয়েছে দুই নাবিক। ওখানে উঠে বসে পড়ল দুজনে, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দূরের সাগরের দিকে। সোনা-রঙা রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে উত্তাল তরঙ্গমালার বুকে।

www.BanglaBook.org

'আচ্ছা আন্টি, আম্মু কবে আসবে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ডিক। 'কবে নিয়ে যাবে আমাকে এখান থেকে?'

জবাব দিতে পারল না অগাস্টা, দু'চোখ বেয়ে পানি নেমে এল ওর। জড়িয়ে ধরল ডিককে।

একটু পর আবার সৈকতে নামল ওরা, বালির মাঝ থেকে খুঁজে বের করল পাখির ডিম। কাজটাতে খুব মজা পেল ছোট্ট ডিক। শিশুসুলভ চঞ্চলতায় মেতে উঠল, ওর দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্য অগাস্টাও ভুলে গেল নিজের দুর্ভাগ্যের কথা। দু'হাত ভরে ডিম সংগ্রহ করল ওরা, তারপর ফিরে এল কুঁড়েঘরে। আগুন জ্বালল অগাস্টা, জ্বলন্ত অঙ্গারে রোস্ট করে নিল বেশ কিছু ডিম। সেগুলো দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারল।

সারাটা দিন কীভাবে যেন কেটে গেল। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল রাতের আঁধার। ডিককে আর জাগতে দিল না অগাস্টা, শুইয়ে গল্প বলতে শুরু করল, একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল শিশুটি। ওর দিকে তাকিয়ে স্বস্তি অনুভব করল তরুণী লেখিকা, দ্বীপের এই বিরূপ পরিবেশের সঙ্গে সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে ছেলেটি। অসুখে পড়ছে না, ওকে খুব একটা যন্ত্রণাও দিচ্ছে না—নইলে দুর্ভোগ কয়েক গুণ বেড়ে যেত।

ডিক ঘুমিয়ে গেল, কিন্তু ঘুমাতে পারল না অগাস্টা। অন্ধকারে শুয়ে চুপচাপ শুনতে থাকল ও বাইরের বাতাসের গজরানি। একাকীত্ব ছেঁকে ধরল ওকে, সেই সঙ্গে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা। ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়ল। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। অভিশপ্ত জায়গাটায় থামে না কোনও জাহাজ; কাছাকাছি এলেও লাভ নেই, জানতেই পারবে না এখানে আটকে থাকা দুই মানবসন্তানের কথা। ছোট্ট কুঁড়েটা দেখতে পাবে না কেউ।

এর মানে এখানেই মরতে হবে ওকে আর ডিককে। ডিম

www.BanglaBook.org

খেয়ে আর কতদিন কাটানো সম্ভব? এক সময় ওরা ঠিকই অসুস্থ হয়ে পড়বে, পুষ্টির অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, বাচ্চাটা যেন আগে মারা যায়। নইলে ছোট্ট শিশুটি ওকে ছাড়া একদম একা হয়ে যাবে, মরবে চরম আতঙ্ক আর সীমাহীন কষ্ট নিয়ে।

হঠাৎ অগাস্টার মনে পড়ল, আগামীকাল ক্রিসমাস। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক দিয়ে। গত ক্রিসমাসের কথা মনে পড়ল—ছোট বোনসহ ওটা কেটেছিল বার্মিংহামে। সকালে গির্জায় গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল *জেমিমা'স ভাউ*-এর পাণ্ডুলিপির শেষ সংশোধন নিয়ে। তখন ভাবতে পারেনি, সেদিনের চেয়েও কষ্টের কোনও ক্রিসমাস আসতে পারে জীবনে। কিন্তু নিয়তি দেখিয়ে দিয়েছে, মানুষের দুর্দশার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। আশার ব্যাপার একটাই—এটাই সম্ভবত জীবনের শেষ ক্রিসমাস হতে চলেছে। পরের বছর আর এই পৃথিবীতে থাকবে না ও, স্বর্গে গিয়ে জিনির সঙ্গেই পালন করবে উৎসব। মানে... যদি স্বর্গে যেতে পারে আর কী!

উঠে পড়ল অগাস্টা। হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতে শুরু করল। না, নিজের জন্য নয়। ডিক হোমহার্স্টের জন্য। মরতে আপত্তি নেই ওর, কিন্তু অবুঝ শিশুটির জন্যই যত ভয়। ওর তো মরার সময় হয়নি! কায়মনোবাক্যে আবেদন জানাল ঈশ্বরের কাছে—ওর যা হয় হোক, কিন্তু তিনি যেন ডিককে এই জান্তব নরক থেকে উদ্ধার করেন... ফিরিয়ে দেন ওর মায়ের কোলে।

সারাটা রাত ওভাবেই কাটাল অগাস্টা। ঘুমাল ভোর হবার মাত্র দু'ঘণ্টা আগে। যখন জেগে উঠল, তখন বেলা চড়ে গেছে। চোখ খুলতেই ডিককে দেখতে পেল, ওর পাশে বসে ফাঁপা শামুকটা নিয়ে খেলছে। লক্ষ্মী ছেলে, জেগেছে অনেক আগেই,

www.BanglaBook.org

কিন্তু আণ্টিকে জাগায়নি। নিজের মনে ব্যস্ত। আদর করে ওর মাথায় হাত বোলাল অগাস্টা, লক্ষ করল—আজও বৃষ্টি পড়ছে না। গতকালের চেয়ে আবহাওয়া অনেক ভাল, বাইরে কড়া রোদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তাই ডিককে বাইরে যেতে বলল। খোলা জায়গাতেই খেলুক বাচ্চাটা।

ডিক বেরিয়ে গেলে উঠে পড়ল অগাস্টা। জামা খুলে ময়লা ঝাড়ল, তারপর আবার চড়াল গায়ে। হাতমুখ ধুতে যাবার কথা ভাবছিল, এমন সময় বাইরে থেকে ভেসে এল ছোট্ট ছেলেটার উত্তেজিত চিৎকার।

'আণ্টি! আণ্টি!! দেখো, কত্তো বড় একটা জাহাজ আসছে এদিকে। নিশ্চয়ই আব্বু আর আম্মু ওটাতে নিতে আসছে আমাকে!'

চমকে উঠল অগাস্টা। বলছে কী ডিক! কল্পনা করছে না তো! পরমুহূর্তে মনে হলো—কল্পনা হবে কেন, সত্যিই কি দেখতে পারে না? দুদ্দাড় করে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল ও, তাকাল সাগরের দিকে। পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। মিথ্যে বলেনি বাচ্চা, সত্যিই একটা বিশাল জাহাজ এসে ঢুকেছে খাঁড়িটাতে। পাল নামানো, নোঙর ঝুলছে পানির কয়েক হাত উপরে। এখানেই থামতে যাচ্ছে ওটা!

আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল অগাস্টা, তারপর ডিকের হাত ধরে ছুটতে শুরু করল পাথরসারির দিকে। ওখানে উঠে পাগলের মত হাত নাড়তে শুরু করল জাহাজটার দিকে। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, এরপর একটা নৌকা নামানো হলো, বৈঠা বেয়ে কয়েকজন লোক আসতে শুরু করল ওদের দিকে।

'ওদিকে যান!' চেঁচিয়ে বলল অগাস্টা, হাত তুলে দেখাল খালটা। 'আমরা আসছি!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার ছুটতে শুরু করল দুজনে। ওরা পৌঁছুবার আগেই খালের পারে পৌঁছুল নৌকাটা। আরোহীরা নেমে পড়ল। অগাস্টা আর ডিক ওখানে যেতেই ছোট্ট দলটার নেতা মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল। শুকনো, লম্বা, মাঝবয়েসী এক লোক। চেহারায় রাজ্যের মায়া।

'জাহাজডুবি, মিস?' পরিষ্কার আমেরিকান উচ্চারণে জানতে চাইল লোকটা।

'হ্যাঁ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অগাস্টা। 'আমরা দুজন আর.এম.এস ক্যাঙ্গারু-র শেষ সার্ভাইভার। জাহাজটা সপ্তাহখানেক আগে একটা হোয়েলারের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে ডুবে গেছে।'

'হোয়েলারের সঙ্গে?' ভুরু কোঁচকাল লোকটা। 'হুম, আমার জাহাজের সঙ্গেই তা হলে সংঘর্ষ ঘটেছে ওটার! এক সপ্তাহ হলো আমিও আমার একটা হোয়েলারের খোঁজ পাচ্ছি না, তাই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। এদিকে এসে পানি ফুরিয়ে গেল, তাই থামলাম।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'যাক, খুব একটা ক্ষতি হয়নি। জাহাজটার ইনশিওরেন্স করানো ছিল, তা ছাড়া শেষবার যখন কথা বলি, তখন পর্যন্ত তেমন একটা শিকারও জোটেনি ওদের কপালে। অবশ্য তারপরও পুরো ব্যাপারটা শোনা দরকার। বলবেন, মিস?'

সংক্ষেপে নিজেদের দুর্ভাগ্যের কাহিনি খুলে বলল অগাস্টা। তারপর আমেরিকান ক্যাপ্টেনকে নিয়ে গেল মি. মিসনের লাশ, আর কুঁড়েঘরদুটো দেখাতে।

সব কিছু দেখার পর মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। ইতোমধ্যে তাঁর নাম জানতে পেরেছে অগাস্টা—টমাস। বললেন, 'বেশ, মিস। এখানে থাকার মেয়াদ ফুরিয়েছে আপনাদের। যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আপনাদের এখুনি পাঠিয়ে দিতে চাই আমার জাহাজে। ওটার নাম *হারপুন*—আমেরিকার নরফোকের জাহাজ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তেলের চালান নিয়ে যাচ্ছি আমরা, গন্ধে একটু অসুবিধে হতে পারে, তবে মনে হয় না তাতে আপনাদের আপত্তি থাকবে।' হাসলেন তিনি। 'ভাল খবরও আছে। হাওয়া বদলের জন্য আমার স্ত্রী এবারের ট্রিপে এসেছে আমার সঙ্গে। আপনার মতই ইংরেজ ও, আশা করি দুজনে ভাল সময় কাটাতে পারবেন। কী বলেন?'

'কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব...'

অগাস্টাকে বাধা দিলেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'ধন্যবাদ দিতে চাইলে ওপরঅলাকে দিন। এখানে তো থামারই কথা না আমাদের। বিশ মাইল দূরে আরেকটা দ্বীপ আছে, ওখান থেকেই পানি নেব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু আজ ভোরে কী যেন হলো, ডেকে গিয়ে চোখে দূরবীন লাগিয়ে আশপাশটা দেখতে শুরু করলাম। তখনই চোখে পড়ল আপনাদের পতাকাটা। ওটা না দেখলে কিছুতেই আসতাম না এখানে। যাক গে, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যান জাহাজে। আমরা এই মৃত ভদ্রলোককে কবর দিয়ে পরে আসছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বড় কুঁড়েটাতে ঢুকে গেল অগাস্টা। টুপি আর ওভারকোট নিয়ে ফিরে এল, কম্বলগুলো *হারপুন*-এর নাবিকরা নিয়ে আসবে। দুজন লোক দিলেন ক্যাপ্টেন, ওরা ক্যাঙ্গারু-র লাইফবোটটা পানিতে নামাল, তারপর দাঁড় বেয়ে অগাস্টা আর ডিককে নিয়ে গেল জাহাজে।

কাছাকাছি হতেই জাহাজটা ভাল করে দেখার সুযোগ মিলল। বিশাল এক স্কুনার এই *হারপুন*—প্রায় তিনশো ফুট দৈর্ঘ্য। পুরনো, তবে যত্নের ছাপ দেখা যাচ্ছে। নতুন রঙ করা হয়েছে, পালগুলোতেও ময়লা নেই বললে চলে। লাইফবোটটা কাছে যেতেই ডেকে কৌতূহলী ক্রু-দের ভিড় জমল, তার মাঝে এক মহিলাও রয়েছে। কম্প্যানিয়ন-ল্যাডার বেয়ে উপরে উঠতেই আশ্চর্য এক প্রশান্তি ভর করল অগাস্টার বুকে। তেলের গন্ধ-ভরা

www.BanglaBook.org

একটা পরিবেশও যে এত ভাল লাগতে পারে, তা কল্পনা করা যায় না।

এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলেন মিসেস টমাস—বছর ত্রিশেক বয়সের এক নরম স্বভাবের মহিলা, স্বাগত জানালেন ওদেরকে। নিজের কেবিনে নিয়ে গেলেন, এই ফাঁকে পরিচয় সারল ওরা, নিজেদের কাহিনি আরেকবার শোনাতে হলো তরুণী লেখিকাকে।

পরিচয়ের পালা শেষ হতেই গোসল করল অগাস্টা, ডিককেও করাল। গত একটা সপ্তাহের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল নিমেষে। পরিষ্কার পোশাক এনে দিলেন মিসেস টমাস, সেগুলো পরার পর আবার নিজেকে সভ্য বলে মনে হলো ওর।

অগাস্টার চুল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মিসেস টমাস। বললেন, 'বাহ, মিস স্মিদার্স! অপূর্ব চুল আপনার! গোসল করার আগে তো বোঝাই যাচ্ছিল না। আরে... কাঁধে কী হয়েছে আপনার?'

জামার গলাটা একটু সরে গিয়েছিল, সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে উল্কি। বাধ্য হয়ে মি. মিসনের উইলের গল্পটা বলতে হলো অগাস্টাকে। হাঁ হয়ে সেটা শুনলেন মিসেস টমাস। বিস্মিত হয়ে গেলেন ওর সাহস আর ত্যাগের কথা শুনে।

'হুম, ওই ইউস্টেস ছেলেটার উচিত হবে আপনাকে বিয়ে করা,' অগাস্টার কথা শেষ হতে বললেন তিনি। 'ওর জন্যেই তো নিজের এমন সর্বনাশ করলেন আপনি।'

'ধ্যাত্! কী যে বলেন!' লজ্জায় লাল হয়ে বলল অগাস্টা। 'ওসব ভেবে কাজটা করিনি আমি।'

'তারপরও একটা অধিকার জন্মে গেছে আপনার,' বললেন মিসেস টমাস। 'মানুন, কিংবা না-ই মানুন।'

আর কথা বাড়ালেন না তিনি। বাবুর্চিকে ডেকে অগাস্টা আর

www.BanglaBook.org

ডিককে নাশতা দিতে বললেন, তারপর ক্ষমা চেয়ে চলে গেলেন কেবিন থেকে। কৌতূহল সামলাতে পারলেন না, তাই একটা নৌকায় চেপে কারগুলেন দ্বীপে গেলেন তিনি। স্বামীর সঙ্গে যোগ দিলেন, প্রত্যক্ষ করলেন মি. মিসনের শেষকৃত্য।

কবর দেয়া শেষে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জাহাজের ক্রু-রা, খাবার পানি ভরতে শুরু করল একটার পর একটা পিপেতে। সেগুলো পালাক্রমে নিয়ে যাওয়া হতে থাকল হারপুনে। মিসেস টমাসও ফিরলেন। কথা বলতে গেলেন অগাস্টার সঙ্গে। কিন্তু কেবিনে ঢুকেই ঘুমন্ত অবস্থায় আবিষ্কার করলেন উদ্ধারকৃতদের।

শঙ্কা এবং বিপদ কেটে যাওয়ায় এক সপ্তাহ পর এই প্রথমবারের মত শান্তির ঘুমে আচ্ছন্ন ওরা।

বারো

ফেরা

ঘুম ভাঙতেই অগাস্টা টের পেল, দুলছে ওর বাঙ্ক। শুধু বাঙ্ক নয়, দুলছে গোটা কেবিন... এমনকী জাহাজটাও। এই দুলুনির সঙ্গে পরিচিত ও। বুঝল, নোঙর তুলে সাগরে বেরিয়ে এসেছে ওদের জাহাজ। পাশের বাঙ্কে ডিককে দেখতে পেল না, কোথায় গেছে কে জানে।

উঠে পড়ল ও। লম্বা একটা ঘুম দিতে পারায় শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়াল, তারপর বেরিয়ে এল ডেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডুবন্ত সূর্য দেখতে পেল দিগন্তে, পশ্চিমাকাশ লাল হয়ে উঠেছে। তারমানে সারাটা দিনই ঘুমিয়েছে ও। আফট ডেকের দিকে এগোল, ওখানেই দেখা মিলল ডিকের। হুইলের কাছে, মিসেস টমাসের সঙ্গে বসে আছে ছেলেটা। কাছে গিয়ে ভদ্রমহিলাকে অভিবাদন জানাল অগাস্টা।

'কেমন লাগছে এখন?' জানতে চাইলেন মিসেস টমাস

'ভাল,' বলল অগাস্টা।

'বসুন,' চেয়ার দেখিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা। 'আমরা সূর্যাস্ত দেখছি।'

বসল অগাস্টা। তাকাল সাগরের দিকে। দৃশ্যটা দেখার মতই বটে। দুরন্ত বাতাসের ধাক্কায় বিশাল বিশাল ঢেউ উঠছে, আকাশ ছোঁয়া সচল পাঁচিল যেন, একের পর এক ছুটে আসছে, চূড়ার মাথায় সাপের ফণা আকৃতির সাদা ফেনা বিস্ফোরিত হচ্ছে, জলপ্রপাতের মত নেমে আসছে আবার। চাবুকের মত আছাড় খাচ্ছে *হারপুন*-এর খোলে। অস্তায়মান সূর্যের লালচে কিরণে ছেয়ে গেছে চারপাশ। সাগরের বুকে যতই নেমে গেল লালচে গোলকটা, ততই যেন তীব্র হলো সেই আভা। একটা সময়ে মনে হলো পানি নয়, যেন রক্তের সাগরে ভাসছে ওরা। তবে সেই অবস্থাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না, একটু পরেই আঁধার গ্রাস করল পৃথিবীকে। আকাশে আবছা একটা আলো ছাড়া কিছু রইল না। জাহাজের পিছনে তাকাল অগাস্টা, দূরের পটভূমিতে কারগুলেন দ্বীপের অবয়বটা দেখতে পেল। নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল, মনে পড়ে গেল গত এক সপ্তাহের দুঃসহ কষ্টের কথা।

আঁধার জমে বসতেই দৃশ্যটা হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে। মেঘের ফাঁকে একে একে জ্বলে উঠল শত-সহস্র তারা। চাঁদোয়ায় বসানো বাতির মত জ্বলজ্বল করতে থাকল। বেড়ে গেল বাতাসের তোড়, জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠল, কট কট জাতীয় শব্দ

www.BanglaBook.org

তুলে টান টান হয়ে গেল সমস্ত দড়িদড়া। প্রথম চুম্বনের স্পর্শে ছিটকে যাওয়া কুমারীর মত লাফ দিল জাহাজ, ঢেউয়ের প্রাচীর ভেদ করে ছুটতে শুরু করল উদ্দাম বেগে।

অদ্ভুত একটা শান্তি অনুভব করল অগাস্টা, অনুভব করল রোমাঞ্চ। প্রতি মুহূর্তে দুঃস্বপ্নের দ্বীপটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে নতুন ভবিষ্যতের দিকে। কয়েক ঘণ্টা আগেও যে-জীবনটা দুরাশার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল, এখন সে-জীবনেই মিলেছে নতুন প্রাণের সাড়া। মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরতে পেরে অভূতপূর্ব এক অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর। বুঝতে পেরেছে জীবনের মূল্য—নিজের, অন্যের। নতুন প্রেরণা পেয়েছে ও। আগামীতে ওর সৃষ্টিশীল কাজে এই প্রেরণাই বড় ভূমিকা রাখবে। হ্যাঁ, জীবনের গল্প লিখবে ও। সাধারণ কোনও জীবন নয়; মহৎ, উচ্চতর এক জীবনের গল্প। যেখানে হীনতার কোনও স্থান নেই, রয়েছে শুধু স্বর্গের সৌন্দর্য।

সেই গল্পই লিখবে ও!

তিন মাস পেরুল... উত্তাল সমুদ্রের বুকে দীর্ঘ তিনটি মাস। যুক্তরাষ্ট্রে নরফোকের পথে *হারপুন* অবশ্য এই তিন মাসে খুব একটা এগোতে পারল না। শুরুতে দক্ষিণ-পূর্বমুখী কোর্স ধরেছিলেন ক্যাপ্টেন টমাস, *সেইন্ট পল রকস্* পর্যন্ত সেটা ভালই ফল দিচ্ছিল, কিন্তু এরপরই বাতাস আর আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি খারাপ হয়ে পড়ল। এরপর হারপুনকে নেয়া হলো উত্তর-পূর্বমুখী কোর্সে, কিন্তু যতই উত্তরদিকে গেল ওরা, ততই দমকা হাওয়ার উৎপাত বাড়তে থাকল। শেষ পর্যন্ত একটা ঝড়ের তাড়া খেয়ে *অ্যাজোরেস*-এ এসে ঠাঁই নিতে হলো জাহাজটাকে। না নিয়েও উপায় ছিল না, জাহাজের খাবার আর পানির ভাণ্ডার প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যাজোরেসে পৌঁছুনোর পর হারপুন থেকে নেমে গেল অগাস্টা। ইংল্যাণ্ডগামী একটা জাহাজের খোঁজ পাওয়া গেছে ওখানে। ওটা না ধরলে আগামী ছ'মাসেও আর দেশে ফিরতে পারবে কি না সন্দেহ। আবার কবে বন্দরে ফিরবে হারপুন, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই, যাচ্ছেও আমেরিকার পথে; তাই আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল—ইংল্যাণ্ডের কোনও জাহাজ পেলে তাতে তুলে দেয়া হবে অগাস্টাকে। অ্যাজোরেসের *পণ্টা ডেলগাডা* বন্দরে সেই সুযোগ মিলল।

হারপুন ছাড়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে অগাস্টা বেশ কিছুদিন থেকেই, তারপরও বিদায়-পর্বটা সহজ হলো না। শুধু নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ওকে আর ডিককে উদ্ধার করেনি জাহাজের ক্রু-রা, উদ্ধার করবার পর ভাল আচার-ব্যবহার দিয়ে মনটাও জয় করে নিয়েছে। বিশেষ করে ক্যাপ্টেন টমাস আর স্ত্রী-র সঙ্গে অদ্ভুত এক বাঁধনে জড়িয়ে গেছে ও। এমন ভালমানুষ জীবনে খুব কম দেখেছে অগাস্টা—সম্পূর্ণ অচেনা, জাহাজডুবির শিকার এক অসহায় মেয়েকে তাঁরা যেভাবে আপন করে নিয়েছেন, বেশিরভাগ মানুষ নিজের আত্মীয়কেও ওভাবে আপন করে নিতে পারে না। কৃতজ্ঞতা আরও বেড়েছে পথখরচার জন্য ওঁরা ওকে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা দেয়ায়। নইলে ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজটার টিকেট কেনার সাধ্য ছিল না ওর। উপহার হিসেবে আরও অনেক কিছু পেয়েছে ও জাহাজের নাবিকদের কাছ থেকে, তাতে মনের কষ্টটা বেড়েছে আরও। ছোট্ট ডিকও ভালবেসে ফেলেছে জাহাজ আর ওটার মানুষগুলোকে; কীভাবে যেন ও টের পেয়ে গেল চলে যাবার ব্যাপারটা, চেঁচামেচি করে প্রতিবাদ জুড়ল। ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করতে বেশ বেগ পেতে হলো অগাস্টাকে।

হঠাৎ করে মিসেস টমাস বললেন, জাহাজে আর ভাল লাগছে

www.BanglaBook.org

না তাঁর। ইংল্যাণ্ডে যাবেন—বাপের বাড়িতে। ক্যাপ্টেন টমাস তাঁর সমুদ্রযাত্রা শেষ করলে ফিরবেন আমেরিকায়। ঝটপট জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন তিনি, কারও কোনও কথা শুনলেন না, অগাস্টা আর ডিকের সঙ্গে নেমে গেলেন হারপুন থেকে। ভদ্রমহিলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় অন্তর ছেয়ে গেল অগাস্টার, বুঝতে পারছে—ওকে একা ছাড়তে চাইছেন না তিনি, জাহাজ ছেড়ে নেমে যাবার কারণ সেটাই। ক্যাপ্টেন টমাসও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর আপত্তি করলেন না।

পণ্টা ডেলাগোডার জেটিতে দাঁড়িয়ে হারপুনকে বিদায় জানাল ওরা তিনজন। অগাস্টা হাতের রুমাল নাড়ল, ডিক কাঁদল নীরবে—হাতে মুঠো করে ধরে রাখল হারপুনের ফার্স্ট মেটের দেয়া একটা তিমির দাঁত, ওটায় কারগুলেন দ্বীপের একটা প্রতিকৃতি খোদাই করেছে নাবিকটি। মিসেস টমাসও কিছুটা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

ইংল্যাণ্ডগামী *লণ্ডন অ্যাণ্ড ওয়েস্ট লাইন প্যাকেট*-এর জাহাজটা তখনও এসে পৌঁছায়নি পণ্টা ডেলগাডায়, তাই পরের দুটো সপ্তাহ অ্যাজোরেসের সেইণ্ট মাইকেল দ্বীপে কাটিয়ে দিল ওরা। সময়টা কাটল স্বপ্নের মত—সেইণ্ট মাইকেলের আবহাওয়া ও পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম। ওখানকার ইংলিশ কনসাল ব্যক্তিগতভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন ওদের, জানা গেল—তিনি অগাস্টার লেখার একজন ভক্ত পাঠক।

যা হোক, দিন পনেরো পরেই এসে গেল ওদের জাহাজ, ওটায় কনসাল তুলে দিলেন ওদের। বাসখানেকের যাত্রা শেষে এক সকালে সাউদ্যাম্পটনের বন্দরে পৌঁছে গেল অগাস্টা, ডিক আর মিসেস টমাস। ইতোমধ্যে আর. এম. এস. ক্যাঙ্গারু-র দুই সার্ভাইভারের খবর পৌঁছে গেছে ইংল্যাণ্ডে, পত্র-পত্রিকার কল্যাণে ওদের গল্প ফুলে-ফেঁপে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। রীতিমত আলোড়ন

www.BanglaBook.org

সৃষ্টি হয়েছে গোটা দেশ জুড়ে। ব্যাপারটা জানা ছিল না অগাস্টার, তাই বন্দরে পা রাখতেই পড়ে গেল বিপদে। নোটবই আর কলম নিয়ে ছুটে এল একদল সাংবাদিক ওর দিকে, হাবভাবে মানুষের চাইতে বুনো মোষের সঙ্গেই বেশি মিল পাওয়া যাবে ওদের।

অগাস্টার উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। শুরু হলো একের পর এক প্রশ্নবাণ। সম্মিলিত হৈচৈ-এর মাঝে কোনও ধরনের জবাব দেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল অগাস্টার পক্ষে, হকচকিয়েও গেছে লোকগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে। শুধু মাথা নেড়ে আর হ্যাঁ-হুঁ বলে পাশ কাটাবার চেষ্টা করল, সেই সঙ্গে চেষ্টা করল বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, কেউই কিছু জানতে পারেনি ওর কাছ থেকে, ফলে পরদিনের পত্রিকায় সাংবাদিকরা যে-যার মত অগাস্টা আর ডিক হোমহার্স্টের *জবানি*-তে পাওয়া মনগড়া কাহিনি ছেপে দিল।

পাগলামি শুধু সাংবাদিকরাই করল না, করল সাধারণ মানুষও। বন্দরের গেটের কাছে এসে দেখা পাওয়া গেল তাদের। কেউ ফুল ছিটাল ওদের গায়ে, কেউ বা দিল উপহার। অন্তর্বাসের একটা বোঁচকা অগাস্টার হাতে তুলে দিল এক বৃদ্ধা, তার ধারণা—জাহাজডুবির পর অসভ্য হয়ে যায় লোকে, অন্তর্বাস পরা ছেড়ে দেয়! পাগলাটে এক যুবক এসে একটা চিরকুট গুঁজে দিল ওর হাতে—তাতে লেখা, *আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই!* নীচে নাম-ঠিকানা দেয়া আছে।

অতিষ্ঠ হয়ে গেল অগাস্টা। রীতিমত যুদ্ধ করে মিসেস টমাস আর ডিককে নিয়ে বন্দর থেকে বেরিয়ে এল ও। সামনে প্রথম যে ক্যারিজটা পেল, তাতেই লাফ দিয়ে চড়ে বসল। পিছন পিছন ছুটে এল সাংবাদিকরা, হাল ছাড়তে রাজি নয়। চেঁচিয়ে কোচোয়ানকে গাড়ি চালাতে বলল ও, একটু পরেই পিছনে ফেলে দিল পাগলা জনতাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু পরেই সাউদ্যাম্পটন স্টেশনে পৌঁছে গেল ওরা। ওখানেও কৌতূহলী লোকজনের অভাব নেই। বেশ কিছু সাংবাদিকও ধাওয়া করে এসেছে পিছু পিছু। স্টেশনমাস্টার আর রেলপুলিশের সহায়তা নিল অগাস্টারা, গিয়ে উঠল একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে। ট্রেন ছেড়ে দিলে অবশেষে রেহাই পেল ওরা। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো লোকজন হাত নেড়ে বিদায় জানাল ওদেরকে।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে সিটে হেলান দিল অগাস্টা। পরমুহূর্তে হেসে ফেলল—কত রকম পাগল যে আছে দুনিয়ায়! চিরকুট দেয়া যুবকটির কথা ভাবল, ওকে বিয়ে করতে চায়! কেন? ভালবাসে ওকে? মোটেই না। বিয়ে করতে চাইছে হুজুগে পড়ে। কোনও মানে হয় এর?

সামনের সিটে কে যেন একটা পেপার ফেলে গেছে। অন্যমনস্কভাবে ওটা তুলে নিল অগাস্টা। সামনের পাতায় নজর বোলাতেই দেখতে পেল মি. মিসনের নাম। বেশ কয়েকটা খবরের শিরোনামেই উল্লেখ আছে তাঁর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। ভয়ানক একটা সময় পেরিয়ে এসেছে গত কয়েকটা মাসে, জীবনের ভয়ঙ্করতম দুঃস্বপ্নগুলোর মুখোমুখি হয়েছে। তাতে লাভ বলতে একটাই হয়েছে—মি. মিসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে ও। এখন আর লোকটার শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয় অগাস্টা স্মিদার্স।

আনমনে পত্রিকার পাতা উল্টাতে থাকল, মাঝামাঝি যেতেই একটা খবরে চোখ আটকে গেল। হাই কোর্টের প্রোবেট, ডিভোর্স ও অ্যাডমিরাল্টি ডিভিশনের একটা মামলার প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে। সেটা ঠিক এরকম:

সদ্যপ্রয়াত মি. জোনাথন মিসনের বিষয়ে গতকাল একটি আর্জি পেশ করা হয়েছে হাই কোর্টের প্রোবেট, ডিভোর্স ও অ্যাডমিরাল্টি ডিভিশনে। সবার জানা আছে, গত আঠারোই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিসেম্বর প্রায় এক হাজার যাত্রী নিয়ে ডুবে যায় আর.এম.এস ক্যাঙ্গারু। নিখোঁজ যাত্রীদের তালিকায় আছেন বার্মিংহামের খ্যাতনামা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মেসার্স মিসন, অ্যাডিসন, রসকো অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর অন্যতম কর্ণধার মি. জোনাথন মিসন। তিনি নিউজিল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় নিজের ব্যবসায়িক কাজে যাচ্ছিলেন।

আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে তাঁদের আইনজীবী মি. ফিডলস্টিক এবং মি. পার্ল উপস্থিত হন মহামান্য আদালতের সামনে। তাঁরা বিনয়ের সঙ্গে জানান, ক্যাঙ্গারু জাহাজের ডুবে যাবার ঘটনাটি এতই আলোচিত যে, সেটার সপক্ষে কোনও প্রমাণ দেখানোর প্রয়োজন নেই, যদিও তাঁরা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে একটি এফিডেভিট নিয়ে এসেছেন। মহামান্য আদালতকে তাঁরা মনে করিয়ে দেন, স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ জাহাজডুবির* এই ঘটনায় মাত্র একটি লাইফবোটে ছাব্বিশজন মানুষ বাঁচতে পেরেছে। ডুবে যাওয়াদের তালিকায় রয়েছেন মি. মিসন, যিনি রেখে গেছেন বিশাল এক সম্পত্তি, বর্তমান হিসেবে যার পরিমাণ দুই মিলিয়ন পাউণ্ডের বেশি। একটি উইল রেখে গেছেন হতভাগ্য মি. মিসন, এবং সেটিকে কার্যকর করার জন্য তাঁকে মৃত হিসেবে ঘোষণা করবার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করেন আবেদনকারীরা। সেই সঙ্গে এ-ও উল্লেখ করেন, বিশাল ওই সম্পত্তির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই অনুমতি অত্যন্ত জরুরি।

উদ্বোধনী এই ভাষণের পর নিম্নলিখিত আলোচনা হয়।

আদালত: দেখুন মি. ফিডলস্টিক, ভদ্রলোক কী পরিমাণ

---

* এই বইয়ের ঘটনাগুলো ঘটেছে বিখ্যাত *টাইটানিক*-ডুবির ছাব্বিশ বছর আগে—অনুবাদক।

www.BanglaBook.org

সম্পত্তি রেখে গেছেন, সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। কাজেই ওই প্রসঙ্গটা তুলে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি না করলেই ভাল করবেন। আদালত চলবে তার নিজস্ব নিয়মে।

আবেদনকারীর আইনজীবী: মহামান্য আদালতের কাছে বিষয়টি চাপ প্রয়োগের মত মনে হলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে সবিনয়ে জানাতে চাই, প্রোবেটটা ইস্যু করার সামনে আমি কোনও বাধা দেখতে পাচ্ছি না। সাধারণ বিচারবুদ্ধিতে বলে, এই পরিস্থিতিতে মি. মিসনের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

আদালত: আপনাদের কাছে এমন কোনও এফিডেভিট কি আছে, যাতে কেউ মি. মিসনকে ডুবে যেতে দেখেছে বলে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে?

আবেদনকারীর আইনজীবী: জী না, মাই লর্ড। তবে একজন নাবিকের এফিডেভিট আছে আমাদের কাছে, সে মি. মিসনকে জাহাজ থেকে পানিতে লাফ দিতে দেখেছে। তারপর কী ঘটেছে, তা সে দেখতে পায়নি। তা ছাড়া মানুষটা যে মি. মিসনই ছিল, এমনটাও পুরোপুরি নিশ্চিত নয় সে।

আদালত: ঠিক আছে, ওটাকেই রায়ের ভিত্তি বলে মেনে নিচ্ছি আমরা। তবে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া সাধারণত কাউকে মৃত বলে ঘোষণা করতে চায় না আদালত। তারপরও প্রায় চার মাস কেটে যাওয়ায়, এবং ক্যাঙ্গারু জাহাজের অন্য কোনও সার্ভাইভার পাওয়া না যাওয়ায় মি. মিসনকে মৃত বলে ভেবে নেয়াটাই যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে।

আবেদনকারীর আইনজীবী: মৃত্যুর তারিখটা আঠারোই ডিসেম্বর বলে ঘোষণা করলে ভাল হয়, মাই লর্ড।

আদালত: বেশ, আঠারোই ডিসেম্বর থেকে মৃত বলে ঘোষণা করছি আমরা মি. জোনাথন মিসনকে—ইস্যু করছি

www.BanglaBook.org

প্রোবেট। তাঁর উইল কার্যকর করবার নির্দেশ দিচ্ছি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পত্রিকাটা নামিয়ে রাখল অগাস্টা। এ কী হলো? মি. মিসনকে ওরা মৃত ঘোষণা করেছে, তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু উইল তো কার্যকর করতে বলেছে পুরনোটা! অথচ নতুন উইলটা রয়েছে ওর সঙ্গে... ওর কাঁধে উল্কি করা অবস্থায়। তারমানে কি অযথাই কষ্টটুকুর মাঝ দিয়ে গেল ও? খামোকাই সারাজীবনের জন্য নিজের শরীরটাকে কলঙ্কিত করল?

জানালা দিয়ে পত্রিকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল তরুণী লেখিকা। নেতিয়ে পড়ল সিটে। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে কাঁদে!

তেরো

ইউস্টেস খবর পেল

নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ঠিক বিকেল পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছুল ট্রেন। পথে এক মুহূর্ত দেরি করেনি, উল্কার মত ছুটেছে। কিন্তু টেলিগ্রাফের সামনে সেই গতি কিছুই নয়। ইতোমধ্যে সমস্ত সংবাদপত্রের অফিসে খবর পৌঁছে গেছে, বেরিয়ে গেছে সান্ধ্য সংস্করণ—তাতে উল্লেখ করা হয়েছে মিস স্মিদার্স ও লর্ড হোমহার্স্টের পুত্র পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনে ওয়াটারলু পৌঁছুবেন। কাজেই ট্রেনটা যখন প্ল্যাটফর্মের পাশে থামল, সেখানে সাউদ্যাম্পটনের মতই শত শত মানুষের ভিড়, তাদেরকে সামাল

www.BanglaBook.org

দিতে পুলিশ এবং রেলওয়ের নিজস্ব রক্ষীদের জান বেরিয়ে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল অগাস্টা।

ট্রেনটা পুরোপুরি স্থির হয়ে যেতেই দরজা খুলে ধরল গার্ড, না নেমে উপায় রইল না ওর। ডিকের হাত ধরে প্ল্যাটফর্মে নামল ও, অন্যহাতে মুখ ঢেকে পা চালাল তড়িঘড়ি। এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু লাভ হলো না কৌশলটায়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই উত্তেজিত চিৎকার করে উঠল জনতা, এমনভাবে স্বাগত জানাতে এল যে, ভয়ে আবার কম্পার্টমেণ্টে উঠে পড়তে ইচ্ছে হলো অগাস্টার।

দাঁড়িয়ে পড়ে ইতস্তত করল ও, এই সুযোগে চারপাশটা ঘিরে ধরল লোকজন। সবাই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, করমর্দন করতে চায়। ওর সুন্দর চেহারা দেখে শিস দিয়ে উঠল কে যেন। যতটা পারল, জনতার উচ্ছ্বাসের প্রত্যুত্তর দিল অগাস্টা। হঠাৎ শোনা গেল পুলিশের বাঁশি। ভিড়টাকে ঠেলা গুঁতো দিয়ে পথ করে নিল ওদের একটা দল, এসকর্ট করে নিয়ে এল বিধবার পোশাক পরা একজন মহিলাকে।

লেডি হোমহার্স্ট!

মা-কে দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠল ডিক, অগাস্টার হাত ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর কোলে। ছেলেকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলেন মহিলা, চোখ দিয়ে অনবরত পানি ঝরছে। আবেগঘন একটা দৃশ্যের সূচনা ঘটল।

'বাছা আমার,' বললেন তিনি। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ভেবেছিলাম তোমাকে চিরকালের মত হারিয়েছি আমি!'

ছেলেকে আদর করা শেষে অগাস্টার কথা মনে পড়ল তাঁর। ওকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি, কপালে চুমু দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, ধন্যবাদ জানালেন একমাত্র সন্তানকে বাঁচানোর জন্য। হল্লা করে তাতে সমর্থন জানাল জনতা—নরম স্বভাবের মহিলারা কেঁদে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেলল, অন্যেরা দিল জয়ধ্বনি।

তুমুল হট্টগোলের মধ্যে দলটাকে স্টেশন থেকে বের করে আনল পুলিশ। বাইরে একটা ক্যারিজ অপেক্ষা করছিল, তাতে ওঠানো হলো ওদের। সামনের সিটে বসলেন মিসেস টমাস; অগাস্টা আর লেডি হোমহার্স্ট বসলেন পিছনে। ছোট্ট ডিক তার মায়ের কোলে বসল।

জানালা দিয়ে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়ল অগাস্টা, তারপর চলতে শুরু করল ক্যারিজটা। আর ঠিক তখুনি পিছন থেকে হৈচৈ ছাপিয়ে ভেসে এল একটা পরিচিত কণ্ঠ।

'থামো, অগাস্টা! থামো!'

সেদিন বিকেলেরই কথা।

সারাদিনের কাজ শেষে অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে ইউস্টেস মিসন। হাঁটছে স্ট্র্যাণ্ডের সামনের রাস্তা ধরে। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওর, বাইরের দুনিয়ায় কী ঘটছে—সে-ব্যাপারে মোটেই সচেতন নয়। ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়, গত চার মাসে সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে ও, জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ক্যাঙ্গারু জাহাজের দুর্ভাগ্যের কথা শোনার পর থেকে চলছে এই অবস্থা। ওই দুর্ঘটনায় নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের শেষ দুই অবলম্বনকে হারিয়েছে ও—মি. মিসন আর অগাস্টা স্মিদার্স। চাচার জন্য যতটা না কষ্ট পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে অগাস্টার জন্য। মেয়েটাকে ভালবেসে ফেলেছিল ও, অব্যক্ত সেই ভালবাসা সফল হবার সম্ভাবনা যদিও কম ছিল, তারপরও তো বেঁচে ছিল অগাস্টা, ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারছিল। কিন্তু ভয়াবহ দুর্ঘটনাটা সমস্ত আশা আর স্বপ্নকে ভেঙেচুরে দিয়ে গেছে। যা হারিয়েছে, তা আর ফিরে পাবে না বলে জানে ইউস্টেস, আর সেই উপলব্ধিই ওকে তিলে তিলে

www.BanglaBook.org

ধ্বংস করে দিচ্ছে।

আগের চেয়ে অনেক শুকিয়ে গেছে ইউস্টেস। চামড়া হয়ে গেছে ফ্যাকাসে, গর্তে বসে গেছে চোখ। পাঠক হয়তো অবাক হচ্ছেন ওর এই দশা ভেবে; যে-মেয়েটিকে জীবনে মাত্র দু'বার দেখেছে, তার জন্য কেউ এমন ভেঙে পড়ে কী করে? কিন্তু তারুণ্যের প্রেম তো যুক্তি মানে না, কাঁচা বয়সে সবাই পরিচালিত হয় আবেগের মাধ্যমে। গভীর প্রেমের জন্য তখন প্রতিনিয়ত সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় না, এক দেখাতেই মানব-মানবীর হৃদয় নিমজ্জিত হয় এক অজানা আকর্ষণে। চোখের সামনে পরস্পরের চেহারা ভাসতে থাকে ওদের, সেই স্মৃতিই হাজারবারের সাক্ষাতের চেয়ে বেশি আবেগ সৃষ্টি করতে পারে। ইউস্টেসের ক্ষেত্রে শুধু স্মৃতি নয়, আরও বড় কিছু আছে—অগাস্টার বই। সেই বই পড়ে মেয়েটার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পায় ও, ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে বিশুদ্ধ এক নারীর সন্ধান পেয়ে। কিন্তু হায়, ভয়াবহ এক জাহাজডুবি কেড়ে নিয়েছে ওর সেই স্বপ্নকুমারীকে।

হাঁটতে হাঁটতে নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই ভাবছিল ইউস্টেস। নিজের প্রেমকে হারিয়েছে ও, হারিয়েছে একমাত্র আত্মীয়... আপন চাচাকে। হাতছাড়া হয়ে গেছে সমস্ত সম্পত্তি। হ্যাঁ, পত্রিকার খবরটা ওরও চোখে পড়েছে—মি. মিসনকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে আদালত, তার মানে শেষ উইল মোতাবেক সবকিছুর মালিকানা পাচ্ছে অ্যাডিসন আর বসকো। ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার ওর—বাকি জীবনটা সম্ভবত ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরেজি ভাষায় লেখা বইয়ের প্রুফরিডিং করেই কাটাতে হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চারপাশে তাকাতেই নিজেকে ওয়েলিংটন স্ট্রিটের ক্রসিঙে আবিষ্কার করল ইউস্টেস। রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়াল ওখানে। বিরক্তি নিয়ে লক্ষ করল, এক মহিলা আটকা পড়েছে মাঝ-রাস্তায়, তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই ও-অবস্থা। এদের

www.BanglaBook.org

কি শিক্ষা হবে না? একটু অপেক্ষা করলে কী হতো? সিগনাল পড়লে সহজেই পার হতে পারত।

ঠিক তখুনি একটা অল্পবয়েসী ছেলে উদয় হলো ফুটপাথে, বগলে খবরের কাগজের বাণ্ডিল—পত্রিকা-বিক্রেতা। *গ্লোব*-এর সান্ধ্য সংস্করণ নিয়ে বেরিয়েছে। ক্যানভাসারের মত চেঁচাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

'তাজা খবর! তাজা খবর! এক তরুণী আর এক শিশুর বিস্ময়কর জীবন লাভ! ক্যাঙ্গারু জাহাজের দুই যাত্রীর বেঁচে ফেরার রোমহর্ষক কাহিনি!'

কথাটা শুনেও মর্মার্থটা প্রথমে ধরতে পারল না ইউস্টেস। কয়েক মুহূর্ত পর কাজ করতে শুরু করল মগজ। প্রায় লাফ দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ডটা—বেড়ে গেল ধুকপুকানি।

'অ্যাই!' ছেলেটাকে ডাকল ও। 'এদিকে এসো।'

তাড়াতাড়ি একটা পত্রিকা কিনল ইউস্টেস। পাশের একটা অলঙ্কারের দোকানে ঢুকে আলোয় মেলে ধরল। সম্পাদকীয়-তে সবার আগে চোখ পড়ল ওর। ওখানে লেখা:

...পত্রিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায় রয়েছে সাউদ্যাম্পটন থেকে টেলিগ্রাফ মারফত পাওয়া একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ, তাতে জানা যাবে সাগরের এক বিস্ময়কর সত্য-ঘটনা। আর.এম.এস ক্যাঙ্গারু-র জাহাজডুবি থেকে মিস অগাস্টা স্মিদার্স এবং লর্ড হোমহার্স্টের নাবালক সন্তানের রক্ষা পাওয়া, কারগুলেন নামের এক নির্জন দ্বীপে আশ্রয় নেয়া, এবং পরবর্তীতে আমেরিকান একটি জাহাজ কর্তৃক উদ্ধার পাবার গল্প যে-কোনও রোমাঞ্চ-কাহিনিকেও হার মানাবে। উল্লেখ্য যে, মিস স্মিদার্স বছরখানেক আগে প্রকাশিত "জেমিমা'স ভাউ" নামক জনপ্রিয় বইটির লেখিকা। লর্ড হোমহার্স্টের পুত্রকে

www.BanglaBook.org

নিয়ে তিনি আজ বিকেল পাঁচটা চল্লিশে ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছুবেন বলে আশা করা যাচ্ছে...

আর পড়ার প্রয়োজন মনে করল না ইউস্টেস, ঝট করে তাকাল হাতের ঘড়ির দিকে। সাড়ে পাঁচটা বাজে। ওয়াটারলু স্টেশন এখান থেকে মাইলখানেকের পথ। ট্রেন পৌঁছুনোর আগেই ওখানে যেতে পারবে ও।

ছিটকে দোকানটা থেকে বেরিয়ে এল ইউস্টেস। সামনে প্রথম যে ঘোড়ার গাড়িটা পেল, তাতেই চড়ে বসল। কোচোয়ানকে বলল, 'ওয়াটারলু স্টেশন। যত তাড়াতাড়ি পারো, নিয়ে চলো আমাকে। ভাল বখশিস পাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চাবুক চালাল কোচোয়ান। প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলল গাড়ি। দশ মিনিটের ভিতরই স্টেশনের সামনে পৌঁছে দিল আরোহীকে। লোকটাকে আধ গিনি বখশিস দিয়ে নেমে পড়ল ইউস্টেস. ট্রেনের হুইসেল বাজছে তখন, এসে ঢুকছে প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু ওখানে যেতে পারল না ইউস্টেস। মানুষের ভিড়ে পুরো স্টেশন সয়লাব, এক ইঞ্চি এগোবার উপায় নেই। অগত্যা বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ দেখতে পেল অগাস্টাকে, পুলিশ প্রহরায় বেরিয়ে আসছে স্টেশন থেকে, সঙ্গী দুই মহিলা-সহ চড়ে বসল একটা ক্যারিজে। তারপর জানালা দিয়ে হাত নাড়ল।

প্রমাদ গুণল ইউস্টেস। ওর সঙ্গে এখুনি কথা বলতে না পারলে সর্বনাশ হবে। কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে দেখা করা যাবে—সেসবের কিছুই জানতে পারবে না। আবারও হারাবে প্রেমিকাকে। মরিয়া হয়ে উঠল ও, পুলিশের কর্ডন ভেঙে নেমে পড়ল রাস্তায়।

ক্যারিজটা ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। পিছু পিছু দৌড়াতে

www.BanglaBook.org

শুরু করল ইউস্টেস। চেঁচাল, 'থামো, অগাস্টা! থামো!'

ঝট্ করে জানালা দিয়ে মাথা বের করল অগাস্টা। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল ইউস্টেসকে দেখতে পেয়ে। বিশ্বাসই করতে পারছে না, ওকে এমন আবেগ দিয়ে ডাকছে পছন্দের মানুষটা!

'গাড়ি থামাও, কোচোয়ান! এখুনি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও।

থামল গাড়ি, হাঁপাতে হাঁপাতে অগাস্টার জানালা পাশে এসে দাঁড়াল ইউস্টেস। ওর হাত ধরে বলল, 'ঈশ্বরকে... ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি বেঁচে আছ!'

লজ্জায় গালে রক্ত জমল অগাস্টার, ইউস্টেসের কণ্ঠের আন্তরিকতা টের পেল। কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকল ও। তারপর নিজেকে সামলে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কেমন আছ?' খেয়ালই করল না, উত্তেজনায় দুজনেই দুজনকে তুমি বলে সম্বোধন করছে।

'আমি? এখন ভাল,' হাসল ইউস্টেস। 'তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই, অগাস্টা!'

'আমারও অনেক কথা আছে,' অগাস্টা বলল। 'তবে এখন বলার সময় নেই...'

'তা হলে কখন... কোথায়?' জানতে চাইল ইউস্টেস।

'লেডি হোমহার্স্টের বাড়িতে উঠছি আমি,' বলল অগাস্টা। 'কাল সকালে ওখানে চলে এসো। তখন কথা হবে।'

'আসব আমি,' কথা দিল ইউস্টেস। চুমু খেল অগাস্টার হাতের উল্টোপিঠে।

কোচোয়ানকে ইশারা করল অগাস্টা, আবার চলতে শুরু করল গাড়ি। তবে যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণই জানালা দিয়ে ইউস্টেসের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। যুবকটিও দেখল ওকে প্রাণ ভরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোদ্দো

হ্যানোভার স্কয়্যার

একটা ঘোরের মধ্যে পুরো সন্ধ্যা আর রাতটা কাটাল ইউস্টেস। অকস্মাৎ ঘটনাপ্রবাহে স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি হারিয়েছে ও, সবকিছু স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। বিশ্বাসই হতে চাইছে না, মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এসেছে অগাস্টা... ওর ভালবাসা। আবার ওর দেখা পাবার জন্য আকুল হয়ে আছে মন। ইতোমধ্যে খবর নিয়েছে ইউস্টেস—লেডি হোমহার্স্টের লণ্ডনের বাড়িটা হ্যানোভার স্কয়্যারে। সকালে ওখানেই ওকে যেতে বলেছে অগাস্টা, অথচ সকাল যেন আসতে চাইছে না।

রেল-স্টেশন থেকে সরাসরি নিজের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছে ইউস্টেস, কোনোমতে রাতের খাওয়া সেরেছে, তারপর থেকে শুরু করেছে প্রতীক্ষা—ভোরের আলো ফুটবার! বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠল ও, শেষে বেরিয়ে পড়ল হাঁটতে। টানা তিন ঘণ্টা হাঁটল—হ্যামারস্মিথ পর্যন্ত গেল, আবার ফিরে এল, তারপর রওনা হলো হ্যানোভার স্কয়্যারের দিকে। দেরি আর সহ্য হচ্ছে না। যখন ওখানে পৌঁছুল, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে, রাস্তায় মানুষজন নেই বললেই চলে। নিঃসঙ্গভাবে জ্বলছে কেবল রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলো। সেই আলোয় নির্দিষ্ট বাড়িটা খুঁজে বের করল ও, দূর থেকে তাকিয়ে রইল ওদিকে।

www.BanglaBook.org

পুরো বাড়ি অন্ধকার, শুধু ড্রয়িংরুমে একটা বাতি জ্বলছে। গরম পড়ায় কামরাটার জানালা খোলা, পাতলা পর্দা ভেদ করে ম্লান একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে নীচের রাস্তায়। জানালাটা দিয়ে ভিতরে তাকাল ইউস্টেস, খানিক পরেই আবছাভাবে দুটো নারীমূর্তি দেখতে পেল—তাদের একজন অগাস্টা! মুখোমুখি বসেছে ওরা, কথা বলছে পরস্পরের সঙ্গে। কী বলছে অগাস্টা? জানতে ইচ্ছে হলো ইউস্টেসের। ইচ্ছে হলো দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে, কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকারটা কী? কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল, এত রাতে সম্ভ্রান্ত কোনও মহিলাকে বিরক্ত করাটা অভদ্রতা হয়ে যাবে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না, টহল-পুলিশ এসে সন্দেহজনক চরিত্র হিসেবে গ্রেফতার করে বসতে পারে ওকে। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। উল্টো ঘুরে ফিরে চলল বাড়িতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে লেডি হোমহার্স্টকে নিজের কাহিনি বলা শেষ করেছে অগাস্টা। শরীরে উল্কি করে উইল লেখার এই অবিশ্বাস্য গল্প শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছেন ভদ্রমহিলা।

বললেন, 'এমন রোমান্টিক ঘটনা জীবনে শুনিনি আমি, সত্যি বলছি। অতুলনীয়। কাল সকালে ওই ভদ্রলোক যখন আসবেন, তখন একটা দেখার মত ব্যাপার হবে। লোকটা বেশ সুপুরুষ কিন্তু! প্রেমে পড়েছ, তাতে দোষ দিতে পারছি না।'

'তোমার জন্য ব্যাপারটা মজার হতে পারে, বেসি,' বলল অগাস্টা। অবশেষে লেডি হোমহার্স্টের সঙ্গে সহজ হতে পেরেছে ও—নাম ধরে ডাকতে পারছে, সম্বোধন করতে পারছে তুমি বলেও। 'আমার জন্য নয়। বরং বিচ্ছিরি বললেই বেশি মানাবে। উল্কিটা নিশ্চয়ই দেখতে চাইবে ইউস্টেস। আমার ঘাড়ের উপর ওটা... কীভাবে দেখাব, বলতে পারো?'

'অবাক ব্যাপার! ঘাড় দেখাতে সমস্যা কোথায়? বলনাচের

www.BanglaBook.org

আসরে তো হরহামেশাই লো-কাটের ড্রেসে ঘাড় দেখিয়ে বেড়ায় সবাই!'

'বলনাচের আসরে জীবনে কোনোদিন যাইনি আমি। লো-কাটের ড্রেসও পরিনি। পরার ইচ্ছেও নেই।'

'হুম!' মাথা দোলালেন লেডি হোমহার্স্ট। 'সেক্ষেত্রে উইলটার কথা কাউকে না বললেই ভাল করবে তুমি... সেটা অন্যায় হলেও!'

'অন্যায়!' অবাক হলো অগাস্টা। 'এতে অন্যায়ের কী দেখলে?'

'অন্যায় তো বটেই!' বললেন লেডি হোমহার্স্ট। 'উইলটা চুরি করছ তুমি। ওটার অস্তিত্বের কথা গোপন করছ... একটা না, দুটো অপরাধ করছ তুমি।'

'বাজে কথা বোলো না তো!' ঝাঁঝিয়ে উঠল অগাস্টা। 'নিজের কাঁধ আবার কীভাবে চুরি করে মানুষ?'

'ওটা আমার কথা না, আইনের কথা। আমার এক চাচাতো ভাই আছে। বেশ কিছুদিন আইনশাস্ত্রে লেখাপড়া করেছে ও। ওর কাছে অনেক কিছু শিখেছি আমি। সেই জ্ঞান থেকেই বলছি, অপরাধদুটোর জন্য তোমার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে।'

'নিজের কাঁধ চুরির মামলা? ভাল বলেছ!' হাসল অগাস্টা। 'তোমার সেই উকিল ভাই এখন কোথায়? ওর সঙ্গেই তো আলাপ করা দরকার আমার।'

'উকিল না ও। পাঁচবার ফেল করবার পর ওই চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়েছে।'

'অবাক হচ্ছি না, যে-লোকের মাথায় আইনের অমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা উদয় হতে পারে, তার পক্ষে পাশ করা সম্ভব না।' কাঁধ ঝাঁকাল অগাস্টা। 'যা হোক, উইলটা এমনিতেও লুকানোর ইচ্ছে নেই আমার। কাল মনে হচ্ছে লো-ড্রেস পরতেই হবে। আমাকে

www.BanglaBook.org

একটা ধার দিতে পারো?'

'অনেকদিন ধরে তো ওসব পরছি না, কোথায় রেখেছি খুঁজে দেখতে হবে।' বললেন লেডি হোমহার্স্ট। 'অসুবিধে নেই, সকাল হবার আগেই পেয়ে যাবে।'

আলোচনার প্রসঙ্গ পাল্টে গেল। জাহাজডুবির স্মৃতিচারণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। লেডি হোমহার্স্ট আবার ধন্যবাদ জানাতে শুরু করলেন, অগাস্টা ওঁর একমাত্র সন্তানকে বাঁচিয়েছে। স্বামীর কথা মনে পড়তেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ উদয় হলো বাড়ির প্রধান পরিচারক। জানাল, দুজন ভদ্রলোক এসেছেন মিস স্মিদার্সের সঙ্গে দেখা করতে।

'এত রাতে!' অবাক হলেন লেডি হোমহার্স্ট।

'ব্যাপারটা নাকি জরুরি। ইনশিওরেন্স কোম্পানি থেকে এসেছেন ওঁরা, ক্যাঙ্গারু জাহাজের ব্যাপারে। একজন হলেন কোম্পানির প্রতিনিধি, অন্যজন উকিল। কাল নাকি ওঁদের মামলার তারিখ পড়েছে, তাই রাতেই মিস স্মিদার্সের সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'হুম, মানা করার তো উপায় দেখছি না,' কাঁধ ঝাঁকাল অগাস্টা। 'ঠিক আছে, নিয়ে আসুন ওঁদের।'

ইনশিওরেন্স কোম্পানির দুই প্রতিনিধির সঙ্গে বেশ রাত পর্যন্ত কথা বলতে হলো ওকে, এর মাঝে কয়েকজন সাংবাদিকও এসে পড়ল—এড়ানোর উপায় রইল না তাদের। ফলে মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পরও ব্যস্ত রইল তরুণী লেখিকা। ঘুমাতে গেল প্রায় একটার দিকে।

দেরিতে শোয়ার কারণেই সম্ভবত সকালেও উঠতে দেরি হয়ে গেল ওর। ঘুম ভাঙতেই দেখল, বেলা চড়ে গেছে। ইতোমধ্যে একটা লো-কাট ড্রেস পাঠিয়ে দিয়েছেন লেডি হোমহার্স্ট, হাতমুখ ধুয়ে ওটা পরল ও, তারপর নীচে নামল ব্রেকফাস্টের জন্য।

www.BanglaBook.org

ডাইনিং টেবিলে বসে আছেন লেডি হোমহার্স্ট, পায়ের আওয়াজে মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন। হেসে উঠলেন পরমুহূর্তে। বললেন, 'বাহ্, দারুণ মানিয়েছে তো!'

লজ্জা পেয়ে গেল অগাস্টা। একটা ওড়না দিয়ে কাঁধ ঢেকে রেখেছে ও, তারপরও অস্বস্তি বোধ করছে—জীবনে এই প্রথম এমন খোলামেলা পোশাক পরেছে কি না। লেডি হোমহার্স্টের প্রশংসায় আরও অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

'ধ্যাত্!' সংকোচ কাটানোর জন্য বলল ও। 'কী যে বলো না!'

'বাড়িয়ে বলছি না, সত্যি! খুব মানিয়েছে তোমাকে পোশাকটায়,' বললেন লেডি হোমহার্স্ট। 'কিন্তু কাঁধে ওটা কী জড়িয়েছ? ফেলে দাও... ফেলে দাও!'

'ওড়নাটা যথাসময়ে সরাব আমি,' অগাস্টা বলল। 'তোমার এত উতলা না হলেও চলবে।'

'উতলা কি তোমার কাঁধ দেখার জন্য হয়েছি নাকি? উইলটা দেখব, বুঝলে? কাছে এসো, দেখাও আমাকে ওটা।'

অনিচ্ছার ভঙ্গিতে ওড়নাটা সরাল অগাস্টা, উল্টো ঘুরে দাঁড়াল লেডি হোমহার্স্টের সামনে। উল্কিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ভদ্রমহিলা, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কাজের কাজ করেছ একটা! ইউস্টেস মিসন যদি আগে তোমার প্রেমে না-ও পড়ে থাকে, এটা দেখার পর পড়তে বাধ্য!'

'উল্কি দেখে?'

'উল্কি আর কাঁধ... দুটোই দেখে!' টিপ্পনী কাটলেন লেডি হোমহার্স্ট।

'আবার শুরু করলে?' কপট রাগ দেখাল অগাস্টা, ওড়নাটা আবার জড়াতে শুরু করল কাঁধে। 'খবরদার, ওর সামনে যদি কিছু বলতে গেছ...'

'আমি কিছুই বলব না, অগাস্টা,' আশ্বাস দিলেন লেডি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হোমহার্স্ট। 'এখন এসো, নাশতা সেরে ফেলি। দশটা বেজে গেছে, মি. ইউস্টেস যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বেন।'

'ডিক কোথায়?' চেয়ার টেনে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল অগাস্টা।

'ওকে এক ঘণ্টা আগেই ব্রেকফাস্ট করিয়েছি। এখন উপরতলায় খেলছে।'

খাবার পরিবেশন করল ভৃত্য। খেতে শুরু করল ওরা। কিন্তু ব্রেকফাস্ট হবার আগেই সদর দরজায় বেল বেজে উঠল।

'ওই তো, এসে পড়েছে,' বলে উঠলেন লেডি হোমহার্স্ট। 'কিছু মনে কোরো না, অগাস্টা, বাটলারকে বলে রেখেছি—ভদ্রলোক এলে যেন সরাসরি এখানেই নিয়ে আসে।'

'সে কী!' চমকে উঠল অগাস্টা। 'কেন?'

জবাব না দিয়ে চোখ টিপলেন লেডি হোমহার্স্ট। ঝট্‌পট্ উঠে দাঁড়াল অগাস্টা; কী যেন মনে হতে বসে পড়ল আবার। ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে পারছে না। ওর অবস্থা দেখে হেসে ফেললেন লেডি হোমহার্স্ট।

পরমুহূর্তেই ডাইনিং রুমের দরজা খুলে ধরল পরিচারক। গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল, 'মি. ইউস্টেস মিসন।'

আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে কামরায় প্রবেশ করল ইউস্টেস। পরনে ফ্রক-কোট, কলারে একটা গোলাপ গোঁজা। ভিতরে ঢুকেই বাউ করল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল অগাস্টার দিকে।

'হাউ ডু ইউ ডু?'

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল অগাস্টা। করমর্দন করে পাল্টা অভিবাদন জানাল, 'হাউ ডু ইউ ডু, মি. মিসন? আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন লেডি হোমহার্স্ট। লেডি হোমহার্স্ট, ইনি মি. ইউস্টেস মিসন।'

নিজের অজান্তেই সম্বোধন আবার পাল্টে ফেলেছে ও, আচরণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছে আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে। কপালে হালকা ভাঁজ পড়ল ইউস্টেসের। অগাস্টার হাত ছেড়ে লেডি হোমহার্স্টকে সম্মান দেখাল ও। তারপর হ্যাটটা নামিয়ে বলল, 'বেশি সকালে এসে পড়িনি তো? আমি ভেবেছিলাম এতক্ষণে আপনাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে যাবে।'

'ওটা কোনও ব্যাপার না, মি. মিসন,' বললেন লেডি হোমহার্স্ট। 'প্লিজ, বসুন। অগাস্টা, ওঁকে এক কাপ চা দাও।'

চা খাবার ইচ্ছে নেই ইউস্টেসের, তারপরও নিল কাপটা। পরিচয়ের পালা শেষ হতেই একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছে। কী বলবে, ভেবে পাচ্ছে না। তাই চুপচাপ চায়ে চুমুক দিতে শুরু করল।

শেষে মুখ খুললেন লেডি হোমহার্স্ট। জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বাড়ি চিনেছেন কীভাবে, মি. মিসন? কাল তো অগাস্টা আপনাকে ঠিকানা দেয়নি। লণ্ডনে দুজন লেডি হোমহার্স্ট আছে—আমি আর আমার শাশুড়ি। কার বাড়িতে যেতে হবে, সেটা কীভাবে জানলেন?'

'আমি ভালমত খোঁজ নিয়েছি, ম্যাডাম,' বলল ইউস্টেস। 'কাল রাতে এসে বাড়িটা দেখেও গেছি।'

'রাতে এসেছিলেন! তা হলে তখনই দেখা করে গেলেন না কেন?'

'অত রাতে আপনাদের বিরক্ত করতে চাইনি। তা ছাড়া জানালা দিয়ে দেখলাম, আপনারা দুজন কথা বলছেন। তাতে ব্যাঘাত ঘটানোটা উচিত হতো না।'

'ওমা! জানালা দিয়েও উঁকি দিয়েছেন?' হাসলেন লেডি হোমহার্স্ট। 'কতক্ষণ?'

'খুব অল্প সময়,' তাড়াতাড়ি বলল ইউস্টেস। 'বেশি উঁকিঝুঁকি দিলে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যেত।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জোরে হেসে উঠলেন লেডি হোমহার্স্ট।

এবার কথা বলল অগাস্টা। 'স্টেশনের বাইরে কাল আপনাকে দেখে খুব অবাক হয়েছি আমি। কীভাবে জানলেন, ওই ট্রেনে আমি আসছি?'

'ওতে অবাক হবার কিছু নেই,' ইউস্টেস বলল। 'পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল আপনাদের আসার খবর। অবাক তো আসলে হয়েছি আমি!'

'মানে!'

'আপনি মারা গেছেন বলে ভেবেছিলাম আমি, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। বার্মিংহামের ওই অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে, ওখানকার এক মহিলা বলল আপনি নিউজিল্যাণ্ডের জাহাজে চড়েছেন। জাহাজের নামটা অবশ্য বলতে পারেনি। পরে ক্যাঙ্গারুর দুর্ঘটনার পর পত্রিকায় ডুবে যাওয়া যাত্রীদের তালিকায় আপনার নাম দেখলাম—ঔপন্যাসিক অগাস্টা স্মিদার্স! খুব কষ্ট পেয়েছিলাম... বিশ্বাস করুন!'

করল অগাস্টা। যুবকটির চেহারাতেই ফুটে আছে মানসিক পীড়া আর দুঃখকষ্টের ছাপ। সেটা লুকানোর কোনও চেষ্টাও করছে না ইউস্টেস।

'আমাকে নিয়ে আপনি এতটা ভেবেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ, মি. মিসন,' বলল অগাস্টা। 'আমি কল্পনাও করিনি আপনি আমার খোঁজে আবার ওই বাসায় যাবেন। তা হলে নিশ্চয়ই একটা ঠিকানা, বা যোগাযোগের উপায় রেখে আসতাম।'

'থাক ওসব,' বলল ইউস্টেস। 'আপনি যে সুস্থ এবং নিরাপদ আছেন, এটাই এখন বড় ব্যাপার। ভাল কথা, আপনি আবার নিউজিল্যাণ্ডে যাবার প্ল্যান করছেন না তো?'

'না, না,' সভয়ে মাথা নাড়ল অগাস্টা। 'সাগরের প্রতি বিতৃষ্ণা

www.BanglaBook.org

এসে গেছে। নিতান্ত বাধ্য না হলে আর জাহাজে চড়তে রাজি নই।'

'চাইলেও ওকে যেতে দিচ্ছি না,' মাঝখান থেকে বলে উঠলেন লেডি হোমহার্স্ট। 'এখন থেকে ও আমার আর ডিকের সঙ্গে এখানেই থাকবে। শুনেছেন নিশ্চয়ই, অগাস্টা আমার ছেলের জীবন বাঁচিয়েছে। সেই ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যেতে দিচ্ছি না ওকে। যাক গে, আবোল-তাবোল কথা তো অনেক হলো। অগাস্টা, এবার তুমি মি. মিসনকে ওই উইলটার কথা বলো।'

'উইল!' ইউস্টেসের ভুরু কুঁচকে গেল। 'কীসের উইল?'

'সব জানতে পারবেন এখুনি। চুপচাপ শুনুন ওর কথা।'

একটু ইতস্তত করল অগাস্টা, তারপর নিচু গলায় বলতে শুরু করল ওর কাহিনি। কীভাবে মি. জোনাথন মিসন মারা গেলেন, আর মারা যাবার আগে কীভাবে করে গেলেন নতুন উইল... শুনতে শুনতে হাঁ হয়ে গেল ইউস্টেস। অগাস্টার কথা শেষ হতেই অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন, আপনি স্বেচ্ছায় নিজের গায়ে আমার চাচার উইলটা উল্কি করে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, মি. মিসন। ঠিক তা-ই বলছি আমি।' শান্ত গলায় বলল অগাস্টা। 'আপনি এত অবাক হচ্ছেন কেন? হবেন তো কৃতজ্ঞ!'

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাল ইউস্টেস। বলল, 'অবশ্যই... অবশ্যই কৃতজ্ঞ আমি, মিস স্মিদার্স। আচরণে যদি অন্য কিছুর প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা হলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আসলে... ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, হজম করতে একটু কষ্ট হচ্ছে। কী বলব, সেটাই বুঝতে পারছি না। আমি ভাবতেও পারিনি, একজন মেয়ে সম্পূর্ণ অচেনা কারও জন্য এত বড় একটা কাজ করতে পারে।'

আবার একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

www.BanglaBook.org

শেষে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অগাস্টা। 'যা-ই হোক, মি. মিসন। উইলটার মালিক আপনি, কাজেই ওটা দেখার অধিকার আছে আপনার। যদিও ওতে খুব একটা কাজ হবে বলে মনে হয় না। পত্রিকায় পড়লাম, আপনার চাচাকে মৃত ঘোষণা করে পুরনো উইলটা কার্যকর করবার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এটা আপনার কোনও কাজে আসবে না।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল ইউস্টেস। 'মি. শর্ট নামে আমার এক ব্যারিস্টার বন্ধু আছে। ওর কাছে কয়েকদিন আগে অন্য একটা কেসের কথা শুনেছিলাম—নতুন উইল পাওয়া যাওয়ায় নাকি ওর মক্কেলের নামে ইস্যু করা প্রোবেট বাতিল করা হয়েছে।'

'তা-ই?' উত্তেজিত হয়ে উঠল অগাস্টা। 'শুনে খুব ভাল লাগল, মি. মিসন। তার মানে অযথাই উল্কি এঁকে নিজের শরীরের বারোটা বাজাইনি আমি। আসুন, দেখুন ওটা।'

ওড়না সরিয়ে ইউস্টেসের কাছে এসে দাঁড়াল ও। চুপচাপ ওর কাঁধের লেখাটা পড়ল যুবক, সইগুলো দেখল। ব্যাপারটা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে—পুরো দুই মিলিয়ন পাউণ্ডের সম্পত্তি ফিরে পেতে যাচ্ছে ও... সামান্য কয়েকটা শব্দ আর স্বাক্ষরের মাধ্যমে।

পড়া শেষে ওড়নাটা তুলে নিল ইউস্টেস। অগাস্টার কাঁধটা ঢেকে দিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, মিস স্মিদার্স।' গলার সুরে অন্যরকম একটা আবেগ ফুটে উঠল।

'আমাকে মাফ করবেন,' বলে উঠে দাঁড়ালেন লেডি হোমহার্স্ট। বুঝতে পারছেন পরিস্থিতিটা। 'লাঞ্চের আয়োজন দেখতে যেতে হচ্ছে আমাকে। আপনারা কথা বলুন।'

ওদেরকে একা রেখে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। পিছু পিছু গিয়ে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল ইউস্টেস। তারপর ফিরল অগাস্টার দিকে। উপলব্ধি করতে পারছে, সম্পত্তির

www.BanglaBook.org

পাশাপাশি বিশাল একটা দায় এসে চেপেছে ওর কাঁধে। একেক মানুষ একেকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে তাতে। বেশিরভাগই চেষ্টা করবে দায়টা এড়িয়ে যেতে, আর হাতে গোনা কয়েকজন মাথা পেতে নেবে। সৌভাগ্যক্রমে, ইউস্টেস মিসন দ্বিতীয় দলে পড়ে।

তারই প্রমাণ রাখবে বলে সিদ্ধান্ত নিল ও।

পনেরো

উকিলের কাছে

ডাইনিং হলের মার্বেলের ম্যান্টেলপিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অগাস্টা, হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করল ওটার উপরে রাখা একটা শো-পিস। কী ঘটতে চলেছে, সেটা খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে ও, আক্রান্ত হয়েছে নারীসুলভ লজ্জাবোধে। ইউস্টেসের দিকে তাকাবার সাহস পাচ্ছে না।

দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে বড় করে একটা শ্বাস নিল ইউস্টেস, বুক ধুকপুক করছে ওরও। কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকল, 'মিস স্মিদার্স?'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'ইয়ে... আপনি যা করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই আমার কাছে...'

'তা হলে না-ই বা দিলেন। আমার কারণে সব হারিয়েছিলেন

www.BanglaBook.org

আপনি। তাই আমার মাধ্যমেই সব ফিরে পাওয়া উচিত। সেজন্যে আমার গায়ে যদি কিছু কালো দাগ পড়ে তো ক্ষতি কী? অন্তত বিরাট একটা অন্যায় তো ঠেকাতে পারলাম!'

কথাগুলো বলার সময় একবারও ইউস্টেসের দিকে তাকাল না অগাস্টা, পাশ ফিরল বটে, কিন্তু মুখটা ঢেকে রাখল চুলের আড়ালে। ওর মুখের ভাবটা দেখতে না পেয়ে নার্ভাস হয়ে গেল ইউস্টেস।

শব্দ করে ঢোঁক গিলল ও। তারপর আবার ডাকল, 'মিস স্মিদার্স... অগাস্টা? ইয়ে... আরও কিছু বলার ছিল আমার।'

'আমি শুনছি, মি. মিসন।'

'মানে...' ইতস্তত করল ইউস্টেস, 'আমি বলতে চাইছিলাম...'

'উইলটার ব্যাপারে?'

'না, না... উইল না। অন্য একটা ব্যাপার... দয়া করে হেসে উড়িয়ে দেবেন না কথাটা।'

এবার ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে সরাসরি তাকাল অগাস্টা। বলল, 'তা হলে কী?' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে।

সুন্দরী ও, আজ সকালে সেই রূপ যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে মনের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে গেল ইউস্টেসের।

'ওহ্ অগাস্টা... অগাস্টা!' বলল ও। 'বুঝতে পারছ না তুমি? আমি তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসি! এমনভাবে আর কেউ কোনোদিন ভালবাসেনি তোমাকে। চার্চার অফিসে প্রথম দেখাতেই তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি আমি, সে-কারণেই ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছি। সেদিন থেকে প্রতি মুহূর্তে এই ভালবাসা কেবল গাঢ়ই হয়েছে। তুমি মারা গেছ ভেবে বুকটা ভেঙে গিয়েছিল আমার, নিজেরও মরতে ইচ্ছে হয়েছিল!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে গেল অগাস্টার, মুখে রক্ত জমল। থর্‌থর করে কাঁপতে শুরু করল সারা শরীর। মুখ নামিয়ে ফেলল ও। বলল, 'আপনি নিশ্চিত, মি. মিসন? আমাকে তো আপনি ঠিকমত চেনেনই না! অচেনা একটা মেয়েকে কীভাবে এতটা ভালবাসছেন?'

'তুমি আমার কাছে অচেনা নও, অগাস্টা। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি বটে, কিন্তু তারপরও তোমার মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি আমি... তোমার বই পড়ে!'

'আমি তো বই নই!'

'না, কিন্তু তোমার লেখা বই তো তোমারই অংশ, তাই না? শতবার সাক্ষাতেও তোমার ব্যাপারে যা জানা সম্ভব নয়, তা-ই আমি জেনেছি তোমার বই পড়ে।'

বুকটা যেন কেমন করে উঠল অগাস্টার, মাথা তুলে ইউস্টেসের দিকে তাকাল, বুঝতে চাইছে যুবকটির বক্তব্যের সত্যতা... তার মনের খবর। নিখাদ ভালবাসাই দেখতে পেল ও—যেমনটার স্বপ্ন দেখেছে এতদিন ধরে।

আর কোনও কথা হলো না ওদের মাঝে। নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেল ওরা, যেন দুটো চুম্বক টানছে পরস্পরকে। ইউস্টেসের আলিঙ্গনে বন্দি হলো অগাস্টা, এক হয়ে গেল দুটো ঠোঁট। প্রথম চুম্বনের পবিত্র অভিজ্ঞতা পেল ওরা।

একটু পরেই আচমকা বাড়ির পরিচারক ঢুকল কামরায়, ওকে দেখে তাড়াতাড়ি নিজেদের ছাড়িয়ে নিল দুই প্রেমিক-প্রেমিকা। লজ্জায় মাথা নামিয়ে ফেলল। লোকটা নিজেও অপ্রস্তুত হয়ে গেছে, ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। কয়েক মুহূর্ত পর হাজির হলেন লেডি হোমহার্স্ট। ওদের লজ্জাবনত অবস্থা দেখে যা বোঝার বুঝে নিলেন তিনি। হালকা একটা হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনারা ড্রয়িংরুমে আসছেন না কেন?' বললেন ভদ্রমহিলা। 'চলুন, ওখানেই কথা বলি।'

লেডি হোমহার্স্টকে অনুসরণ করল দুজনে। ড্রয়িংরুমে পৌঁছে গলা খাঁকারি দিল ইউস্টেস। বিনয়ের সঙ্গে লেডি হোমহার্স্টকে জানাল, অগাস্টাকে বিয়ে করতে চলেছে ও। এ-বিষয়ক কোনও কথা হয়নি দুজনের মধ্যে, তারপরও অগাস্টা প্রতিবাদ করল না। লজ্জায় আরেকটু লাল হয়ে গেল শুধু।

'অভিনন্দন, মি. মিসন!' সোল্লাসে বলে উঠলেন লেডি হোমহার্স্ট। 'অত্যন্ত ভাগ্যবান আপনি। অগাস্টা শুধু সুন্দরীই নয়, ওর মত বুদ্ধিমতী এবং সাহসী মেয়েও জীবনে কখনও দেখিনি আমি। ওর মত বউ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।' একটু ঠাট্টা করলেন, 'ভালমত ভেবে নিন, মিস্টার! বলা যায় না, নিজের পরিচয় হারিয়ে বসতে পারেন। তখন লোকে বিখ্যাত অগাস্টা স্মিদার্সের স্বামী হিসেবেই শুধু চিনবে আপনাকে!'

'ঝুঁকিটা নিতে আপত্তি নেই আমার,' মৃদু হেসে বলল ইউস্টেস। 'আমি জানি, ওর কড়ে আঙুলের সমান যোগ্যতাও নেই আমার। বিয়ে করতে যে রাজি হয়েছে, সেটাই বিরাট পাওনা।'

'ভালই তো বলেছেন,' হাসলেন লেডি হোমহার্স্ট। 'অবশ্য পুরুষরা বিয়ের আগে এমনই হয়—মিষ্টি কথা শোনানোর ওস্তাদ। শুনুন, মি. মিসন, আমার বান্ধবীর ভাগ্য এখন আপনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে দারিদ্র্যের অন্ধকূপে বাস করতে চান না?'

'মোটেই না!' জোর গলায় বলল ইউস্টেস।

'তা হলে ওর সঙ্গে এখন সময় কাটানোর চিন্তা বাদ দিয়ে সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করুন। যান, উকিলের সঙ্গে নতুন উইলটার বিষয়ে কথা বলে আসুন। ডিনারের দাওয়াত রইল, চেষ্টা করবেন সাড়ে ছ'টার মধ্যে চলে আসতে। তখন নাহয় শুনব, কী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানতে পারলেন উইলটা কার্যকর করার বিষয়ে।'

'ভাল প্রস্তাব।' মাথা ঝাঁকাল ইউস্টেস। 'আমি তা হলে আসি।' অগাস্টার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল ও।

'ভদ্রলোককে আমার পছন্দ হয়েছে—চমৎকার মানুষ!' মন্তব্য করলেন লেডি হোমহার্স্ট। 'মাত্র চারবারের দেখাতে একটা মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে বুকের পাটা লাগে। সাহস আছে ওঁর! তা ছাড়া উইলটা যদি কাজে লাগানো যায়, তা হলে ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে ধনী মানুষদের একজনে পরিণত হতে চলেছেন উনি। নাহ্, পাত্র হিসেবে ফেলনা বলা যাবে না মোটেই।' অগাস্টার দিকে তাকালেন। 'তোমাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না, অগাস্টা। ভাল একটা বর-ই পেতে যাচ্ছ। তোমাদের ভালবাসা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। ত্যাগ-তিতিক্ষার এমন চমৎকার কাহিনি আমি গল্পের বইয়েও পড়িনি কখনও!'

'তুমি থামবে?' চোখ রাঙাল অগাস্টা।

হেসে উঠলেন লেডি হোমহার্স্ট। 'আমি ডিককে নিয়ে পার্কে হাঁটতে যাচ্ছি। তুমি তৈরি হয়ে নাও। বারোটায় পত্রিকা থেকে একজন আর্টিস্টের আসার কথা, মনে আছে তো? তোমার ছবি আঁকবে।'

'ওটা কি খুব জরুরি?' করুণ গলায় জানতে চাইল অগাস্টা।

'না, কিন্তু খ্যাতির বিড়ম্বনা বলে একটা কথা আছে না? ওটা তো পোহাতেই হবে তোমাকে।'

দ্রুত পা চালাচ্ছে ইউস্টেস, ফিরে যাচ্ছে নিজের লজিং হাউসে। কপাল বলতে হবে, ওখানে জেমস আর জন শর্ট নামে দুই যমজ ভাই থাকে—দুজনেই আইন পেশার সঙ্গে জড়িত। ঘটনাচক্রে ওদের সঙ্গে গত কয়েক মাসে ভাল বন্ধুত্ব হয়েছে ওর। একদম একই চেহারা দুজনের, প্রায় মাসখানেক লেগেছে ইউস্টেসের

www.BanglaBook.org

এদের মধ্যে কে কোন্ জন, সেটা বুঝে নিতে।

অত্যন্ত মজার মানুষ শর্টদের এই যমজ দুই ভাই। মা নেই, বাবাও মারা গেছে দুজনের কলেজে পড়ার সময়। সম্পত্তি যা রেখে গেছেন, তাতে বছরে চারশো পাউণ্ড আসে। তাতে ভালই কেটে যেত দুজনের, কিন্তু হঠাৎ মাথায় কী খেয়াল চাপল, ঠিক করল—দুজনেই আইন পেশায় নাম লেখাবে। একজন হবে সলিসিটর, অন্যজন ব্যারিস্টার। তাতে নাকি মজা হবে। কে কোন্‌টা হবে, সেটা ঠিক করেছে ওরা পয়সা টস করে! লেখাপড়া শেষে সহপাঠী এক সলিসিটরের সঙ্গে ফার্ম দিয়েছে জন, জেমস নিয়েছে চেম্বার—পাম্প কোর্টে। তবে এখনও প্রতিষ্ঠা পায়নি ওদের কেউই। ভাল একটা কেসের জন্য মুখিয়ে আছে ওরা।

প্রায়ই দু'ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয় ওর, দুজনে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে—নাম কামানোর জন্য চাই জুৎসই একটা মামলা, অথচ আজ পর্যন্ত তা-ই জোটেনি ওদের কপালে। ওদের জন্য এতদিন মায়া অনুভব করেছে ইউস্টেস, কতবার ভেবেছে সাহায্য করার কথা! কিন্তু উপায় ছিল না। আজ সে-পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। নিজের কেসটাই ওদেরকে দেবে বলে ঠিক করেছে ও।

লজিং হাউসে পাওয়া গেল না দু'ভাইয়ের কাউকে। ঘড়ি দেখল ইউস্টেস, মনে পড়ে গেল—এখন তো ওদের অফিসে থাকার কথা! উত্তেজনায় খেয়ালই হয়নি। পাম্প কোর্টে জেমসের চেম্বারের ঠিকানা জানা আছে ওর, তাড়াতাড়ি চলে গেল ওখানে।

প্রথমবারের মত বন্ধুর অফিসে পা রেখে মুগ্ধ হতে পারল না ইউস্টেস। খুপরির মত একটা ঘর—তাবভাবেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, টিকে থাকার সংগ্রামে রত একজন মানুষের অফিস। আশপাশে একই রকম আরও অফিস চোখে পড়ল—সবারই একই দশা। বাচ্চা একটা ছেলে দরজা খুলে অভিবাদন জানাল ওকে। সহকারী রাখার সঙ্গতি নেই জেমসের, ছোট্ট ছেলেটাকে দিয়েই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাজ চালাচ্ছে। তবে বয়স কম হলেও ঠাট দেখাতে জানে ছেলেটা, গম্ভীর গলায় বড়দের মত ওর নাম এবং আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইল। বলল ইউস্টেস।

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা, কপালে ভ্রূকুটি। ইউস্টেসকে তেমন সুবিধাজনক মক্কেল বলে মনে হচ্ছে না বোধহয়। 'ডানদিকের দ্বিতীয় দরজাটাই মি. শর্টের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওদিকে এগোল ইউস্টেস। নক করার প্রয়োজন মনে করল না, হাতল ঘুরিয়ে ঢুকে গেল বন্ধুর অফিসে।

কামরাটা একদম ছোট। ভিতরে একটা মাঝারি আকারের টেবিল, তিনটা চেয়ার আর একটা বুককেস ছাড়া কিছুই নেই। তাতেই পুরো ঘর ভরে গেছে। জিনিসগুলোর চেহারাসুরতও তেমন ভাল নয়—দৈন্যদশা। চেয়ারে বসে অলস ভঙ্গিতে একটা পত্রিকা পড়ছিল জেমস, হাতে কাজ নেই সম্ভবত। দরজা খুলে যেতেই চমকে উঠল, পত্রিকা ফেলে তাড়াতাড়ি একটা ফাইল টেনে নিল।

মুচকি হেসে ইউস্টেস বলল, 'থাক, আর অভিনয় করতে হবে না। আমি ইউস্টেস।'

চেহারায় তিক্ততা ফুটিয়ে ওর দিকে তাকাল জেমস শর্ট। ছোটখাট গড়নের মানুষ সে—কালো চোখ, বাঁকানো নাক; মাথায় অল্প বয়েসেই টাক পড়তে শুরু করেছে। টাক-টাই ভাইয়ের সঙ্গে একমাত্র পার্থক্য তার, নইলে টুপি পরা অবস্থায় ওদের দুজনকে আলাদা করা খুব মুশকিল।

'ধেত্তেরি!' সখেদে বলে উঠল জেমস। 'তুমি এখানে কী করছ? আমি তো ভাবলাম কোনও মক্কেল এসেছে।'

'মক্কেলই আমি,' বন্ধুর সঙ্গে হাত মেলাল ইউস্টেস। 'বিরাট বড় এক মক্কেল। দুই মিলিয়ন পাউণ্ডের একটা কেস নিয়ে এসেছি—আমার চাচার সম্পত্তির উত্তরাধিকার! নতুন একটা উইল

www.BanglaBook.org

পাওয়া গেছে, বন্ধু! এখন তোমার পরামর্শ দরকার।'

চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেমসের। উত্তেজনায় ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। 'সত্যি?'

মাথা ঝাঁকাল ইউস্টেস।

হঠাৎ কী যেন মনে হতেই আবার চেয়ারে বসে পড়ল জেমস। বলল, 'দুঃখিত, ইউস্টেস। তোমার কথা আমি শুনতে পারব না।'

ভুরু কুঁচকে গেল ইউস্টেসের। 'মানে!'

'একা এসেছ তুমি, সঙ্গে সলিসিটর আনোনি,' ব্যাখ্যা করল জেমস। 'আর সলিসিটরের অনুপস্থিতিতে কোনও মক্কেলের সঙ্গে কথা বলাটা আমার জন্য নিয়মবিরুদ্ধ!'

'গোল্লায় যাক নিয়ম...'

'মাই ডিয়ার ইউস্টেস,' বাধা দিয়ে বলল জেমস, 'বন্ধু হিসেবে যদি তুমি আসতে, তা হলে খুশি মনেই যে-কোনও আইনি পরামর্শ দিতাম আমি। তা ছাড়া তোমার ওই প্রোবেট সম্পর্কে আমি মোটামুটি ওয়াকিবহালও আছি। কিন্তু এসেছ তো মক্কেল হিসেবে! এখন আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের চাইতে অফিশিয়াল সম্পর্কটাই বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ-পরিস্থিতিতে বলতে বাধ্য হচ্ছি, যোগ্য একজন সলিসিটর ছাড়া তোমার কথা শোনা আমার জন্য ভয়ানক রকমের অনিয়ম হয়ে দাঁড়াবে।'

'বাপ রে! আমার জানা ছিল না, তুমি নিয়মকানুনের উপর এত বেশি গুরুত্ব দাও! আমি তো উল্টো ভাবলাম, কেসটার কথা শুনলে তুমি লাফিয়ে উঠবে!'

'লাফ কিন্তু দিয়ে ফেলেছি,' মনে করিয়ে দিল জেমস। 'কী মনে করো? ব্যবসার যে অবস্থা, তাতে আমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলব? উঁহুঁ, বন্ধু। তোমাকে আমি হাতছাড়া করছি না। সলিসিটর দরকার তো? এক কাজ করো, জনকে ভাড়া করে ফেলো। ওর ব্যবসাটাও বিশেষ ভাল যাচ্ছে না, হাতে কোনও কাজ নেই বলেই

www.BanglaBook.org

জানি। ঘণ্টাখানেক পর ওকে-সহ এখানে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে ফেলি, কী বলো? দাঁড়াও, আমার অ্যাসিসটেন্টের সঙ্গে কথা বলে নিই। ডিকেন্স!' ঘণ্টা বাজাল সে।

বাচ্চা ছেলেটা উদয় হলো দরজায়।

'আজ আমার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?' জানতে চাইল জেমস।

'জী না, সার,' বলেই দাঁত দিয়ে জিভ কাটল ডিকেন্স। ভুল শুধরে বলল, 'আমি খাতাটা দেখে আসছি, সার।'

একটু পরেই ফিরল সে। জানাল, বিকেল পর্যন্ত ফ্রি আছে শিডিউল।

'বেশ,' বলল জেমস। 'তা হলে দুটোয় মি. ইউস্টেস মিসন আর সলিসিটর জন শর্টের নামে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিখে ফেলো।'

'জী, সার।' বলে চলে গেল ডিকেন্স।

উকিল আর তার নাবালক সহকারীর কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে ফেলল ইউস্টেস। বলল, 'ভালই দেখালে বটে! ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার!'

'কী করব?' হাসল জেমসও। 'অভ্যেস রাখা দরকার, বুঝলে? কখন নামডাক করে ফেলি... তখন তো এসব নতুন করে শুরু করা যাবে না।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়াল ইউস্টেস। 'আমি যাচ্ছি তা হলে জনের কাছে। যত তাড়াতাড়ি পারি, ফিরে আসব।'

ডিকেন্সকে ডেকে ওপরতলায় মি. টমসনের কাছে পাঠাল জেমস। ভদ্রলোক আরেক ব্যারিস্টার, তাঁর লাইব্রেরিতে সব ধরনের আইনের বই আছে। ওখান থেকে প্রোবেটের উপর যে-ক'টা বই আছে, সব আনিয়ে নিল ও। পড়তে শুরু করল।

অন্যদিকে জনের কাছে গেল ইউস্টেস। শহরের সবচেয়ে

www.BanglaBook.org

ব্যস্ততম এলাকায় ওটা, বিশাল এক দালানের সাততলায়। সিঁড়ি বেয়ে ওখানে উঠতে গিয়ে জান বেরিয়ে গেল ইউস্টেসের*, মনে হলো প্রাচীন কোনও কয়লাখনির মই বেয়ে উঠছে। সাততলায় পৌঁছে হাঁপাতে শুরু করল।

একটু ধাতস্থ হয়ে অফিসটা খুঁজে বের করল, কষ্ট হলো না। দরজার কাঁচে নাম লেখা আছে:

জন শর্ট,
সলিসিটর।

টোকা দিতেই ছোট্ট এক ছেলে দরজা খুলল। তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল ইউস্টেস। জেমসের অফিসে দেখা ডিকেন্স ছেলেটার মতই চেহারা! ব্যাপার কী? ওর আগে এখানে পৌঁছুল কী করে? একটু পরেই অবশ্য পরিষ্কার হলো রহস্যটা। যমজ দুই আইনজীবী তাদের অফিসের কাজের জন্য কোত্থেকে যেন যমজ দুই ছেলে জোগাড় করে এনেছে। এই ছেলেটা ডিকেন্সেরই ভাই। রসিকতা আর কাকে বলে!

যা হোক, আসার উদ্দেশ্য ছেলেটাকে খুলে বলতেই ভিতরের কামরায় ওকে নিয়ে যাওয়া হলো। জেমসের মত হুবহু চেহারা নিয়ে ওখানে আছে জন—অফিসের অবস্থাও প্রায় একই রকম। খুব ব্যস্ত দেখা গেল সলিসিটরকে। একগাদা কাগজের মধ্যে ডুবে আছে, ওকে দেখেও দেখল না। কিন্তু ভাল করে খেয়াল করতেই ইউস্টেস দেখল—কাগজগুলো অন্তত কয়েক বছরের পুরনো। কিনারা হলুদ হয়ে গেছে। ভাইয়ের মত অভিনয় করছে এ-ও।

গলা ছেড়ে হেসে উঠল ও।

---

* এ-কাহিনি যে-সময়কার, তখন লিফট বা এলিভেটর ছিল না—অনুবাদক।

www.BanglaBook.org

ষোলো

আইনের ফাঁক

ভাইয়ের মত একই প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল জন শর্টের মধ্যে। ইউস্টেসকে দেখে চেহারায় তিক্ততা ফুটল। বলল, 'কী ব্যাপার, ইউস্টেস? আমাকে লাঞ্চের দাওয়াত দিতে এসেছ? আমি তো ভাবলাম মক্কেল পেলাম কি না...'

'ঈশ্বরের কিরে, জন,' ওকে বাধা দিয়ে বলল ইউস্টেস। 'মক্কেলই আমি! ব্যাপারটা কী, তোমাদের দু'ভাই দেখছি আমাকে কিছুতেই মক্কেল ভাবতে পারছ না! কেন, মামলা-মোকদ্দমায় যাবার মত কোনও যোগ্যতা নেই আমার?'

'তুমি আবার কার সঙ্গে মামলায় যাবে?' ভুরু কোঁচকাল জন। 'জেমসের কথা বলছ... ওর কাছেও গিয়েছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ। ও-ই তোমার কাছে পাঠাল আমাকে। সলিসিটর ছাড়া নাকি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। পাগলামি আর কাকে বলে!'

ভাইয়ের অপমানে একটু বোধহয় মনঃক্ষুণ্ন হলো জন। বলল, 'দেখো, ওভাবে বলাটা উচিত হচ্ছে না তোমার। ঠিকই তো বলেছে ও। সবকিছুর একটা নিয়মকানুন আছে না! বন্ধুত্বের কারণে অন্তত আইনি ফর্মালিটি এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। যাক গে, কী কারণে পায়ের ধুলো দিতে এসেছ, সেটা বলো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'লম্বা কাহিনি, বলতে সময় লাগবে। দুটোয় আবার তোমাকে আর আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে রেখেছে জেমস। চলো রওনা হয়ে যাই। ওখানে গিয়েই নাহয় খুলে বলব সব।'

'দিনের এই সময়টাতে অফিস ছেড়ে যাওয়া তো ঠিক হবে না,' ভাব ধরল জন, নিজেকে ব্যস্ত মানুষ বলে প্রমাণ করতে চাইছে। 'কত রকম মক্কেল আসে... অফিসে যদি আমাকে না পায়, তা হলে তো বদনাম হয়ে যাবে!'

'তা-ই?' বলল ইউস্টেস। 'যদি নিজের বোকামির জন্য দুই মিলিয়ন পাউণ্ডের সম্পত্তি-সংক্রান্ত একটা মামলা হারাও, তা হলে বদনাম হবে না?'

'কী বললে? দুই মিলিয়ন?' চমকে উঠল জন।

মাথা ঝাঁকাল ইউস্টেস।

তাড়াতাড়ি চমকটা সামলাল জন। চেহারায় কপট গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল, 'থাক, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জন্য নাহয় একটু বদনাম মাথা পেতে নিলাম! উইলিয়াম!!' ছোট ছেলেটাকে ডাকল সে। ও উদয় হতেই বলল, 'শোনো, আমি পাম্প-কোর্টে ব্যারিস্টার শর্টের কাছে একটা জরুরি মিটিঙের জন্য যাচ্ছি। কেউ খোঁজ নিলে বলে দিয়ো, সাড়ে তিনটা নাগাদ ফিরে আসব। ঠিক আছে?' তারপর ধীর-স্থিরভাবে উঠে দাঁড়াল, যেন অমূল্য কোনও রত্ন রাখছে, এমন ভঙ্গিতে গোছাল পুরনো কাগজগুলো—টেবিলের ড্রয়ারে ভরে তালা লাগাল।

'চলো তা হলে।' ইউস্টেসকে বলল সে।

বন্ধুর অভিনয় দেখে বহু কষ্টে হাসি সামলাল ইউস্টেস। বেরিয়ে পড়ল ওরা।

আধঘণ্টা পরের কথা।

হোক বন্ধু, হোক আপন ভাই... তারপরও সত্যিকার একজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মক্কেলকে সত্যিকার একজন সলিসিটর নিয়ে অফিসে ঢুকতে দেখে মনটা খুশিতে ভরে গেল জেমস শর্টের। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, গলার টাই আর গায়ের কোট ঠিকঠাক করল। হাত মিলিয়ে বলল, 'গুড আফটারনুন, জেন্টলমেন। প্লিজ, বসুন।'

চেয়ার টেনে বসল ইউস্টেস আর জন।

'তো, মি. মিসন,' আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে বলল জেমস, 'যে-বিষয়ে আমার পরামর্শ চাইতে এসেছেন, আশা করি আপনার সলিসিটরকে সেটা বুঝিয়ে বলেছেন?'

'না, সময় পাইনি,' ইউস্টেস বলল। 'একসঙ্গেই তোমাদেরকে ওটা খুলে বলব বলে ঠিক করেছি। অসুবিধে আছে?'

ভুরু কোঁচকাল জেমস। 'ব্যাপারটা ঠিক আইনসম্মত হচ্ছে না। অবশ্য... জরুরি কেসের ক্ষেত্রে এটুকু অনিয়ম মেনে নেয়া যেতে পারে। আপনার কেসটা জরুরি তো?'

'জরুরি... খুবই জরুরি।'

'বেশ। তা হলে আমার আপত্তি নেই। বলুন ব্যাপারটা।'

'আমি এসেছি একটা উইলের ব্যাপারে তোমার পরামর্শ নিতে।'

'আগেই বলেছেন সেটা। কিন্তু কীসের উইল? কোথায় ওটা?'

'উইলটা আমার চাচা করে গেছেন, আর ওটা রয়েছে এক মেয়ের কাঁধে... উল্কি করা অবস্থায়!'

চমকে উঠল যমজ দুই ভাই, একসঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে চোখে তীব্র অবিশ্বাস। বোঝার চেষ্টা করছে, বন্ধুটি ওদের সঙ্গে তামাশা করছে কি না। দু'ভাইয়ের চেহারা দেখে হেসে উঠল ইউস্টেস।

'তুমি কি প্রতিশোধ নিচ্ছ, ইউস্টেস?' করুণ গলায় বলল জেমস; 'নাহয় একটু ফর্মালিটিই দেখিয়েছি... সেজন্য এমন ফাজলামি করবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যাক, অন্তত ফর্মালিটি তো বন্ধ করলে!' হাসতে হাসতে বলল ইউস্টেস। 'আর না, প্রতিশোধ নিচ্ছি না। ফাজলামিও করছি না তোমাদের সঙ্গে।'

'ফাজলামি না?' রাগী গলায় বলল জেমস। 'উল্কি দিয়ে উইল... তাও কিনা একটা মেয়ের গায়ে! এটা সত্যি হতে পারে? দেখো বন্ধু, চটিয়ো না আমাকে। ভাল হবে না বলছি!'

'হ্যাঁ,' ভাইয়ের সঙ্গে গলা মেলাল জন। 'আমরা কিন্তু আইনের লোক। চাইলে তোমার এমন দশা করতে পারি...'

'মাথা ঠাণ্ডা করে বসো তো!' বলল ইউস্টেস। 'ঠাট্টা করব কেন? আর যদি করতেই চাই, সেটা তো বাসাতেই করতে পারি। এখানে এসে করব কেন? ঈশ্বরের দিব্যি, আমি একদম সত্যি কথা বলছি।'

ওর চেহারায় কোনও কপটতা দেখতে পেল না দু'ভাই। তাই শান্ত হলো, বসে পড়ল যার যার চেয়ারে।

'হুম! খুব ইন্টারেস্টিং কেস মনে হচ্ছে,' বলল জন। 'তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা খুলে বলো, ইউস্টেস।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে শুরু করল ইউস্টেস। অগাস্টা স্মিদার্সের অবিশ্বাস্য ওই কাহিনি শুনতে শুনতে হাঁ হয়ে গেল যমজ দু'ভাই। ও যখন থামল, তখন মুখের ভাষা হারাল ওরা।

'হ্যাঁ, বলো এবার, এ-অবস্থাতে কী করা উচিত আমার?' জিজ্ঞেস করল ইউস্টেস।

মুখে কথা ফুটল না জনের। ব্যাপারটা একেবারেই অভিনব, কী বলবে বুঝতে পারছে না। অসহায়ভাবে ভাইয়ের দিকে তাকাল সাহায্যের আশায়। জেমস অবশ্য সহজে অপ্রস্তুত হয় না, তাই চেহারায় গাম্ভীর্য ধরে রাখল। ভুরু কুঁচকে ভাবল একটু, তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'সন্দেহ নেই, কেসটা খুবই অস্বাভাবিক প্রকৃতির। আমার জানামতে এমন কোনও কেসের নজির নেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অতীতে। তারপরও, বলতে বাধ্য হচ্ছি, ছোটখাট দু'চারটে অস্বাভাবিকতাকে যদি অগ্রাহ্য করা হয়, তা হলে এটাকে অন্যান্য সাধারণ কেসের কাতারে ফেলা সম্ভব।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল ইউস্টেস।

'দেখো, প্রথমেই প্রমাণ করতে হবে,' ওটাকে উইল বলে ধরা যায় কিনা। আমার মতে, যায়। আইন বলছে, উইল হতে হবে লিখিত আকারে; আর উল্কিকে এক ধরনের লেখা বলে মেনে নিতে কোনও অসুবিধে নেই। লেখাটা থাকতে হবে কাগজ, বা পার্চমেন্টে; তবে আমাদের ক্ষেত্রে এটা আছে একটি মেয়ের গায়ের চামড়ায়। কিন্তু আদালতে আমরা যুক্তি দেখাতে পারি, মিস স্মিদার্সের গায়ের চামড়াটা যদি ভালমত রোদে শুকিয়ে নেয়া যায়, তা হলে নিঃসন্দেহে ওটা একটা উৎকৃষ্ট মানের পার্চমেন্টে পরিণত হবে। কাজেই ওঁর চামড়াকে আমরা এক ধরনের কাঁচা পার্চমেন্ট বলে ধরে নিতে পারি।'

কথাটা শুনে না হেসে পারল না ইউস্টেস।

'হাসি থামাও, ইউস্টেস,' বিরক্ত গলায় বলল জেমস। 'আমি সিরিয়াস কথা বলছি।'

'দুঃখিত,' তাড়াতাড়ি বলল ইউস্টেস। 'প্লিজ, বলে যাও।'

'হ্যাঁ, বাহ্যিকভাবে উইলটাকে উইল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি আমরা,' খেই ধরল জেমস। 'এখন আসি নিয়মকানুনের ব্যাপারে। যতদূর বুঝলাম—উইলকারী এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিতে একজন লেখকের মাধ্যমে... যদি ওই উল্কি-শিল্পীকে লেখক ধরি আর কী... সম্পাদন করা হয়েছে উইলটা। সবাই স্বাক্ষরও করেছে। স্বাক্ষরের সঙ্গে একটা শপথবাণী থাকলে ভাল হতো, তবে না থাকলেও খুব একটা অসুবিধে নেই। উইলটা যে আইনসম্মতভাবে তৈরি করা হয়েছে, সেটা আমরা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সমস্যা শুধু একটাই—উইলে কোনও তারিখ দেয়া হয়নি। কাজেই ওটা যে মি. জোনাথন মিসনের সর্বশেষ উইল, সেটা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বেশ বড় একটা সমস্যা বটে! তবে এটারও একটা সমাধান রয়েছে। আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে, ডিসেম্বরের উনিশ তারিখ... মানে যে-দিন ক্যাঙ্গারু জাহাজটা ডুবে গেল... তখন পর্যন্ত মিস স্মিদার্সের গায়ে কোনও ধরনের উল্কি ছিল না। উল্কিটা পাওয়া গেছে পঁচিশে ডিসেম্বর... মানে যে-দিন তিনি উদ্ধার পেলেন, সে-দিন! প্রথমটার জন্য আমরা সাক্ষ্য নেব লেডি হোমহার্স্টের, আর পরেরটার জন্য মিসেস টমাসের। তা হলেই প্রমাণ হয়ে যাবে—ডিসেম্বরের ১৯ থেকে ২৫ তারিখের ভিতর মিস স্মিদার্সের গায়ে উল্কির সাহায্যে উইলটা লেখা হয়েছে, যা মি. জোনাথন মিসনের অন্য উইলটার চেয়ে বেশ কিছুদিন পর।'

'চমৎকার বলেছ তো!' প্রশংসার সুরে বলল ইউস্টেস, জেমসের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়েছে। 'দেখছি ঠিক লোকের কাছেই এসেছি! কিন্তু আরেকটা সমস্যা তো রয়ে গেছে, বন্ধু। আদালত প্রোবেট ইস্যু করে দিয়েছে আগের উইলটার ব্যাপারে, এখন আমরা কী করব?'

'প্রোবেট?' হাসল জেমস। 'ওটা অলঙ্ঘনীয় কোনও আইন নয়, ইউস্টেস। পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ইস্যু করা হয় ওটা, চাইলে বদলে ফেলাও যায়। মামলার প্রাথমিক ফর্মালিটিগুলো সারতে পারলে আমরা আবেদন জানাব ওটাকে বাতিল করার জন্য। কোর্টকে অনুরোধ করব নতুন উইলের বৈধতা ঘোষণা করতে। সেটার জন্য উইলের সঙ্গে একটা *লেটার অভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন* জুড়ে দেবে আদালত...'

'এক মিনিট,' বাধা দিয়ে বলল ইউস্টেস। 'লেটার অভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আবার কী জিনিস? অগাস্টার সঙ্গেই বা ওটাকে

www.BanglaBook.org

জুড়ে দেবে কীভাবে?'

প্রশ্নটা না শোনার ভান করে জেমস তার ভাইকে বলল, 'ভাল কথা, মিস স্মিদার্সকে... মানে উইলটাকে যত দ্রুত সম্ভব রেজিস্ট্রি অফিসে দাখিল করে দেয়া দরকার। এফিডেভিটের কাগজপত্র তৈরি করাতে হবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল জন, যেন এর চেয়ে সহজ আর স্বাভাবিক কাজ দুনিয়াতে আর নেই।'

'অ্যাই!' কড়া গলায় বলল ইউস্টেস। 'তোমাদের কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? জলজ্যান্ত একজন মানুষকে কীভাবে রেজিস্ট্রি অফিসে দাখিল করব আমরা? এ তো অসম্ভব!'

'অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল জেমস। 'উইলটা দাখিল না করে এক কদমও এগোতে পারব না আমরা। হুঁ, যদ্দূর মনে পড়ে সমারসেট হাউসের রেজিস্ট্রি অফিসে ড. প্রোবেট এখন চিফ রেজিস্ট্রার। আগামীকালই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলি, কী বলো?'

'কী নাম বললে?' অবাক হলো ইউস্টেস। 'ড. প্রোবেট?'

'অদ্ভুত, না?' হাসল জেমস। 'আমাদের কেসের সঙ্গে বড়ই মিল... ব্যাপারটাকে শুভ লক্ষণ বলে ধরতে পারি।'

কী বলবে বুঝতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল ইউস্টেস।

'তা হলে কালকের অ্যাপয়েন্টমেন্টই নিচ্ছি,' বলল জেমস। 'আর হ্যাঁ, আমাকে সাহায্য করার জন্য জনকে রাখতে পারব তো?'

'ওর যদি কোনও আপত্তি না থাকে,' বলল ইউস্টেস।

'কীসের আপত্তি?' প্রায় লাফিয়ে উঠল জন। 'এমন একটা কেস পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার।'

'বেশ, তা হলে তো আর কোনও কথাই রইল না,' খুশি হলো জেমস।

www.BanglaBook.org

'ইয়ে... একটা ব্যাপার কিন্তু রয়ে গেছে,' ইতস্তত করে বলল ইউস্টেস। 'আ... আমার কাছে কিন্তু এ-মুহূর্তে টাকা-পয়সা বলতে তেমন কিছুই নেই। সবমিলিয়ে হয়তো পঞ্চাশ পাউণ্ড জোগাড় করতে পারব। এ দিয়ে তোমাদের পারিশ্রমিক মেটাব কীভাবে? মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানো তো আরও পরের কথা।'

ভাইয়ের সঙ্গে চোখে চোখে কথা হলো জেমসের তারপর বিমর্ষ কণ্ঠে বলল, 'পঞ্চাশ পাউণ্ডে তো হাতখরচও পোষাবে না আমাদের।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' একমত হলো জন। 'তা ছাড়া আমরা কম টাকা নিলেও লাভ হচ্ছে না। কিন্তু একটা মামলা চালাতে গেলে উকিলের পারিশ্রমিক ছাড়াও আরও অনেক রকম খরচ আছে. সেসব ম্যানেজ করবে কীভাবে?'

'কী জানি!' হতাশ গলায় বলল ইউস্টেস। 'আমি কোনও পথ দেখতে পাচ্ছি না।'

'পরিচিত কারও কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিতে পারবে না?' জিজ্ঞেস করল জন।

'লেডি হোমহার্স্টকে বলে দেখতে পারি। সম্পত্তির একটা অংশ ওঁকে লিখে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে নিশ্চয়ই মামলার খরচ চালাতে রাজি হবেন।'

'অসম্ভব!' মাথা নাড়ল জন। 'অমন কোনও চুক্তিতে যেয়ো না। নিজেই বিপদে পড়ে যাবে।'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল জেমস। 'আদালত যদি ব্যাপারটা জানতে পারে, তা হলে সেটা খুব খারাপ চোখে দেখবে। তা ছাড়া মামলায় যে জিতবেই তুমি, এমন তো কোনও গ্যারাণ্টি নেই। নিশ্চিত কেসও আইনের মারপ্যাঁচে হেরে যেতে হয়। মাঝখান থেকে বিশাল এক ঋণের বোঝার তলায় চাপা পড়বে তুমি।'

'বিনে পয়সায় কাজ করলে কেমন হয়?' বলল জন। 'কেসটা

www.BanglaBook.org

ইন্টারেস্টিং, টাকার কথা ভেবে এটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। আর কিছু না হোক, আমাদের অভিজ্ঞতা তো বাড়বে।'

'কথাটা মন্দ বলোনি,' জেমস স্বীকার করল। 'কিন্তু আমাদের পেশার একটা অলিখিত নিয়ম আছে—তা হলো বিনে পয়সায় কোনও কাজ না করা। যত ছোটই হোক, আইনি সহায়তার জন্য ফি আমাদেরকে নিতেই হবে। যদি না নিই, অন্যেরা ছি ছি করবে!'

'করবেই তো। তোমরা... উকিলরা যে কেমন টাকার কাঙাল, তা আমি ভাল করেই জানি,' বিদ্রূপ ফুটল ইউস্টেসের কণ্ঠে।

কথাটা শুনে আহত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল দুই ভাই। অপমানটা গায়ে লেগেছে ওদের। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাষা হারাল। শেষে জন বলল, 'একটা কাজ করতে পারি আমরা। ফি নেবার কথা আছে; কিন্তু ফিরিয়ে দেয়া যাবে না, এমন তো কোনও কথা নেই। আমাদেরকে চেক লিখে দিক ইউস্টেস, পরে নাহয় টাকাটা ফিরিয়ে দেব।'

'ভাল প্রস্তাব,' মাথা ঝাঁকাল জেমস।

'ব্যাঙ্কে ফুটো পয়সাও নেই আমার,' ইউস্টেস বলল। 'চেক দিয়ে কী করবে? ভাঙাতে তো পারবে না।'

'চেকটা আমরা ব্যাঙ্কে জমা দেব না,' জেমস বলল। 'ওটা আমার কাছেই থাকবে। চেক পেলে ধরে নেব টাকাটা পেয়েছি, এবং সেই হিসেবেই নিজের ট্যাঁকের পয়সা খরচ করতে থাকব। মামলায় যদি জিততে পারি, তখন নাহয় ভাঙানোর কথা ভাবা যাবে। আর যদি না জিতি, চেকটা তোমাকে ফিরিয়ে দেব।'

'মাঝখান থেকে তোমাদের একগাদা টাকা গচ্চা যাবে না?' ভুরু কোঁচকাল ইউস্টেস।

'গেলে যাক,' জন বলল। 'ফলাফলটা বড় নয়, এমন একটা মামলা লড়তে পারলেই নামডাক হয়ে যাবে আমাদের। সেটাই

www.BanglaBook.org

দরকার।'

হাসি ফুটল ইউস্টেসের মুখে। কোটের পকেট থেকে নিজের চেকবইটা বের করে আনল ও।

সতেরো

অগাস্টা দাখিল হলো

বিকেল বেলা হ্যানোভার স্কয়্যারে লেডি হোমহার্স্টের বাড়িতে ফিরে এল ইউস্টেস। অগাস্টাকে খুলে বলল উকিলের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ, সেই সঙ্গে জানাল—পরদিন সকালে সমারসেট হাউসের রেজিস্ট্রি হাউসে যেতে হবে ওকে উইলটা দাখিল করার জন্য। যদিও প্রেমিকের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সবকিছু করবার শপথ নিয়েছে অগাস্টা, তারপরও প্রস্তাবটার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলো। লেডি হোমহার্স্টও পক্ষ নিলেন ওর।

'অসম্ভব!' বলল অগাস্টা। 'অজানা-অচেনা একটা পুরুষের সামনে কাপড় সরিয়ে কাঁধ আর পিঠ দেখাব আমি? তা কী করে হয়? আর দাখিল হবার ব্যাপারটাই বা কী? আমাকে ওখানে থেকে যেতে হবে?'

'একটু শান্ত হও,' ইউস্টেস অনুরোধ করল। 'আমার উকিল বলছে, এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এ-ধরনের কেসে কোর্টের কর্মকর্তার হাতে উইলটা জমা দেয়াই নিয়ম।'

'আমাকে জমা নিয়ে কী করবেন উনি? সিন্দুকে ঢুকিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাখবেন? আমি কি সিন্দুকে ঢুকিয়ে রাখার জিনিস?'

'সেটা আমি জানি না,' স্বীকার করল ইউস্টেস। 'আমার উকিল বলছে, সমস্যাটার সমাধান কীভাবে করা হবে, সেটা চিফ রেজিস্ট্রারের মাথাব্যথা। একটা সম্ভাবনা হলো, তিনি তোমাকে নিজের জিম্মায় নিয়ে নেবেন। মানে, কেসটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে আদালতের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে।'

'একা?'

'না,' ইউস্টেস মাথা নাড়ল। 'ওই রেজিস্ট্রারের কাছে তোমাকে কিছুতেই একাকী ফেলে আসব না আমি। দরকার হলে নিজেও রয়ে যাব।'

'কেন?'

'কারণ তোমাকে দেখলেই লোকে প্রেমে পড়ে যায়, অগাস্টা,' বলল ইউস্টেস। 'হোক সে এক বুড়ো রেজিস্ট্রার, কিংবা রেজিস্ট্রি অফিসের জোয়ান কেরানি! কখন কী ঘটে যায়... ওদের মাঝখানে তোমাকে একাকী কিছুতেই রেখে আসার ঝুঁকি নেয়া যায় না।'

হেসে ফেলল অগাস্টা ওর কথা শুনে। থমথমে পরিবেশটা সহজ হয়ে এল মুহূর্তে।

পরদিন সকালে অফিসে গেল ইউস্টেস, কয়েকদিনের ছুটি নিল, তারপর জন শর্টকে নিয়ে হাজির হলো হ্যানোভার স্কয়ারে, ওখান থেকেই সরাসরি যাবে সমারসেট হাউসে। ঘড়িতে তখন বেলা এগারোটা। অগাস্টাকে তৈরি অবস্থায় পাওয়া গেল, লেডি হোমহার্স্টও ওর সঙ্গে যাবেন বলে মনস্থির করেছেন। জনের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল ইউস্টেস। রওনা হবার আগে উইলটা দেখে নিতে চাইল জন, কিন্তু অগাস্টা রাজি হলো না। বলল, রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে দেখাবে। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকাল সলিসিটর।

ক্যারিজে চড়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে গেল ওরা।

www.BanglaBook.org

বিল্ডিংটা প্রাচীন, বিবর্ণ। ভিতরে ঢুকতেই সোঁদা গন্ধ নাকে ভেসে এল। সরু কয়েকটা করিডর পেরিয়ে বিশাল একটা কামরায় ওদেরকে নিয়ে গেল জন, ওখানে নানা রকম কাগজপত্র আর পুরনো টেবিল-চেয়ার নিয়ে বসে আছে সরকারি কিছু কেরানি। নিজেদের নাম এন্ট্রি করাল জন, তারপর সবাইকে নিয়ে বসল দর্শনার্থীদের জন্য নির্ধারিত বেঞ্চে।

প্রায় আধঘণ্টা ওখানে অপেক্ষা করতে হলো ওদেরকে, এর মাঝে অগাস্টা অনুভব করল—সবার কৌতূহলী দৃষ্টি সেঁটে আছে ওর উপর। ফিসফাস করতে শুরু করল অনেকে। কান খাড়া করে হলুদ চুলঅলা এক কেরানির কথা শুনল ও, লোকটা ওকে বিখ্যাত এক ডিভোর্সের মামলার বিবাদী ভাবছে—ওই কেসের গল্প জুড়েছে পাশের জনের সঙ্গে।

একটু পরেই কামরার এক প্রান্তের একটা বড় দরজা খুলে এক পিয়ন উঁকি দিল। চড়া গলায় ঘোষণা করল নাম, 'মিসন এবং শর্ট! এবার আপনাদের পালা।'

বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ল সবাই, পথ দেখিয়ে জন শর্ট ওদেরকে নিয়ে গেল পাশের কামরায়। বেশ বড় ওটা, আলোকিত। মাঝখানে একটা বিশাল টেবিল নিয়ে বসে আছেন মাঝবয়েসী চিফ রেজিস্ট্রার... ড. প্রোবেট। ওরা সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই উঠে হাত মেলালেন, তারপর সবাইকে বসতে বললেন ইশারায়।

'হ্যাঁ, বলুন কী করতে পারি, মিস্টার...' চোখে চশমা লাগিয়ে সামনের কাগজ দেখে নিলেন রেজিস্ট্রার। '...শর্ট? যদ্দূর বুঝতে পারছি, আপনি একটা উইল দাখিল করতে চান, যাতে কিছুটা অস্বাভাবিকত্ব আছে—এই তো?'

'জী, সার,' ভারিক্কি গলায় বলল জন। 'ওয়ারউইক কাউন্টির পম্পাডর হুলের মি. জোনাথন মিসনের সত্যিকার উইল ওটা, তাঁর দুই মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির বিষয়ে। সমস্যা হচ্ছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর.এম.এস ক্যাঙ্গারু-র সঙ্গে ভদ্রলোক ডুবে গিয়েছেন বলে ধারণা করেছিল সবাই, সেই মোতাবেক একটা প্রোবেট-ও ইস্যু করা হয়েছে আদালতের পক্ষ থেকে—তাঁর সর্বশেষ উইলটা কার্যকর করবার জন্য। কিন্তু আসল ঘটনা হলো, মি. মিসন জাহাজডুবিতে মারা যাননি, মারা গেছেন ওই ঘটনার কয়েকদিন পর, কারগুলেন নামে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা নির্জন দ্বীপে। মৃত্যুর আগে আরেকটা উইল করে গেছেন তিনি, আর তাতে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন তাঁর একমাত্র ভাইপো ইউস্টেস এইচ. মিসনকে। মিস অগাস্টা স্মিদার্স...'

'কী?' চমকে উঠলেন রেজিস্ট্রার। 'কোন্ মিস স্মিদার্স? যার কথা গত দু'দিন ধরে পত্রিকায় লেখা হচ্ছে? মানে... কারগুলেন দ্বীপের নায়িকা অগাস্টা স্মিদার্স?'

'জী, আমিই সে,' বিব্রতকণ্ঠে বলল অগাস্টা, 'আর ইনি হচ্ছেন লেডি হোমহার্স্ট। ওঁর স্বামীও...' বলতে গিয়ে থেমে গেল ও।

চেয়ার ছেড়ে আবার উঠে পড়েছেন চিফ রেজিস্ট্রার। নতুন করে হাত মেলালেন অগাস্টার সঙ্গে, বাউ করলেন লেডি হোমহার্স্টকেও। বললেন, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি, মিস স্মিদার্স!'

ভুরু কুঁচকে ভদ্রলোকের কাণ্ডকারখানা দেখল ইউস্টেস। গদগদ ভাবটা মোটেই পছন্দ হলো না। নাহ্, এই লোকের হাতে অগাস্টাকে কিছুতেই একা রেখে যাওয়া যাবে না।

জনও বিরক্ত হয়েছে রেজিস্ট্রারের আচরণে। কাজের কথার মাঝখানে অকারণ বিরতি কার-ই বা ভাল লাগে। ভদ্রলোক চেয়ারে ফিরতেই বলল, 'উইলটা আপনি এখুনি দেখে নিলে ভাল হয়, সার। আগেই বলে রাখছি, ওটা একটু অস্বাভাবিক ধরনের।' অগাস্টার দিকে তাকাল সে। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠল তরুণী

www.BanglaBook.org

লেখিকা।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' বললেন রেজিস্ট্রার। 'উইলটা কি মিস স্মিদার্সের কাছে? দিন, পড়ে দেখি।'

'এক্সকিউজ মি, সার। মিস স্মিদার্স *নিজেই* সেই উইল।'

ভুরু কুঁচকে সলিসিটরের দিকে তাকালেন রেজিস্ট্রার। 'দুঃখিত, আমি ঠিক...'

'উইলটা মিস স্মিদার্সের কাঁধে উল্কি করা আছে,' শান্ত গলায় ব্যাখ্যা করল জন।

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন রেজিস্ট্রার, আরেকটু হলে চেয়ার থেকে পড়ে যেতেন।

'ঠিকই শুনছেন, সার,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল জন, যদিও রেজিস্ট্রারের প্রতিক্রিয়া দেখে মজাই পাচ্ছে। 'উল্কির সাহায্যে উইলটা লেখা হয়েছে মিস স্মিদার্সের কাঁধে। এখন ওটা আপনার কাছে পরীক্ষার জন্য পেশ করা আমার দায়িত্ব।'

'পরীক্ষা! পরীক্ষা!!' হতভম্ব গলায় বললেন রেজিস্ট্রার। 'কীভাবে আমি ওটা পরীক্ষা করব, বলতে পারেন?'

'সেটা আপনার সমস্যা, আমাদের নয়,' বলল জন। 'তবে আপনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উইলটা সমেত একটা আবেদন দাখিল করতে চাই আমরা।'

ফ্যাল ফ্যাল করে সবার মুখের দিকে তাকালেন রেজিস্ট্রার, দীর্ঘ কর্মজীবনে নানান পরিস্থিতি সামলেছেন তিনি, কিন্তু এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হননি... কেউ হয়েছে বলে শোনেনওনি। বেচারার অসহায় অবস্থা দেখে একটু করুণাই অনুভব করল অগাস্টা।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন ভদ্রলোক। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'আমায় ক্ষমা করবেন, আসলে এ-ধরনের কেস সামলাবার অভিজ্ঞতা নেই আমার, তাই একটু চমকে গেছি। কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাই বলে কর্তব্যে অবহেলাও করতে পারি না। সত্যিই যদি আপনারা ওই উইল নিয়ে লড়াই করতে চান তো আমি বাধা দেবার কে? ঠিক আছে, দেখান আমাকে ওটা। মিস স্মিদার্স, প্রাইভেসি চাইলে আমার বাথরুমটা ব্যবহার করতে পারেন।'

'তার দরকার হবে না,' অগাস্টা বলল। তারপর খুলে ফেলল গায়ের ওভারকোট। তলায় গতকালকের সান্ধ্য পোশাকটা পরে আছে। ওড়না সরিয়ে রেজিস্ট্রারের দিকে পিঠ ফেরাল ও।

চোখে চশমা লাগিয়ে উইলটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন রেজিস্ট্রার। তারপর বললেন, 'হুম! খুবই অদ্ভুত... এমন জিনিস আগে কখনও দেখিনি আমি। উল্কির সাহায্যে পুরোদস্তুর একটা উইল... তাও কিনা স্বাক্ষরসমেত! আরে... তারিখ কোথায়? কাপড়ের তলায় ঢাকা পড়েছে নাকি?'

'জী না,' অগাস্টা মাথা নাড়ল। 'তারিখ নেই। উল্কি করার যন্ত্রণা আর সইতে পারছিলাম না আমি। পুরোটা এক বসাতেই করা হয়েছে কি না! আরেকটু হলে অজ্ঞান হয়ে যেতাম।'

'তাতে অবাক হচ্ছি না,' বললেন রেজিস্ট্রার। 'আপনার সহনশক্তির প্রশংসা করতে বাধ্য হচ্ছি, মিস স্মিদার্স। সাহসেরও।'

বিরক্ত হলো ইউস্টেস। বুড়ো ব্যাটা অগাস্টার প্রেমে পড়ে গেল নাকি? এভাবে তোষামোদ করছে কেন?

উইলটা দেখা শেষ হয়েছে রেজিস্ট্রারের, ফিরে এলেন নিজের চেয়ারে। বললেন, 'তারিখ নিয়ে খুব একটা সমস্যা দেখছি না। তারিখ না থাকলেই যে উইলের বৈধতা থাকবে না, এমন কোনও কথা নেই। কবে ওটা লেখা হয়েছে, সেটার বিকল্প প্রমাণ দেখাতে পারলেই চলে। কিন্তু ও-ব্যাপারে আমার মন্তব্য না করাই ভাল। নিজের সমস্যাটা দেখতে হবে আমাকে। মিস স্মিদার্স, ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো? উইল হিসেবে নিজেকে রেজিস্ট্রিতে দাখিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে এসেছেন আপনি, এখন নিজেই ভেবে বলুন—কী করতে পারি আমি? এটা তো পরিষ্কার যে, অন্যান্য উইলের সঙ্গে আপনাকে সিন্দুকে তালা মেরে রাখা যাবে না, আবার চলেও যেতে দেয়া যাবে না আপনাকে। আইন অনুসারে আদালতের নির্দেশ ছাড়া কোনও ডকুমেন্ট আমি নিজের জিম্মা থেকে হাতছাড়া করতে পারি না। আপনাকে জোর করে ধরে রাখাটাও মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ে চলে যাবে। এখন বলুন, কী করব? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমার একটা পরামর্শ আছে,' বলল জন। 'উইলের একটা সার্টিফায়েড কপি জমা রাখতে পারেন আপনি। এভিডেভিটের জায়গায় এই বিশেষ কেসটার অস্বাভাবিকত্বের কথাটা উল্লেখ করে দিলেই সমস্ত ঝামেলা মিটে যায়।'

'আহ্, ভাল একটা বুদ্ধি দিয়েছেন,' বললেন রেজিস্ট্রার। চশমা খুলে রুমালে কাঁচ ঘষতে শুরু করলেন। 'মিস স্মিদার্স আপত্তি না করলে সার্টিফায়েড কপির চাইতেও ভাল একটা জিনিস জমা রাখতে পারি আমি—ফটোগ্রাফিক কপি! ছবি তুলে রাখব উইলটার। সম্ভ্রান্ত একজন মহিলার উন্মুক্ত দেহের ছবি তোলাটা যদিও একটু খারাপ দেখায়, তারপরও ওটা করা গেলে অবাঞ্ছিত অনেক ঝামেলা এড়ানো যাবে।'

'কী বলো, অগাস্টা?' জানতে চাইলেন লেডি হোমহার্স্ট। 'রাজি আছ?'

'রাজি না হয়ে উপায় কী?' কাঁধ ঝাঁকাল অগাস্টা। 'আমি তো এখন জনগণের সম্পত্তি!'

'বেশ,' বললেন রেজিস্ট্রার। 'তা হলে আমাকে একটু সময় দিন। কাছেই এক ফটোগ্রাফার থাকে, ওকে খবর পাঠাই। দেখি, কখন আমাদেরকে সময় দিতে পারে ও।'

লোক পাঠানো হলো, আধঘণ্টার মধ্যে এসে গেল জবাব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফটোগ্রাফার এখন ব্যস্ত, তবে বিকাল তিনটায় আসতে পারবে।

'হুম, তার মানে তিনটার আগে মিস স্মিদার্সকে আমি হাতছাড়া করতে পারছি না,' বললেন রেজিস্ট্রার। 'কী করা যায় ততক্ষণ?' ঘড়ি দেখলেন, দুপুর হয়ে গেছে। 'আপাতত আর কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই আমার। এক কাজ করলে কেমন হয়? চলুন লাঞ্চটা সবাই একসঙ্গেই সারি। সিম্পসনের রেস্তোরাঁ এখান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ, ওখানকার খাবারটাও ভাল। কী বলেন আপনারা?'

আপত্তি করল না কেউ। ফলে একটু পরেই লেডি হোমহার্স্টের ক্যারিজে চড়ে সিম্পসনের রেস্তোরাঁয় হাজির হলো সবাই। জন অবশ্য এল না, কী যেন কাজ আছে তার, চলে গেল সেটা সারতে। বলল তিনটার আগে ফিরবে।

নিজ খরচে সবাইকে জম্পেশ লাঞ্চ করালেন রেজিস্ট্রার। ওঁর ভদ্রতা দেখে মুগ্ধ হলো অগাস্টা আর লেডি হোমহার্স্ট. ইউস্টেসও স্বীকার করতে বাধ্য হলো, লোকটা আসলেই ভালমানুষ। খামোকাই সন্দেহ করছিল। গল্পে মেতে উঠল সবাই, রেজিস্ট্রারকে নিজের আদ্যোপান্ত কাহিনি খুলে বলল অগাস্টা।

খাওয়া শেষে অগাস্টা আর ইউস্টেসকে লক্ষ্য করে রেজিস্ট্রার বললেন, 'লেডি হোমহার্স্টের কাছে শুনলাম, আপনারা বিয়ে করতে যাচ্ছেন। সুসংবাদ... অত্যন্ত সুসংবাদ। তবে তারপরও আমি কয়েকটা ব্যাপারে সাবধান করে দিতে চাই। আসলে... বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে আমার ব্যাপক অভিজ্ঞতা আছে, কারণ রেজিস্ট্রি অফিসে যোগ দেয়ার আগে দীর্ঘদিন আমি ডিভোর্স কোর্টে কাজ করেছি। চমৎকার সব বিয়েও শুধুমাত্র ছোট্ট ভুলের কারণে ভেঙে যায়, দাম্পত্যজীবনে নেমে আসে অশান্তি। না, আপনাদের মধ্যকার ভালবাসা নিয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। এমন রোমান্টিক গল্প আমি নিজে কোনোদিন

www.BanglaBook.org

শুনিনি। প্রেমিকার জন্য চাচার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন আপনি, মি. মিসন, সমস্ত সম্পত্তি হারিয়েছেন। আবার সেই প্রেমিকাই নিজের গায়ে উল্কি এঁকে সবকিছু ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে... এসব তো কল্প-কাহিনিকেও হার মানায়। বুঝতে পারছি, পরস্পরের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা আছে আপনাদের। কিন্তু বিয়ের পর যদি সে-ভালবাসায় ঘাটতি পড়ে, তখুনি দেখবেন সব এলোমেলো হয়ে গেছে। মি. মিসন, ভাগ্যবান আপনি—মিস স্মিদার্সের মত সাহসী, প্রতিভাবান এবং ত্যাগী একজন স্ত্রী পাচ্ছেন। তাঁর মহত্ত্বের কথা শুধু বিয়ের আগে নয়, বিয়ের পরেও... সারাজীবন স্মরণে রাখার পরামর্শ দেব আমি। মিস স্মিদার্স, অনেক বড় একটা ত্যাগ করছেন আপনি মি. মিসনের জন্য। কিন্তু তাই বলে কখনও ওঁকে করুণার চোখে দেখবেন না। মনে রাখবেন, আপনারা একে অন্যের পরিপূরক। যদি এই কথাগুলো খেয়াল রাখেন, তা হলে আশা করি কোনোদিন ডিভোর্স কোর্টের এজলাস দেখার দুর্ভাগ্য হবে না আপনাদের।

'যা-ই হোক, ভারী ভারী কথা বলে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না। প্রসঙ্গটার ইতি টানতে চাই আমি আপনাদের উজ্জ্বল ও সুখী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় পান করে।'

মদের গ্লাস তুলে ধরলেন রেজিস্ট্রার, তাঁর দেখাদেখি বাকিরাও।

'ধন্যবাদ, সার,' মৃদু গলায় বলল অগাস্টা। 'আপনার কথা মনে রাখব আমি সারাজীবন।'

তিনটা বাজার আগেই রেজিস্ট্রি অফিসে ফিরে এল সবাই। যথাসময়ে ফটোগ্রাফারও হাজির হয়ে গেল। কী করতে হবে, সেটা শুনে লোকটা একটু অবাক হলো, কিন্তু উচ্চবাচ্য করল না।

ওভারকোট খুলে তৈরি হলো অগাস্টা, ওর কাঁধ আর পিঠের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নেয়া হলো। ফটোগ্রাফার জানাল, কাটলফিশের কালিতে লেখা কথাগুলো ছবিতে বেশ ভালই দেখা যাবে, কাজেই নির্ভাবনায় থাকতে পারে ওরা। দুএকদিনের মধ্যেই ছবিগুলো ওয়াশ করে রেজিস্ট্রারের কাছে পৌঁছে দেবে।

'তা হলে এখন আপনি যেতে পারেন, মিস স্মিদার্স,' বললেন রেজিস্ট্রার। 'আপনাকে আটকে রাখার বাধ্যবাধকতা শেষ হলো আমার।'

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানাল ওরা। তারপর বেরিয়ে এল রেজিস্ট্রি অফিস থেকে। মনের উপর থেকে দুশ্চিন্তার বোঝাটা হালকা হয়ে গেছে অনেকটাই। প্রথম ধাপটা সহজেই পার হওয়া গেছে। কিন্তু এরপর কী ঘটবে, কে জানে!

আঠারো

অগাস্টার বিপদ

পাঠক ইতোমধ্যে জানতে পেরেছেন, অগাস্টার কাহিনি সারাদেশে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পত্রিকায় ওর ছবি ছাপা হবার পর সেটা বেড়েছে আরও, বিশেষ করে সবাই যখন জানতে পেরেছে, জাহাজডুবির শিকার এই মেয়েটি তরুণী এবং অপূর্ব সুন্দরী। তবে আলোড়নটা কয়েক গুণ বেড়ে গেল উল্কি করা উইলের ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায়। রেজিস্ট্রির জন্য তোলা ছবিগুলো টাকার লোভে কে যেন ফাঁস করে দিল পত্রিকাঅলাদের কাছে—রেজিস্ট্রি

www.BanglaBook.org

অফিসের কেরানি, কিংবা ফটোগ্রাফার নিজেই! সেগুলো বড় বড় করে ছাপা হলো সব কাগজের প্রথম পাতায়। ব্যাপারটা কতটা গুরুতর আকার ধারণা করেছে, সেটা টের পেল অগাস্টা একটু দেরিতে।

ছবি তোলার চারদিন পরের ঘটনা। লেডি হোমহার্স্টের জন্য টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কিনতে রিজেন্ট স্ট্রিটে যেতে হলো ওকে। সাড়ে বারোটায় বেরুল, সঙ্গে লেডি হোমহার্স্টের এক পরিচারিকা। বাড়ি থেকে বের হতেই কৌতূহলী কয়েকজন মানুষকে দেখতে পেল ও, বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করছে। অগাস্টা রাস্তায় নামতেই ওকে অনুসরণ করতে শুরু করল। ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে হাঁটতে থাকল ও, হ্যানোভার স্কয়্যারের খুব কাছেই রিজেন্ট স্ট্রিট, তাই ক্যারিজ নিল না। তাতে মস্ত ভুল করল। পিছু নেয়া মানুষগুলোর সংখ্যা বাড়তে শুরু করল। রিজেন্ট স্ট্রিটে যখন পৌঁছুল, তখন ছোটখাট একটা মিছিল সৃষ্টি হয়ে গেছে ওর পিছনে।

কিছুদূর যেতেই রাস্তার পাশে দাঁড়ানো এক পত্রিকা-বিক্রেতাকে দেখতে পেল অগাস্টা, হাঁকডাক করে সেদিনের কাগজ বিক্রি করছে। শুরুতে বুঝতে পারল না কথাগুলো, আঞ্চলিক টানে কথা বলছে লোকটা। তবে রমরমা ব্যবসা করছে লোকটা, তার চারপাশে উৎসাহী খদ্দেরের ভিড়, প্রত্যেকে দু'চারটে পত্রিকা না কিনে ফিরছে না। কৌতূহলী হয়ে উঠল ও, এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল লোকজনের মাঝ দিয়ে। পরমুহূর্তে চমকে উঠল। পত্রিকার প্রথম পাতায় এ তো ওর-ই ছবি! রেজিস্ট্রি অফিসে তোলা ছবি! খোলা কাঁধ আর পিঠের উপর জ্বলজ্বল করছে মি. মিসনের উইল, আর সেটা দেখার জন্যই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সবাই।

এতক্ষণে পত্রিকা-বিক্রেতার কথাগুলো বুঝতে পারল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অগাস্টা। সে চেঁচাচ্ছে: 'গরম ছবি! ক্যাঙ্গারু জাহাজডুবির নায়িকা মিস স্মিদার্সের গরম ছবি! দেখুন ভাইয়েরা, তার চামড়ায় অদ্ভুত এক উইল...'

'সর্বনাশ!' পরিচারিকার দিকে তাকিয়ে বলল অগাস্টা। 'আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা ঠিক হবে না। বাড়ি ফিরে চলো!'

তাড়াতাড়ি উল্টো ঘুরল ওরা। মুখোমুখি হয়ে গেল হ্যানোভার স্কয়্যার থেকে পিছু নেয়া লোকগুলোর। আগ্রাসী ভঙ্গিতে তারা এগিয়ে এল ওদের দিকে, ইতোমধ্যে অগাস্টার পরিচয়ের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ্ হয়েছে তারা।

'ও-ই সেই মেয়ে!' বলল কে যেন।

'অগাস্টা স্মিদার্স?' বলল আরেকজন।

'হ্যাঁ। কারগুলেন দ্বীপের নায়িকা... উল্কি দিয়ে ওর পিঠেই লেখা হয়েছে মিসনের উইলটা!'

পত্রিকা কেনায় ব্যস্ত খদ্দেরদের কানেও গেল কথাগুলো। সবাই ফিরল অগাস্টার দিকে, ধীরে ধীরে ঘিরে ধরল ওকে। শুরু হলো হৈচৈ। চারদিকে তাকিয়ে প্রমাদ গুনল অগাস্টা, শান্ত-শিষ্ট জটলা নয়, এরা উন্মত্ত হয়ে উঠছে। কী ঘটিয়ে বসে কোনও ঠিক নেই। কয়েকজনের চোখে ইতোমধ্যে লালসা ফুটে উঠেছে, ওর জামা ছিঁড়ে উইলটা দেখতে চায়। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও।

কয়েক মুহূর্ত পর ভেসে এল লাঠিচার্জের আওয়াজ। ওর চিৎকার শুনে এগিয়ে এসেছে কয়েকজন পুলিশ। এক ভদ্রলোকও সাহায্য করছেন তাদের। জটলাটা ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হলো, তারপর একটা ক্যাব ডেকে তাতে তুলে দেয়া হলো অগাস্টা আর লেডি হোমহার্স্টের পরিচারিকাকে। উত্তেজিত জনতার একাংশ ছুটে এল ক্যাবটাকে লক্ষ্য করে, কিছুতেই অগাস্টাকে হাতছাড়া করতে চায় না, তাদেরকে ঠেকাতে হিমশিম খেয়ে গেল পুলিশ। তাড়াতাড়ি ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাল কোচোয়ান, ক্যাবটাকে

www.BanglaBook.org

উড়িয়ে নিয়ে চলল হ্যানোভার স্কয়্যারের দিকে।

শক্ত ধাতের মেয়ে অগাস্টা, তারপরও রিজেন্ট স্ট্রিটের ঘটনাটা দেখে সাহস হারিয়ে ফেলল। সবকিছু শোনার পর লেডি হোমহার্স্ট আর নিজের বাড়িকে নিরাপদ মনে করলেন না। সেদিন বিকেলেই চুপিসারে অগাস্টাকে নিয়ে টেমস নদীর ধারে একটা হোটেলে চলে গেলেন।

অফিস থেকে ফেরার পথে ব্যাপারটা আবিষ্কার করল ইউস্টেসও—প্রতিটা পত্রিকার দোকান আর রাস্তার মোড়ে বিক্রি হচ্ছে ওর প্রেমিকার প্রায়-অনাবৃত দেহের ছবি। মাথায় আগুন ধরে গেল ওর, তৎক্ষণাৎ গিয়ে পাকড়াও করল রেজিস্ট্রি অফিসের সেই ফটোগ্রাফারকে. প্যাঁদানি খাবার ভয়ে লোকটা স্বীকার করল, সে-ই ছবিগুলো বিক্রি করেছে সবখানে। পুরো ছয়শো পাউণ্ড আয় হয়েছে তার, টাকার লোভ সামলাতে পারেনি।

ওখান থেকে ফিরে সন্ধ্যাবেলায় সমস্যাটার সমাধান বের করার জন্য যমজ দুই ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করল ইউস্টেস। পরদিনই একটা মামলা ঠুকল জেমস শর্ট ওই ফটোগ্রাফারের বিরুদ্ধে—স্পর্শকাতর একটি মামলার আলামত জনসমক্ষে ফাঁস করে দেবার, এবং সম্মানিত এক মহিলাকে সবার সামনে হেয় করার অভিযোগে। ফলে সপ্তাহখানেকের মধ্যে একটা ইঞ্জাঙ্কশন জারি করা হলো—নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো অগাস্টার ছবিগুলোর বিক্রয় ও বিতরণ। ফটোগ্রাফারকেও পরবর্তীতে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। উল্লেখ্য যে, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এই ধরনের আদেশ এটাই ছিল প্রথমবারের মত। কাজেই আইনের পেশাজীবী এবং ছাত্রদের জন্য ঘটনাটি একটি উদাহরণ হয়ে রইল।

দুর্ভাগ্যক্রমে অগাস্টার জন্য তাতে বিশেষ লাভ হলো না। ইঞ্জাঙ্কশন জারি হতে যে এক সপ্তাহ সময় লাগল, তার মাঝে ওর

www.BanglaBook.org

ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। সে-ব্যাপারে কিছু করা গেল না।

যা হোক, ইঞ্জাঙ্কশন জারির কয়েকদিন পরই অ্যাডিসন এবং রসকো, অর্থাৎ মি. মিসনের পুরনো উইলের দুই দাবিদারের পক্ষ থেকে একটি আবেদন পেশ করা হলো কোর্ট অভ প্রোবেট-এ। তাতে আর্জি জানানো হলো, বাদীকে তার মূল উইল-সহ একটি উন্নততর এফিডেভিট দাখিল করতে আদেশ দেয়া হোক, যাতে ওটা আদালত ভালমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারে। এই বিশেষ আবেদনটির ফলে গোটা কেসটা চলে এল সাধারণ জনগণের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে। সবাই কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল আবেদনটার জবাব বাদীপক্ষ কীভাবে দেয়, সেটা দেখার জন্য।

আদালতে হাজির হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাল জেমস শর্ট, বিজ্ঞ রেজিস্ট্রারের রিপোর্টের পর উইলের আর কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করল। একদিনের জন্য মুলতবি করা হলো আদালত, পরদিন ড. প্রোবেটের রিপোর্টটা উপস্থাপন করা হলো বিচারকের সামনে। সেটা থেকে প্রমাণ হয়ে গেল, ছবিগুলো রেজিস্ট্রারের উপস্থিতিতে তোলা হয়েছে, এবং তাতে উল্কির লেখা ও স্বাক্ষরগুলো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। কাজেই দ্বিতীয়বার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ নেই। বিবাদীদের আবেদন খারিজ করে দেয়া হলো। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো—নতুন উইলের বিপক্ষে কোনও ধরনের প্রমাণ থাকলে সেটা দ্রুত আদালতের সামনে উপস্থিত করতে।

এবার নতুন কৌশল অবলম্বন করল অ্যাডিসন ও রসকোর উকিল। শুরুতে উইলটা আইনের যথাযথ ধারায় লিপিবদ্ধ হয়নি বলে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল ওরা, তার সঙ্গে যোগ করল নতুন এক অভিযোগ—অগাস্টা স্মিদার্স ছলে-বলে-কৌশলে মৃত্যুপথযাত্রী মি.

www.BanglaBook.org

মিসনকে দিয়ে ওই উইল করিয়েছে। ভদ্রলোক সুস্থ মস্তিষ্কে উইল করবার মত অবস্থায় ছিলেন না তখন। ফলে ওটাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করবার জন্য নতুন আর্জি পেশ করল তারা।

শুরু হলো আইনি লড়াই, সময় গড়াতে শুরু করল, প্রাথমিক শুনানির জন্য একের পর এক তারিখ দিতে থাকল আদালত, আর তাতে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হতে থাকল উভয়পক্ষের উকিল। বোঝা গেল, এই মামলার ফয়সালা হতে বেশ সময় লাগবে। এর মাঝে যখনই সুযোগ পেল, নদীর ধারের ওই হোটেলে ইউস্টেস গিয়ে দেখা করতে থাকল অগাস্টার সঙ্গে, জানাতে থাকল মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে। মোটামুটি আনন্দময় একটা সময়ই কাটাতে থাকল ওরা... মানে, মাথার উপর অমন একটা মামলা ঝুলে থাকা অবস্থাতে যতটা আনন্দময় সময় কাটানো যায় আর কী!

এই মামলাটাই ওদের সুখের পথে একমাত্র কাঁটা হয়ে আছে। প্রতিটা দিন একটা না একটা নতুন বিতর্কের সূচনা ঘটে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। জেমস আর জন—দুই যমজ ভাই আদালতে বীরের মত লড়ে, চেষ্টা করে প্রতিপক্ষের প্রতিটা যুক্তি খণ্ডন করবার। কিন্তু নিতান্তই নবীশ ওরা, অভিজ্ঞতা কম, ফলে প্রতি পদে হোঁচট খেতে থাকে। তারপরও হাল ছাড়ে না। ওদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে ইউস্টেস। দুজনের হাতখরচ চালাবার সঙ্গতিও নেই ওর, বিনে পয়সাতেই লড়ছে দু'ভাই। অন্যদিকে অ্যাডিসন আর রসকোর টাকার অভাব নেই, উকিল আর মামলার পিছনে দেদারসে খরচ করতে পারছে, সমর্থনও কিনতে পারছে প্রভাবশালী লোকজনের কাছ থেকে। মামলার বিচারক অবশ্য অত্যন্ত নিরপেক্ষ মানুষ; তারপরও তরুণ, অনভিজ্ঞ দু'জন আইনজীবীর চেয়ে বিবাদীপক্ষের জাঁদরেল, অভিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্কেই বেশি প্রভাবিত হচ্ছেন তিনি।

তবে যুক্তিতর্কের এই লড়াইয়ের চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে

www.BanglaBook.org

টাকা। খরচ চালানোই মুশকিল হয়ে পড়ছে। ইউস্টেস তো কিছুই দিতে পারছে না, গাঁটের পয়সা খরচ করে লড়ছে জেমস আর জন—লড়ছে প্রচারণার জন্য। কিন্তু টাকা-পয়সা ওদেরও নেই তেমন। কতদিন মামলার খরচ দিতে পারবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ধারকর্জ করারও সাহস পাচ্ছে না, জেতার সম্ভাবনা খুব কম। মামলায় হারলে ইউস্টেস কিছুই পাবে না, তারমানে ওদেরকেও পথে বসতে হবে। ধার শোধ করবার কোনও উপায় থাকবে না। কপাল ভাল যে, অন্যান্য মামলার মত নানা রকম পুরনো নথিপত্র জোগাড়ের ঝামেলা নেই ওদের, সেসবের পিছনে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। শুধুমাত্র সাক্ষী ডেকে, আর আইনি ব্যাখ্যার মাধ্যমেই এগোনো যাচ্ছে। নইলে কী হতো, বলা যায় না।

তারপরও ফলাফল অনিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত এই অভূতপূর্ব মামলায় কী রায় পাওয়া যাবে, সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে সবাইকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

উনিশ

আদালতে

অন্ধকারের শেষে আলোর দেখা তখনই পাওয়া যায়, যখন আলোটা দেখার মত কেউ টিকে থাকে! আমাদের কাহিনির পাত্র-পাত্রীদের বেলায় সেই আলো দেখার মত কেউ থাকবে কি

www.BanglaBook.org

না, সেটাই বড় প্রশ্ন। যেন এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতেই এক সকালে আদালতে ডাক পড়ল বাদীপক্ষের। পৌনে দশটায় কোর্ট-হাউসে পৌছুল অগাস্টা আর ইউস্টেস। সঙ্গে রয়েছেন লেডি হোমহার্স্ট আর আমেরিকান জাহাজ *হারপুন*-এর ক্যাপ্টেন-পত্নী মিসেস টমাস। অগাস্টাকে লেডি হোমহার্স্টের বাড়িতে পৌছে দিয়ে দেশের পূর্বাঞ্চলে পিত্রালয়ে চলে গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা, আদালতের সমন পেয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছেন।

কোর্ট-হাউসের সামনে পৌছে নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল অগাস্টা। অস্বস্তি বোধ করছে। এখানে আসতে না হলেই যেন ভাল হতো।

'এদিকে, ডিয়ার,' পথ দেখাল ইউস্টেস। 'জন বলেছে, মেইন হলের মূর্তিটার কাছে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।'

কোর্ট হাউসের বিশাল গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। প্রবেশপথের পাশেই একটা কাঠের স্ট্যাণ্ড আছে—ওতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে আজকের সমস্ত মামলার তালিকা। কয়েক মুহূর্তের জন্য ওটার সামনে দাঁড়াল অগাস্টা, দেখতে পেল নিজেদের মামলার উল্লেখ:

প্রোবেট অ্যাণ্ড ডিভোর্স ডিভিশন কোর্ট,
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট
মিসন বনাম অ্যাডিসন ও রসকো

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অগাস্টার বুক চিরে। আবার হাঁটতে শুরু করল ও। বিশালদেহী এক রক্ষীকে পাশ কাটিয়ে আদালত ভবনের মেইন হলে পৌছুল চারজনে। জায়গাটা খুব একটা বড় নয়। আলোকস্বল্পতায় ভুগছে, পরিবেশটাও সোঁদা সোঁদা। রাজধানীর মূল আদালত ভবনেরই এমন দুর্দশা হবে, সেটা ভাবা যায় না।

হলঘরের এককোণে রয়েছে একটা মর্মর মূর্তি, ওটার

www.BanglaBook.org

সৌন্দর্যও উল্লেখযোগ্য নয়। মূর্তির পাশে বগলে একগাদা কাগজপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল জন শর্টকে। হাবভাবে অস্থিরতা ফুটে আছে তার, বার বার ঘড়ি দেখছে। ইউস্টেস আর অগাস্টা উদয় হতেই যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল তার।

বলল, 'এসে গেছ? যাক, বাঁচলাম। ভয় হচ্ছিল দেরি করে ফেলো কি না। তালিকায় আমাদের কেসটাই সবার আগে। অ্যাটর্নি-জেনারেলের সুবিধের জন্য ওভাবেই শিডিউল দিয়েছেন জজ সাহেব। আমাদের বিপক্ষে লড়ছেন অ্যাটর্নি-জেনারেল, জানো তো?' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'জানি না, বেচারা জেমস কী করবে। অন্তত বিশজন উকিল রয়েছে বিবাদীপক্ষে, অ্যাডিসন আর রসকো-র পাশাপাশি পুরনো উইলের সমস্ত দাবিদারের পক্ষ থেকে এসেছে ওরা। সবাই ঝানু, পোড়-খাওয়া লোক। সরল হিসেবে আইন আমাদের পক্ষে থাকলেও ওরা সবাই আইনের ফাঁক বের করায় ওস্তাদ।'

'ওসব নিয়ে ভয় পেয়ে লাভ কী?' বলল ইউস্টেস। 'চলো এগোই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করল জন, ওকে অনুসরণ করল বাকিরা। সংকীর্ণ একটা প্যাসেজ ধরে কিছুদূর যেতেই একটা সিঁড়ি পড়ল, সেটা ধরে দোতলায় উঠে এল ওরা। পথে বেশ কিছু উকিলের দেখা পাওয়া গেল—সবার পরনে সাদা রঙের ঢেউ-খেলানো সনাতন পরচুলা, এক নম্বর ডিভোর্স কোর্টের দিকে ছুটছে। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কেস আছে বোধহয়। কিন্তু ওই ক'জন ছাড়া আর কোনও আইনজীবীর দেখা পাওয়া গেল না কোথাও। কারণটা বুঝতে পারল না অগাস্টা। এই সময়ে তো আদালত ভবন উকিল-মোক্তারে টইটম্বুর থাকার কথা।

রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল খানিক পরেই। পর পর দুটো

www.BanglaBook.org

মোড় ঘুরে নিজেদের কেসের জন্য নির্ধারিত কোর্টরুমের দিকে এগোল ওরা, কিন্তু অ্যাডমিরাল্টি কোর্টের কক্ষটা পেরুবার পরই থেমে যেতে হলো, ওখানেই দেখা পাওয়া গেল সমস্ত আইনজীবীর। অ্যাপ্রন আর পরচুলা-পরিহিত অন্তত শ'দুয়েক মানুষ গিজগিজ করছে প্যাসেজটায়, সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কোর্টরুমের দরজায়। পাল্লা খুলে যাবার অপেক্ষায় আছে ওরা, মামলা শুরু হলেই ভিতরে ঢুকে দর্শকের আসন দখল করতে চায়। দেখতে চায় অগাস্টা স্মিদার্সের উন্মুক্ত কাঁধ আর পিঠ! রীতিমত ঠেলাঠেলি করছে সবাই দরজার কাছে পৌঁছুতে। সাত-আটজন অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে ওখানে, অতি-উৎসাহী আইনজীবীদেরকে বাধা দিতে দিতে জান খারাপ তাদের।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল ইউস্টেস। 'এই ভিড় ঠেলে আমরা ভিতরে যাব কী করে?'

ভিড়ের পিছনদিকে দাঁড়ানো এক অ্যাটেনডেন্টকে পাকড়াও করল জন, কাছে টেনে এনে ইউস্টেসের প্রশ্নটাই করল তাকে।

'এখান দিয়ে যেতে পারবেন না, সার,' বলল অ্যাটেনডেন্ট। 'মিস স্মিদার্সকে পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওরা। আমার সঙ্গে আসুন, অ্যাডমিরাল্টি কোর্টের ভিতর দিয়ে আরেকটা দরজা আছে, ওখান দিয়ে নিয়ে যাব আপনাদেরকে।'

অগাস্টাকে ইতোমধ্যে নিজেদের শরীর দিয়ে আড়াল করে ফেলেছেন লেডি হোমহার্স্ট আর মিসেস টমাস, কেউ যেন ওকে দেখতে না পায়। সন্তর্পণে উল্টো ঘুরলেন তাঁরা, ভিড়টাকে ফেলে ত্রস্ত পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন অ্যাটেনডেন্টের পিছু পিছু।

'লোকে পাগল হয়ে গেছে, সার,' হাঁটতে হাঁটতে বলল অ্যাটেনডেন্ট। 'কাজকর্ম ফেলে ছুটে এসেছে এখানে, যেন জীবনে কোনোদিন কোনও অল্পবয়েসী মেয়ের কাঁধ-পিঠ দেখেনি!

www.BanglaBook.org

ওদেরকে বোঝায় কার সাধ্য। রীতিমত সেনাবাহিনী ডাকতে হবে এখন ওদেরকে তাড়াতে হলে।'

অ্যাডমিরাল্টি কোর্টে ঢুকে পড়ল ওরা। কপাল ভাল, ওখানে কোনও মামলা চলছে না। কামরাটা প্রায় ফাঁকা, অল্প কয়েকজন কেরানি আর পেশকার শুধু ডেস্কে বসে কাজ করছে। ওদেরকে ঢুকতে দেখে কাজ থামিয়ে ফেলল তারা, কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করল আগন্তুকদের পরিচয়। লোকগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে কামরার একপাশে সবাইকে নিয়ে গেল অ্যাটেনডেন্ট, একটা দরজা খুলে ধরল। ওপাশে একটা ছোট্ট প্যাসেজ, সেটা ধরে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিজেদের কেসের জন্য নির্ধারিত কোর্টরুমে পৌঁছে গেল ওরা।

আসন নেবার আগে চারপাশটা দেখে নিল অগাস্টা। অ্যাডমিরাল্টির কোর্টরুমেরই প্রতিরূপ বলা চলে। দর্শকদের অংশটা খালি, বাইরের গোলমালের কারণে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। বদ্ধ দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে চাপা হৈচৈ। জুরি-বক্সটা ভর্তি, তবে যারা বসে আছে, তাদের কেউই জুরি নয়। কেসটা বিচারক নিজেই পরিচালনা করবেন, তাই জুরির জায়গায় বসানো হয়েছে গণ্যমান্য কিছু দর্শককে। এঁদের সবাই বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন—বেশ কিছু নারী আছেন তার ভিতর। উপরের গ্যালারিটাতেও একই অবস্থা, বিশেষ আরেকদল দর্শক বসেছে ওখানে। আইনজীবীদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় ঠাঁই নাই-ঠাঁই নাই অবস্থা—বিবাদীপক্ষের সমস্ত উকিল সেখানে রীতিমত ঠেলাঠেলি করছে। এর ঠিক বিপরীত চিত্র বাদীপক্ষের টেবিলে। সেখানে নিঃসঙ্গভাবে বসে আছে একজন মাত্র আইনজীবী—জেমস শর্ট। বড্ড অসহায় দেখাচ্ছে তাকে।

বিপক্ষের উকিলদের মাথা কর্নেল ইউস্টেস। তারপর হতভম্ব গলায় বলল, 'মাই গড! ওরা দেখি তেইশজন! এতজনের বিরুদ্ধে

www.BanglaBook.org

বেচারা জেমস কী করতে পারবে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অগাস্টা। 'ঠিকই বলছ। বড্ড অসম একটা লড়াই। কিন্তু... আমরা তো ওদের মত টাকা খরচ করতে পারছি না। উকিল যে আদৌ পেয়েছি, সেটাই ভাগ্যের কথা।'

জেমসের পাশের খালি চেয়ারগুলো দখল করে বসল ওরা। একটু ঝুঁকে ভাইয়ের কানে কানে কথা বলতে শুরু করল জন। এই সুযোগে পাশের টেবিলে বসা আইনজীবীদের জরিপ করতে শুরু করল অগাস্টা: অদৃশ্য দুটো ভাগ হয়ে বসে আছে তারা, ঘিরে রেখেছে বিশেষ দু'জনকে।

'কারা ওরা?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল ও।

'ওরা?' বলল জন। ইঙ্গিত করল তীক্ষ্ণ চেহারার একজনকে। 'উনি হচ্ছেন অ্যাটর্নি জেনারেল—অ্যাডিসনের উকিল ফিডলস্টিক, পার্ল আর বিনের হয়ে কাজ করছেন। ওই পাশে বসে আছেন সলিসিটর-জেনারেল, তিনি কাজ করছেন রসকোর উকিল প্লেফোর্ড, মিডলস্টোন, ব্লোউহার্ড আর রসের হয়ে। ওঁর পাশে বসে আছেন বিখ্যাত আইনজীবী টারফি, জুরিদের নাকি উনি জাদুমন্ত্র দিয়ে বশ করতে জানেন। ওঁর সহকারীটিকে চিনি না, তবে চেহারাসুরতে ঘাঘু লোক বলেই মনে হচ্ছে। ওঁদের পিছনে বসে আছে স্টিকটন, প্রোবেট আর ডিভোর্সের উপর মহা-বিশেষজ্ঞ। বেশ ক'টা বই লিখেছে ইতোমধ্যে। স্টিকটনের পাশে বসে আছে হাউলস্—জেমসের মতে ও একটা ভাঁড়। মাঝখানে বসে থাকা খাটো ভদ্রলোক হচ্ছেন মি. টেলি, টাইমস পত্রিকায় কাজ করেন। বিবাদীরা সম্ভবত প্রেস কাভারেজের জন্য এনেছে ওঁকে। ভদ্রলোক উপন্যাসও লেখেন, তবে আপনার মত ভাল হাত নেই...'

সুদর্শন এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসায় বাধা পড়ল জনের কথায়। মাঝবয়েসী, ডানচোখে একটা আইগ্লাস সেঁটে রেখেছেন।

www.BanglaBook.org

এঁকে চেনে অগাস্টা, পত্রিকায় ছবি দেখেছে। বিখ্যাত ল-ফার্ম *নিউজ অ্যাণ্ড নিউজ*-এর মি. নিউজ। বিবাদীদের পক্ষে তিনিই মামলাটা পরিচালনা করছেন।

'মি. জন শর্ট?' কাছে এসে নিশ্চিত হবার জন্য জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।

'জী। কিছু করতে পারি?' বলল জন।

'উম্‌ম্‌... মি. শর্ট, আমার মক্কেলদের সঙ্গে আলোচনা করে এসেছি... মতামত নিয়েছি অ্যাটর্নি-জেনারেল আর সলিসিটর-জেনারেলেরও। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, কেসটা বেশ জটিল। আপনাদের দাবির পিছনে কিছুটা হলেও সত্যতা আছে, যদিও তা প্রমাণ করা কঠিন। তারপরও অহেতুক আইনি ঝামেলা এড়ানোর জন্য আমরা একটা সেটেলমেণ্টের প্রস্তাব দিতে আগ্রহী।'

'সেটেলমেণ্ট... মানে মীমাংসা করতে চাইছেন?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'এক মিনিট, সার। এই বিষয়ে কোনোরকম আলোচনার জন্য আমাদের আইনজীবীর উপস্থিতি দরকার।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! ডাকুন তাকে।'

ইতোমধ্যে উদ্বোধনী ভাষণের প্রস্তুতি নেবার জন্য ডায়াসে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জেমস, ইশারায় জন ডাকল ওকে। টেবিলের কাছে এসে মি. নিউজের মুখোমুখি হলো সে, খেয়াল করল—ভদ্রলোকের পিছনে অ্যাটর্নি-জেনারেল আর সলিসিটর-জেনারেলও এসে দাঁড়িয়েছেন। সবাই করমর্দন করলেন দুই ভাইয়ের সঙ্গে।

'দেখো শর্ট,' খুব সহজ ভঙ্গিতে বললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল, যেন কতকালের পরিচয় দুজনের, 'ব্যাপারটা নিজেরাই আমরা মীমাংসা করে নিতে পারি না? মানছি, শক্ত একটা কেস আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমাদের হাতে, কিন্তু বাড়তি কিছু যুক্তিও তো রয়েছে তোমাদের বিপক্ষে। সেগুলোর খবর নিশ্চয়ই জানো?'

'অমন কিছু আমার জানা নেই,' শান্ত গলায় বলল জেমস। 'আপনারা বানোয়াট কিছু খাড়া করলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে যে-কোনও মিথ্যে অভিযোগ খণ্ডন করতে পারব বলে বিশ্বাস আছে আমার।'

'তা তো বটেই... তা তো বটেই!' বললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল। 'তারপরও আমি বলব, তোমাদের পায়ের নিচের জমি যথেষ্ট শক্ত নয়। ধরো, মিস স্মিদার্সকে যদি আমরা কোনও ধরনের আলামত উপস্থাপন করতে না দিই?'

চেহারা কঠোর হয়ে উঠল জেমসের। তাড়াতাড়ি আলাপে নাক গলালেন সলিসিটর-জেনারেল। ভয় পাচ্ছেন, তাঁর সহকর্মী প্রতিপক্ষকে হাতের তাস দেখিয়ে দিচ্ছেন। সেটার ফল শুভ হতে পারে না। মুখে হাসি ফুটিয়ে তিনি বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, শর্ট। ওটা স্রেফ কথার কথা। ভাল করে তুমিই ভেবে দেখো, খামোকা মামলা-মোকদ্দমা করে জটিলতা বাড়িয়ে লাভ কী? তারচেয়ে একটা মিটমাট করে নিলে দু'পক্ষেরই লাভ। আমি বাপু শান্তিবাদী লোক, সুযোগ থাকলে লড়াই এড়িয়ে চলতে চাই। তাই বলছি, একটু ভেবে দেখো প্রস্তাবটা।'

'শুনি আপনাদের প্রস্তাব,' বলল জেমস। 'তারপরই না সিদ্ধান্ত নেব, মিটমাট করব কি করব না!'

টেবিলে ফিরে গেলেন বিবাদী পক্ষের তিন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, নিচু গলায় আলোচনা করতে শুরু করলেন সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে। *টাইমস্* পত্রিকার মি. টেলির কণ্ঠ শুনতে পেল জেমস, পাশের জনকে বিস্মিত কণ্ঠে বলছেন, 'ওরা কেসটা মিটমাট করে ফেলতে চাইছে নাকি!'

'চাইবেই তো,' বললেন পাশের ভদ্রলোক। 'এত বড় মামলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুব কমই আদালতে ফয়সালা হয়। বাদীরা নিজেরাই শেষ পর্যন্ত মীমাংসা করে নেয় নিজেদের মধ্যে।'

'হায় যিশু! তা হলে মিস স্মিদার্সের কাঁধের ছবি তো তুলতে পারব না! কত আশা নিয়ে এসেছিলাম...'

ভদ্রলোকের কথায় আর কান দিল না জেমস, তাকাল প্রতিপক্ষের আইনজীবীদের দিকে। আলোচনা শেষ হয়েছে তাদের, ফিডলস্টিক একটা চিরকুটে কী যেন লিখে বাড়িয়ে ধরলেন অ্যাটর্নি-জেনারেলের দিকে। তিনি সেটা পড়লেন, মাথা ঝাঁকালেন, তারপর তুলে দিলেন সলিসিটর-জেনারেলের হাতে। তিনিও সেটা পড়ে পাচার করে দিলেন পরের জনের কাছে। এভাবে হাতে হাতে ঘুরতে শুরু করল চিরকুটটা। সবশেষে পৌঁছুল অ্যাডিসন আর রসকোর কাছে। লেখাটা পড়ে দাঁত-মুখ খিঁচাতে শুরু করলেন মি. অ্যাডিসন, কুৎসিতদর্শন লোক তিনি, চেহারাটা আরও কুৎসিত আকার ধারণ করল। মি. রসকো অবশ্য সৌম্যদর্শন মানুষ, নিজের আভিজাত্য ধরে রাখলেন তিনি, কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা গেল প্রস্তাবটা পছন্দ হয়নি তাঁরও। দুই মক্কেলের দিকে ঝুঁকে অ্যাটর্নি-জেনারেল কী যেন বোঝালেন। এতে হার মানলেন তাঁরা, ফিরিয়ে দিলেন কাগজটা। এরপর মি. নিউজ ওটা এনে তুলে দিলেন জেমসের হাতে।

অবহেলার দৃষ্টিতে চিরকুটটার দিকে তাকাল জেমস, পরমুহূর্তে ধড়াস করে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। ওখানে লেখা:

"আমাদের প্রস্তাব—সম্পত্তির অর্ধেক ছেড়ে দেয়া হবে, এবং মামলার সমস্ত খরচ পরিশোধ করা হবে বিবাদী পক্ষের তরফ থেকে।"

অকল্পনীয় একটা ব্যাপার! অন্তত এই পরিস্থিতিতে প্রস্তাবটা সম্পূর্ণ অভাবনীয়... প্রত্যাশার অতীত! তবে উত্তেজিত হলো না জেমস। প্রথমে ভাইকে দেখতে দিল চিরকুটটা, তারপর তুলে দিল

www.BanglaBook.org

ইউস্টেসের হাতে। পালা করে ওটা দেখল ইউস্টেস আর অগাস্টা, দেখতে দিল লেডি হোমহার্স্ট আর মিসেস টমাসকেও।

চেহারায় কোনও প্রতিক্রিয়া ফোটাল না ইউস্টেস, শান্ত গলায় জানতে চাইল, 'তুমি কী বলো, জেমস? প্রস্তাবটা মেনে নেব?'

পরচুলা সরিয়ে মাথা চুলকাল তরুণ আইনজীবী। বলল, 'খুব জটিল একটা প্রশ্ন করেছ। নিঃসন্দেহে এক মিলিয়ন পাউণ্ড খুব বড় অঙ্কের একটা অর্থ। কিন্তু এটাও ভুললে চলবে না, আমরা ওর দ্বিগুণ পাবার জন্য লড়াই করছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি লড়াইটা চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী, তবে বলে রাখা ভাল—প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে এক মিলিয়ন পাউণ্ড নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাবে, কিন্তু মামলায় গেলে ফুটো পয়সাও না পাবার সম্ভাবনা আছে।'

'মিটমাট করে নেয়াই বোধহয় ভাল,' বলল ইউস্টেস। 'না, টাকার জন্য বলছি না, বলছি অগাস্টার কথা ভেবে। এখুনি যদি মামলাটা চুকে-বুকে যায়, তা হলে লোকের সামনে জামা খুলতে হয় না ওকে, অপদস্থ হবার হাত থেকে বাঁচে।'

'সিদ্ধান্তটা তা হলে ওঁর তরফ থেকে আসাই ভাল,' বলল জেমস।

'তোমার কী মত, অগাস্টা?' জিজ্ঞেস করল ইউস্টেস। 'ওদের প্রস্তাব মেনে নিলে তোমারই উপকার হবে। বিব্রতকর পরিস্থিতিগুলো এড়াতে পারবে। তাড়াতাড়ি বলো, জজ সাহেব এসে পড়বেন যে-কোনও মুহূর্তে।'

লম্বা করে দম নিল অগাস্টা, তারপর বলল, 'আমাকে নিয়ে ভেবো না। বিব্রতকর পরিস্থিতি এখন আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। না, মিটমাটে যেতে রাজি নই আমি, ইউস্টেস। লড়াই করতে চাই। অ্যাডিসন আর রস্কোর চেহারা লক্ষ করেছ? ওরা আমাদের ভয় পাচ্ছে... ভয় পাচ্ছে হেরে যাবার! সেজন্যই এমন একটা প্রস্তাব নাকের সামনে ঝুলিয়ে নিরস্ত করতে চাইছে

www.BanglaBook.org

আমাদেরকে। না, এভাবে জয়ের সম্ভাবনাটা নষ্ট করতে পারি না আমরা!'

'বেশ, তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে।' বলল ইউস্টেস। তারপর একটা পেন্সিল তুলে চিরকুটের তলায় লিখে দিল—*ধন্যবাদ, তবে প্রস্তাবটা আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।*

কাগজটা মি. নিউজের হাতে ফিরিয়ে দিল জেমস।

ঠিক তখুনি ক্যাঁচকোচ শব্দের সঙ্গে খুলে দেয়া হলো আদালত-কক্ষের দরজা। ওখান দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকতে শুরু করল আইনজীবীরা, মারামারি করতে লাগল দর্শকসারিতে একটা আসন পাবার জন্য। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল পুরো কামরা।

'হায় যিশু!' লোকগুলোর কাণ্ড দেখে বিস্মিত গলায় বলল অগাস্টা। 'এমন অসভ্যদের কাজ দেয় কে?'

বলা বাহুল্য, প্রশ্নটার জবাব দিল না কেউ।

'চুপ করুন সবাই!' হঠাৎ চড়া গলায় ধমক দিয়ে উঠল আদালতের ঘোষক। 'মাননীয় জজ এখন তাঁর আসন নেবেন। সবাই উঠে দাঁড়ান।'

নির্দেশটা পালন করল সমবেত সকলে। কয়েক মুহূর্ত পরই এজলাসের পিছনদিককার দরজা খুলে গেল। সেখান দিয়ে ঢুকল আদালতের কর্মকর্তারা, আর তাদের পিছু পিছু একজন গম্ভীর, বয়স্ক মানুষ—পরনে জজের পোশাক।

নিজের আসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন জজ সাহেব, মাথা একটু ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখালেন উপস্থিত সবাইকে, তারপর বসে পড়লেন। তাঁর দেখাদেখি বসল সবাই।

আদালতের কার্যক্রম শুরু হলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশ

জেমসের যুক্তি-তর্ক

প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতেই কোর্টের রেজিস্ট্রার উঠে দাঁড়িয়ে মামলার শিরোনাম ঘোষণা করল। উদ্বোধনী ভাষণ দেবার জন্য চেয়ার ছেড়ে ডায়াসে গিয়ে দাঁড়াল জেমস। ওর দিকে তাকিয়ে রেজিস্ট্রারকে জজ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'ভদ্রলোকের নাম কী?'

'জেমস শর্ট, মাই লর্ড।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এবার প্রশ্ন ছুঁড়লেন জজ সাহেব, 'বাদীর পক্ষে আপনি কি একাই লড়বেন, মি. শর্ট?'

'জী, মাই লর্ড।' জবাব দিল জেমস।

হালকা একটা হাসির রোল পড়ল উপস্থিত দর্শকদের মাঝে। ঝানু আইনজীবীদের গোটা একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে এই তরুণ আইনজীবী কিনা একা লড়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে! বোকা নাকি?

'অর্ডার, অর্ডার!' ডেস্কে হাতুড়ি ঠুকলেন জজ। তারপর জানতে চাইলেন, 'বিবাদীদের পক্ষে কে দাঁড়াচ্ছেন?'

'আমাদের সবার উদ্দেশ্য এক, মাই লর্ড,' বললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল। 'আপনার আপত্তি না থাকলে আমিই সবার পক্ষ হয়ে মামলাটার দায়িত্ব নিতে চাই।'

'আপনি একাই তো কাফি,' বললেন জজ, গলায় হালকা

www.BanglaBook.org

বিদ্রূপ। 'তা হলে সঙ্গে এত লোকজন নিয়ে এসেছেন কেন? আত্মবিশ্বাসের অভাব?'

আবার হেসে উঠল দর্শকরা।

নীরবে খোঁচাটা সহ্য করলেন অ্যাটর্নি-জেনারেল। বললেন, 'কেসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মাই লর্ড। তাই আইনি সহায়তার জন্য বেশ কিছু সহকারী নিতে হয়েছে আমাদের। আশা করি মহামান্য আদালতের তাতে কোনও সমস্যা নেই?'

'না, নেই,' জজ মাথা নাড়লেন। 'এ-ব্যাপারে কিছু বলবার এক্তিয়ার নেই আদালতের—কতজন সহকারী নেবেন, সেটা সম্পূর্ণই বাদী এবং বিবাদীর মর্জি। তারপরও ব্যাপারটা একটু দৃষ্টিকটু তো বটেই। আপনারা এতজন মিলে নিতান্ত তরুণ এক আইনজীবীর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেছেন... এমনটা না করলেও চলত।'

'মহামান্য আদালত,' বলে উঠল জেমস। 'প্রতিপক্ষের শক্তি নিয়ে আমরা বিচলিত নই। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় আমরা লোকবলে পিছিয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু আইনত দাবির দিক থেকে আমরা ওঁদের চেয়ে শক্তিশালী। সহকারীর প্রয়োজন নেই, পুরো কেসের খুঁটিনাটি আমার নখদর্পণে আছে, কাজেই কোনও অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না।'

'বেশ, মি. শর্ট,' বললেন জজ। 'আপনি আপনার বক্তব্য শুরু করুন।'

পিনপতন নীরবতা নেমে এল আদালত-কক্ষে। সবার কৌতূহলী দৃষ্টি সেঁটে গেল জেমসের দিকে, ওর ভাষণ শুরুর অপেক্ষায়। চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ নার্ভাস হয়ে গেল ও, জীবনে এই প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে একটা মামলায় অংশ নিচ্ছে, একেবারেই অনভিজ্ঞ। তাই সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতেই পা কাঁপতে থাকল, শুকিয়ে গেল

www.BanglaBook.org

গলা। ভাষণের সমস্ত কথা গুছিয়ে রেখেছিল মনে মনে—আচমকা সব গায়েব হয়ে গেল। কিছুতেই আর মনে করতে পারল না। বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল জজের দিকে।

ওর অবস্থা বুঝতে পেরে দর্শকসারি থেকে এক আইনজীবী ফিসফিসিয়ে উঠল, 'মুখস্থ না থাকলে পড়ে শোনাও, বোকা কোথাকার! ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না!'

সংবিৎ ফিরে পেল জেমস, তাড়াতাড়ি তুলে নিল এক গোছা কাগজ। পড়তে শুরু করল কাঁপা কাঁপা গলায়।

'মহামান্য আদালতের অবগতির জন্য বাদীর পক্ষ থেকে আমি নিম্নবর্ণিত তথ্যগুলো সবিনয়ে উপস্থাপন করছি:

'প্রথমত, আমার মক্কেল মি. ইউস্টেস এইচ. মিসন, ওয়ারউইক কাউন্টির পম্পাডর হলের প্রাক্তন বাসিন্দা প্রয়াত মি. জোনাথন মিসনের শেষ উইল মোতাবেক তাঁর সমস্ত সম্পত্তির সত্যিকার উত্তরাধিকারী। উল্লেখ্য যে, উইলকারী ছিলেন আমার মক্কেলের আপন চাচা। মি. মিসন গত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ তারিখে প্রশান্ত মহাসাগরের কারগুলেন দ্বীপে মৃত্যুবরণ করেন, এবং মৃত্যুর পূর্বে আলোচ্য উইলটির মাধ্যমে সবকিছু তাঁর ভাইপোকে দান করে যান। আমার প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী উইলটি তারিখবিহীন বলে অভিযোগ তুলতে পারেন, কিন্তু আমরা... বাদীপক্ষ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে দেব, উইলটি ১৯ থেকে ২২শে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি লেখা হয়েছে।'

আনমনে মাথা ঝাঁকালেন জজ সাহেব, কলম তুলে লিখে রাখলেন তারিখগুলো।

'দ্বিতীয়ত,' বলে চলল জেমস, 'গত ২১শে মে, ১৮৮৬ তারিখে একটি প্রোবেট ইস্যুর মাধ্যমে ১০ই নভেম্বর, ১৮৮৫ তারিখে মি. জোনাথন মিসনের করা একটি উইল কার্যকরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা বিবাদীপক্ষের অনুকূলে। বাস্তবে ওই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উইলটি সর্বশেষ উইল না হওয়ায় 'বাদীপক্ষ আবেদন জানাচ্ছে—যাতে প্রোবেটটি রহিত করা হয়, এবং ১০ই নভেম্বর, ১৮৮৫-এর উইলটির পরিবর্তে ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫-এর উইলটি কার্যকর করার জন্য নতুন একটি প্রোবেট ইস্যু করা হয়।'

কাগজ নামিয়ে রাখল জেমস, গলা খাঁকারি দিল। তারপর জজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মহামান্য আদালত, বিবাদীপক্ষ এই নতুন উইলটি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাদের ভাষ্যমতে, উইল করার সময় মি. মিসন সুস্থ মস্তিষ্কে ছিলেন না, এবং তিনি মিস অগাস্টা স্মিদার্সের অন্যায় প্ররোচনার শিকার হয়েছিলেন।'

এটুকু বলে আবার থেমে গেল জেমস। এরপর কী বলবে, সেটা ভেবে পেল না।

কলম তুলে আরেকটা নোট নিলেন জজ, তারপর ইশারা করলেন জেমসকে বক্তব্য শেষ করার জন্য। কিন্তু তা দেখে যেন আরও ঘাবড়ে গেল বেচারা, কুল কুল করে ঘামতে শুরু করল। চোখের সামনে আঁধার হয়ে এল দুনিয়া। চাপা ফিসফিসানি শুরু হলো দর্শকদের মাঝে।

বিস্ময়কর একটা ঘটনা ঘটল তখন, ওর ত্রাতা হিসেবে এগিয়ে এলেন মি. ফিডলস্টিক—বিবাদীপক্ষের আইনজীবী। তরুণ জেমসের অবস্থা দেখে করুণা হলো তাঁর, হয়তো বা নিজের অতীতের কথাও মনে পড়ে গেল। কোনো এককালে তিনিও তরুণ ছিলেন, জজের সামনে দাঁড়ালে তাঁরও হাত-পা কাঁপত। তাই সহানুভূতির উদয় হলো মনে, কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করলেন। টেবিলের ডান কোণে বসে আছেন তিনি, সামনে মামলা-সংক্রান্ত কাগজপত্রের বিশাল এক স্তূপ। আচমকা সামনে ঝুঁকলেন, হাতের এক ঝটকায় পুরো স্তূপটা ঠেলে দিলেন টেবিলের কিনারে, যেন অসতর্কতাবশত দুর্ঘটনা ঘটিয়ে

www.BanglaBook.org

ফেলেছেন।

বিকট শব্দ করে সবকিছু আছড়ে পড়ল মেঝেতে। পাশ থেকে ভেসে এল একটা যন্ত্রণাকাতর আওয়াজ। সেদিকে তাকিয়েই দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে ধরলেন মি. ফিডলস্টিক। হাতের ধাক্কায় ভারী একটা বই উড়ে গিয়ে পড়েছে পাশে বসা মি. অ্যাডিসনের মুখে, নাক চেপে ধরে ককাচ্ছেন তিনি।

সবার মনোযোগ ঘুরে গেল জেমসের দিক থেকে। জজ সাহেব বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকালেন বিবাদীপক্ষের দিকে। পরমুহূর্তেই ঘটনা বুঝতে পেরে মৃদু হাসলেন। মি. অ্যাডিসন অবশ্য হাসলেন না, কটমটে চোখে তাকালেন মি. ফিডলস্টিকের দিকে, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইচ্ছে করে তুমি এ-কাজ করেছ!'

তাড়াতাড়ি ওঁকে শান্ত করার চেষ্টা করল অন্যেরা, কিন্তু অ্যাডিসনের মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। বললেন, 'ছাড়ো আমাকে, ওর মুণ্ডু চটকাব আমি!'

মক্কেলের ক্ষিপ্ত চেহারা দেখে সভয়ে পিছিয়ে গেলেন মি. ফিডলস্টিক, তাঁকে ধরার জন্য বাতাসে খামচি মারলেন অ্যাডিসন। হোঃ হোঃ করে দর্শকরা উচ্চস্বরে হেসে উঠল অদ্ভুত এই দৃশ্য দেখে। জেমসও হাসি ঠেকাতে পারল না। থমথমে পরিবেশটা সহজ হয়ে এল মুহূর্তে, নার্ভাসনেস পুরোপুরি কেটে গেল ওর।

'অর্ডার! অর্ডার!!' হাতুড়ি ঠুকে নির্দেশ দিলেন জজ।

'শান্ত হোন সবাই!' চেঁচাল আদালতের ঘোষক।

ধীরে ধীরে চুপ হয়ে গেল দর্শকরা। মি. ফিডলস্টিকের দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাল জেমস। তিনি ওকে বাঁচিয়েছেন। তারপর ফিরল জজের দিকে। পরিষ্কার, ভরাট কণ্ঠে বলতে শুরু করল কথা, কোনও ধরনের জড়তা নেই আর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ইয়োর অনার,' বলল জেমস, 'সবিনয়ে জানাতে চাই, এই বিশেষ মামলাটি একেবারেই অভিনব। আমার জানামতে এমন কোনও কেস ইতিপূর্বে আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয়নি। আমার মক্কেল ও বাদী, মি. ইউস্টেস মিসন, আত্মীয়তার দিক থেকে বার্মিংহামের বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান *মেসার্স মিসন, অ্যাডিসন অ্যাণ্ড রসকো*-এর সত্ত্বাধিকারী মি. জোনাথন মিসনের একমাত্র উত্তরসূরি। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে ৮ই মে, ১৮৮০ তারিখের প্রথম উইলে, যাতে প্রয়াত মি. মিসন সমস্ত সম্পত্তি আমার মক্কেলের নামে লিখে দিয়েছিলেন। তবে বিবাদীদের কাছে রক্ষিত ১০ই নভেম্বর, ১৮৮৫-এর উইলটির মাধ্যমে আমার মক্কেলকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করা হয়, পরবর্তীতে ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫-এর সর্বশেষ উইলের মাধ্যমে তাঁকে সবকিছু পুনরায় দান করে গেছেন মি. জোনাথন মিসন। উল্লেখ্য যে, এই শেষ উইলটি উল্কির সাহায্যে লেখা হয়েছে জনৈকা মিস অগাস্টা স্মিদার্সের শরীরে, যিনি আমার মক্কেলের বাগদত্তা। এখানে বলে রাখতে চাই, উল্কির মাধ্যমে লেখা ছাড়া উইলে আর কোনও অস্বাভাবিকত্ব নেই, ওটা তৈরি করার ক্ষেত্রে সব ধরনের আইনি প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পালন করা হয়েছে।

'আমাদের মামলার এই-ই হলো সংক্ষিপ্ত বিবরণী, মাই লর্ড। আশা করি বিজ্ঞ আদালত কেসের অভিনব দিকটি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে পারছেন। তবে উইলটি কেন কাগজের পরিবর্তে উল্কির মাধ্যমে একজন মানুষের শরীরে লেখা হলো, কোন্ পরিস্থিতিতেই বা লেখা হলো, সেসব ব্যাখ্যা করার জন্য আমি আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করছি।'

'অনুমতি দেয়া হলো,' মাথা ঝাঁকালেন জজ।

ধীরে ধীরে পুরো কাহিনিটা খুলে বলল জেমস—মি. মিসন ও ইউস্টেসের সম্পর্ক, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ, সেখানে

www.BanglaBook.org

অগাস্টার সঙ্গে কী ধরনের চুক্তির বিনিময়ে *জেমিমা'স ভাউ* বইটি ছাপা হয়েছিল, সেটা নিয়ে চাচা-ভাতিজার ঝগড়া, জিনি স্মিদার্সের মৃত্যু, *আর.এম.এস. ক্যাঙ্গারু*-র দুর্ভাগ্যজনক যাত্রা, কারগুলেন দ্বীপের ঘটনা, এবং সবশেষে অগাস্টার উদ্ধার পাবার গল্প। চমৎকার কণ্ঠ জেমসের, কথা বললও অত্যন্ত গুছিয়ে, লম্বা কাহিনিটার খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত ওর কথা শুনল উপস্থিত সবাই, থামার পর হাততালিতে ফেটে পড়ল।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে জেমস, কাহিনির সমাপ্তি টেনে ফিরে এল টেবিলে। ঘড়ি দেখল—প্রায় দু'ঘণ্টা লেগেছে উদ্বোধনী বক্তব্য দিতে! অবাক ব্যাপার, টেরই পায়নি কখন এতটা সময় পেরিয়ে গেছে!

সবকিছু টুকে নিয়েছে কোর্টের কেরানিরা। জজকে সেটা জানাতেই তিনি সাক্ষ্য গ্রহণের কার্যক্রম শুরু করবার নির্দেশ দিলেন।

আবার উঠে দাঁড়াল জেমস। ডাকল ওর প্রথম সাক্ষী—ইউস্টেস মিসনকে।

ইউস্টেসের সাক্ষ্যটা খুব সাদামাঠাভাবে নেয়া হলো। বেশিকিছু বলতে হলো না ওকে। চাচার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা বলল, সেই সঙ্গে খুলে বলল অগাস্টাকে নিয়ে দুজনের মধ্যকার মনোমালিন্যের ঘটনাটা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলল ও, সেটা উপস্থিত সবার উপরই প্রভাব বিস্তার করল।

জেমস নিজের চেয়ারে ফিরতেই উঠে দাঁড়ালেন মি. ফিডলস্টিক, বিবাদীপক্ষের হয়ে জেরা করবার জন্য। আগ্রাসী ভঙ্গিতে প্রশ্নবাণ শুরু করলেন তিনি, ইউস্টেসের মুখ দিয়ে বের করতে চাইলেন—চাচার সঙ্গে অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেছে ও, যার ফলাফল হিসেবে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই উচিত ওর। তবে ভদ্রলোকের এই প্রচেষ্টা তেমন সফল হলো না। যতই তিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুঁটিনাটি ব্যাপার আলোয় তুলে আনলেন, ততই প্রমাণ হয়ে গেল—অগাস্টার সঙ্গে অমন একটা চুক্তি করে বরং মি. মিসনই বিরাট অন্যায় করেছিলেন; তার প্রতিবাদ করে ইউস্টেস একটা ভাল কাজ করেছে। তা ছাড়া চাচা-ভাতিজার বাদানুবাদের মধ্যে যে সত্যিকার অর্থে কোনও ঘৃণা বা রোষ ছিল না, বরং ওটা ছিল ক্ষণিকের উত্তেজনা... তা-ও বোঝা গেল পরিষ্কারভাবে। অগত্যা দশ মিনিট পর হাল ছেড়ে দিলেন মি. ফিডলস্টিক।

কাঠগড়া থেকে নেমে গেল ইউস্টেস; এবার ডাকা হলো লেডি হোমহার্স্টকে। তাঁর সাক্ষ্য হলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি শপথ করে জানালেন—ক্যাঙ্গারু জাহাজে অগাস্টার কাঁধ দেখেছেন তিনি, তখন তাতে কোনও ধরনের উল্কি ছিল না। উল্কি দেখেছেন পরে, যখন লণ্ডনে ফিরে এল অগাস্টা। ভদ্রমহিলাকে জেরা করল না বিবাদীপক্ষ। ফলে কাঠগড়া থেকে নেমে গেলেন তিনি।

লেডি হোমহার্স্টের সাক্ষ্য শেষ হতেই লাঞ্চের জন্য বিরতি নেয়া হলো। এক ঘণ্টা পর আদালত কক্ষে আবার সমবেত হলো সবাই। জজ সাহেব তাঁর আসন গ্রহণ করতেই সাক্ষী হিসেবে অগাস্টা স্মিদার্সের নাম ঘোষণা করল জেমস।

উঠে দাঁড়াল অগাস্টা। চেহারায় মানসিক অস্থিরতার কোনও ছাপ নেই, বরাবরের মতই অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে। সে-রূপ দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হলো সবার। লঘু পায়ে এগোল ও কাঠগড়ার দিকে। আর তখুনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন অ্যাটর্নি-জেনারেল।

'অবজেকশন, ইয়োর অনার!' চাবুকের মত সপাং করে উঠল তাঁর গলা। 'বিবাদীপক্ষের সবার তরফ থেকে আমি অনুরোধ করছি, এই সাক্ষীকে যেন কাঠগড়ায় উঠতে দেয়া না হয়!'

'কেন, জানতে পারি?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন জজ।

'কারণ এই সাক্ষী সাক্ষী-ই নয়! মি. শর্টের ভাষ্য যদি আমরা

www.BanglaBook.org

মেনে নিই, তার মানে দাঁড়ায়—মিস অগাস্টা স্মিদার্স নিজেই হচ্ছেন প্রয়াত মি. জোনাথন মিসনের উইল। এই মামলায় তাঁর ভূমিকা কেবলই একটি লিখিত দলিল হিসেবে, কাজেই ওই মর্যাদাতেই তাকে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের মতে, মিস স্মিদার্স কোনও ধরনের সাক্ষ্য বা প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন না।'

'কিন্তু লিখিত দলিল নিজেই তো একটা প্রমাণ... একটা আলামত!' বললেন জজ।

'নিঃসন্দেহে, মাই লর্ড,' স্বীকার করলেন অ্যাটর্নি-জেনারেল। 'ওই দলিল কোর্টে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। দলিলটা পড়ে বিজ্ঞ আদালত নিজেই তার অর্থ বুঝে নেবেন। আমাদের আপত্তি দলিলটার মুখ খোলার ব্যাপারে। কে কবে শুনেছে, একটা দলিল নিজেই নিজের ব্যাখ্যা দিয়েছে? এটা অসম্ভব। লিখিত দলিল কথা বলে তার গায়ে ফুটে থাকা অক্ষরগুলোর ভাষায়, ওটার কোনও জিভ থাকে না। আমার যুক্তির ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য আমি মহামান্য আদালতকে লিখিত দলিলের বিষয়ে সংবিধানের সংজ্ঞাটা পড়ে শোনাতে চাই।'

'পড়ে শোনাবার দরকার নেই, অ্যাটর্নি-জেনারেল,' জজ বললেন। 'সংজ্ঞাটা আদালতের জানা আছে। কিন্তু সেটা এখানকার বিরাজমান পরিস্থিতিতে কীভাবে খাপ খাচ্ছে, তা আদালত বুঝতে পারছে না।'

'আমার যুক্তিটা অত্যন্ত সরল, মাই লর্ড। লিখিত দলিলের কোনও জবান থাকে না, আর এই মামলায় মিস অগাস্টা স্মিদার্স একটি দলিল বৈ আর কিছু না। কাজেই এক টুকরো কাগজ যদি বাদীর পক্ষে কিছু বলতে অক্ষম হয়, তা হলে মিস স্মিদার্সকেও অক্ষমই হতে হবে... মানে, যদি না কাগজটা অলৌকিকভাবে কথা বলার শক্তি অর্জন করে আর কী!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষ বাক্যটা টিটকিরির জন্য বলা, আর সেটা শুনে উচ্চস্বরে হেসে উঠল দর্শকরা। টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে সবাইকে চুপ করালেন জজ। তারপর বললেন, 'যুক্তিটা অদ্ভুত, কিন্তু একেবারে অগ্রাহ্য করবার মতও নয়। মি. শর্ট, আপনি এ-ব্যাপারে কিছু বলতে চান?'

সবার দৃষ্টি ঘুরে গেল জেমসের দিকে। উসখুস করতে লাগল ও—কথা গুছিয়ে নেবার চেষ্টা চালাল। প্রশ্নটার গুরুত্ব খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে—অগাস্টা যদি সাক্ষ্য দিতে না পারে, তা হলে নির্ঘাত হেরে যাবে ওরা। ও-ই কারগুলেন দ্বীপের ঘটনার একমাত্র চাক্ষুষ সাক্ষী।

'ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার করে দিই,' জেমসের ইতস্তত ভাব লক্ষ করে বললেন জজ। 'বিবাদীপক্ষ চাইছে, মিস স্মিদার্সকে আমি শুধুমাত্র লিখিত দলিল... মানে জড় বস্তু হিসেবে মর্যাদা দিই, মানুষ হিসেবে নয়। তাতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কোনও ধরনের বক্তব্য বা আলামত উপস্থাপনের সুযোগ থাকবে না ওঁর। আপনি তাতে রাজি আছেন?'

'প্রশ্নই ওঠে না, মাই লর্ড!' জোর গলায় বলে উঠল জেমস। 'দলিল হলো দলিল, আর মানুষ হলো মানুষ। কাঁধে একটা উল্কি আছে বলেই কি মনুষ্যত্ব চলে যাবে নাকি মিস স্মিদার্সের? চামড়াটুকুই কি মানুষের পরিচয়? তার সঙ্গে বিবেক, বুদ্ধি, হৃদয়, রক্ত-মাংস... এসবের কি কিছুই নেই? বলতে বাধ্য হচ্ছি মাই লর্ড, আপনি যদি মিস স্মিদার্সকে জড় বস্তু বলে ঘোষণা করেন, ওঁকে কোনও ধরনের বক্তব্য রাখতে না দেন... সেটা হবে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন—বাক-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ...'

'মাফ করবেন, ইয়োর অনার,' বাধা দিয়ে বললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল। 'মানবাধিকারের লঙ্ঘন তখনই হবে, যখন আমরা মিস স্মিদার্সকে মানব বা মানবী বলে মেনে নেব। এখানে

www.BanglaBook.org

সে-বিষয় নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। আমার বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ আগেভাগেই মানবাধিকারের ধুয়া তুলে আদালতের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চাইছেন বলে আমার বিশ্বাস। দয়া করে কান দেবেন ওতে। যতক্ষণ গায়ে ওই উল্কিটা আছে, ততক্ষণ মিস স্মিদার্স স্রেফ একটা দলিল ছাড়া আর কিছু নন।'

'যদি ওটা গায়ে না থাকে?' পাল্টা যুক্তি দেখাল জেমস। 'ধরুন একটা অপারেশন করা হলো... উল্কি আঁকা চামড়াটুকু কেটে নেয়া হলো মিস স্মিদার্সের গা থেকে, এরপর উনি সুস্থও হয়ে উঠলেন... বলুন বন্ধুবর, তখন কি ওঁকে সাক্ষী হিসেবে মেনে নেবেন আপনারা?'

কথাটা শুনে আঁতকে ওঠার মত একটা শব্দ করল অগাস্টা। অ্যাটর্নি-জেনারেলও মুখের ভাষা হারালেন। তরুণ প্রতিপক্ষ এমন মোক্ষম চাল দিতে পারে, সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

'অত্যন্ত যৌক্তিক একটা প্রশ্ন করেছেন মি. শর্ট,' বললেন জজ। 'আদালত আপনার জবাব শুনতে আগ্রহী, অ্যাটর্নি-জেনারেল।'

'না... ইয়ে... মানে...' তোতলাতে শুরু করলেন অ্যাটর্নি-জেনারেল। 'তাত্ত্বিকভাবে সেক্ষেত্রে...'

'...মিস স্মিদার্সকে আর লিখিত দলিল বলা যাবে না, এই তো?' ভদ্রলোকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল জেমস। 'ওঁকে তখন সাক্ষী হিসেবে মেনে নেবেন আপনারা। একটাই প্রশ্ন আমার, ইয়োর অনার। জীবনসংশয়ী একটা অপারেশন-শেষে যদি মিস স্মিদার্সের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়, সেটা এই মুহূর্তেই বা হবে না কেন? আমাদের তো শুধু সত্যটুকু জানা দরকার। একজন মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে না দিয়েও যদি সেটা জানা যায়, তা হলে কেন আমরা তা করব না?' মুচকি হাসল ও। 'আসল ব্যাপার

www.BanglaBook.org

হচ্ছে, আমার বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ মামলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীটিকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দিতে চান না। তিনি জানেন, উল্কির সাহায্যে মি. জোনাথন মিসন যে স্বাক্ষর করে গেছেন, তা কলমের স্বাক্ষরের সঙ্গে পুরোপুরি মিলছে না। স্বাক্ষরটার যথার্থতা প্রমাণ করবার মত সাক্ষী একমাত্র মিস স্মিদার্সই বেঁচে আছেন। তাঁকে সেই সুযোগটি দিতে চান না ওঁরা। সেজন্যেই খামোকা টাল-বাহানা করছেন। মহামান্য আদালতের কাছে তাই আমি আর্জি পেশ করছি, সত্য-অন্বেষণের জন্য মিস স্মিদার্সকে তাঁর সাক্ষ্য প্রদানের অনুমতি দেয়া হোক।'

'বাদীপক্ষের এই যুক্তিতর্কে যথেষ্ট ওজন দেখতে পাচ্ছি আমি,' বললেন জজ। 'অবজেকশন ওভাররুলড্! অ্যাটর্নি-জেনারেল, এখন থেকে মিস স্মিদার্স এবং তাঁর কাঁধের চামড়াকে আলাদা মানুষ এবং বস্তু বলে বিবেচনা করবেন আপনারা। ভবিষ্যতে দয়া করে এ-নিয়ে বারংবার একই ধরনের প্রশ্ন তুলবেন না।'

'আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি, মাই লর্ড!' গোমড়ামুখে বললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল।

'সেক্ষেত্রে আপত্তিটা আমার নথিপত্রে টুকে রাখছি,' জজ বললেন। 'আপিলের সময় চাইলে এটার রেফারেন্স দিতে পারবেন আপনারা। যাক গে, যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে। এবার মিস স্মিদার্সের বক্তব্য শোনা যাক। মি. শর্ট, আপনার সাক্ষীকে শপথ করান।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

একুশ

রায় ঘোষণা

পবিত্র বাইবেল স্পর্শ করে শপথ করল অগাস্টা, 'যাহা বলিব, সত্য বলিব। সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলিব না।' তারপর চুমু খেল ধর্মগ্রন্থটাতে।

একজন কেরানি বাইবেলটা নিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়াল জেমস, এগিয়ে গিয়ে সাক্ষ্য নিতে শুরু করল ওর—খুব ধীর-স্থির, এবং বিস্তারিতভাবে তরুণী লেখিকাকে বক্তব্য পেশ করতে সাহায্য করল। অগাস্টার করুণ কাহিনি শুনে আর্দ্র হয়ে উঠল উপস্থিত সবার মন। শেষ পর্যন্ত কারগুলেন দ্বীপে গিয়ে ঠেকল গল্পটা।

'বেশ,' বলল জেমস, 'এবার বলুন, কীভাবে মি. মিসনের উইলটা আপনার গায়ে উল্কি করা হলো।'

সাহিত্যিকসুলভ নাটকীয় ভাষায় দ্বীপের ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করল অগাস্টা। সবাইকে শোনাল মি. মিসনের অনুতাপের কথা, আপন ভাইপোকে বঞ্চিত করায় তাঁর মনের যাতনা, সবশেষে ওর পরামর্শে উল্কি দিয়ে উইলটা লিখে যাওয়ার সেই বেদনাদায়ক ঘটনা।

'এবার, মিস স্মিদার্স,' ওর কথা শেষ হলে বলল জেমস, 'কাজটা একটু অসম্মানজনক হলেও আমি আপনাকে অনুরোধ

www.BanglaBook.org

করছি, উইলটা আদালতকে দেখানোর জন্য।'

কথাটা শুনেই চোখে চরম তৃষ্ণা ফুটল উপস্থিত প্রতিটি দর্শকের, আর তাদের বুভুক্ষু দৃষ্টি দেখে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল অগাস্টার। কাঁপা কাঁপা হাতে পরনের ওভারকোটের বোতাম খুলতে শুরু করল ও।

ওর অবস্থা লক্ষ করে জজ বললেন, 'আপনি যদি চান, তা হলে অপ্রয়োজনীয় লোকজনকে আমি আদালত-কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে বলতে পারি, মিস স্মিদার্স।'

অসন্তোষের একটা ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল দর্শকদের মধ্যে। তাদের দিকে তাকিয়ে তিক্ততা অনুভব করল অগাস্টা। বিনে পয়সায় তামাশা দেখতে এসেছে ওরা, এখন যদি বের করে দেয়া হয়, তা হলে বিরাট গোলমাল বেধে যাবে।

'ধন্যবাদ, ইয়োর অনার,' বলল ও। 'তবে অপ্রয়োজনীয় লোকজনকে বের করে দিলেও লোকসংখ্যা খুব একটা কমবে না।' বিবাদীপক্ষের বিশাল আইনজীবী-বাহিনীর দিকে ইশারা করল। 'কাজেই ওতে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে করি না। থাকুক সবাই। আমি শুধু অনুরোধ করব, আমার অবস্থাটাকে আপনারা যেন সহানুভূতির চোখে দেখেন।'

'বেশ,' মাথা ঝাঁকালেন জজ।

আর কিছু না বলে ওভারকোটটা খুলে ফেলল অগাস্টা, সরিয়ে ফেলল তলায় জড়ানো সিল্কের ওড়নাটাও। লো-কাট ড্রেসের কারণে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল সুগঠিত দুই কাঁধ। দর্শকদের বুকে কাঁপন তুলে ধীরে ধীরে উল্টো ঘুরল ও।

'দয়া করে কাছে আসুন, মিস স্মিদার্স,' বললেন জজ। 'উইলটা আমি দেখতে চাই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বিচারকের মঞ্চে উঠল অগাস্টা, চেয়ারের পাশে গিয়ে উল্টো ঘুরে দাঁড়াল। চোখের সামনে একটা

www.BanglaBook.org

ম্যাগনিফায়িং গ্লাস ধরে লেখাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন জজ সাহেব, মিলিয়ে নিলেন রেজিস্ট্রি অফিসে তোলা ছবিগুলোর সঙ্গে।

'ধন্যবাদ, মিস স্মিদার্স,' দেখা শেষে বললেন তিনি। 'ওতেই চলবে। তবে নীচে বসা আইনজীবীরাও সম্ভবত দলিলটা দেখতে চাইবেন। দয়া করে ওখানে যাবেন কি?'

গেল অগাস্টা। পিঠ দিয়ে দাঁড়াল বিবাদীপক্ষের আইনজীবীদের সামনে। সবার চোখ সেঁটে থাকল ওর খোলা কাঁধ আর পিঠের উপর।

একটা সময়ে শেষ হলো এই দৃষ্টির অত্যাচার। জজ বললেন, 'আশা করি সবাই সন্তুষ্ট হয়েছেন? মিস স্মিদার্স, আপনি ওভারকোটটা আবার পরে নিতে পারেন।'

পোশাকটা পরে কাঠগড়ায় ফিরে এল অগাস্টা।

'মিস স্মিদার্স,' জেরার খেই ধরল জেমস, 'যে-দলিলটা আপনি আদালতের সামনে উপস্থাপন করলেন, সেটাই কি গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে কারগুলেন দ্বীপে আপনার গায়ে লেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'উইল তৈরির সময় কি উইলকারী নিজে এবং দু'জন সাক্ষী উপস্থিত ছিল? পরস্পরের সামনে তারা উইলে স্বাক্ষর করেছে?'

'হ্যাঁ, করেছে।'

'উইলে স্বাক্ষর দেয়ার সময় কি উইলকারী... মানে মি. জোনাথন মিসন সম্পূর্ণ সজ্ঞান এবং সচেতন ছিলেন?'

'নিশ্চয়ই!'

'এই উইল তৈরির ক্ষেত্রে আপনি কি তাঁর উপর কোনও ধরনের প্রভাব খাটিয়েছিলেন?'

'জী না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনি কি শপথ করে সে-কথা বলতে পারেন?'

'অবশ্যই পারি। প্রভাব খাটাতে যাব কেন? মি. মিসন স্বেচ্ছায় এই উইল করেছেন।'

এরপর দুই নাবিকের মৃত্যু আর হারপুন জাহাজের মাধ্যমে অগাস্টার উদ্ধারের ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করল জেমস। সেগুলোর জবাব দেয়া হলে জেরা শেষ করল ও। ঘড়িতে তখন বিকেল চারটা। সেদিনের মত আদালত মুলতবি ঘোষণা করলেন জজ সাহেব।

রাতটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। এখন পর্যন্ত সবকিছু ভালভাবেই এগোচ্ছে, কিন্তু পরদিন কী ঘটবে, তা কেউ বলতে পারে না। প্রায় নির্ঘুম রইল অগাস্টা আর ইউস্টেস-সহ সবাই। পরদিন সকালে যখন আদালতে হাজির হলো, তখন আগেরদিনের চেয়েও ভিড় বেড়ে গেছে। চাঞ্চল্যকর এই মামলার ফলাফল দেখতে বহু মানুষ জড়ো হয়ে গেছে।

জজ সাহেব তাঁর আসন গ্রহণ করতেই কাঠগড়ায় উঠল অগাস্টা। ওকে জেরা করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন অ্যাটর্নি-জেনারেল।

'মিস স্মিদার্স,' বললেন তিনি, 'ক্ষমা করবেন, একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। গতকাল আপনি এই আদালতকে জানিয়েছেন, বাদীর সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে আপনার। আমরা জানতে চাই, উইলটা যখন উস্কি দিয়ে লেখা হয়, তখন কি আপনি মি. ইউস্টেস মিসনকে ভালবাসতেন?'

চকিতের জন্য অগাস্টার মুখ আরক্ত হলো। পরমুহূর্তে লজ্জাটা কাটিয়ে ও বলল, 'ভালবাসা তো অনেক রকমই হয়, সার। একতরফা, দু-তরফা... গোপন, প্রকাশ্য! আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন, তা যদি ব্যাখ্যা করেন, তা হলে জবাবটা দিতে আমার সুবিধে হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দর্শকদের মাঝে হালকা হাসির ঢেউ বয়ে গেল। জজ সাহেবের মুখেও ফুটল কৌতুকের ছাপ। অ্যাটর্নি-জেনারেল একটু বিভ্রান্ত বোধ করলেন, আইনের ব্যাপারে ঝানু হলেও হৃদয়ঘটিত বিষয়ে তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞ।

'ইয়ে,' বললেন তিনি, 'আমি জানতে চাইছি, বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারটা। মানে, ওঁকে আপনি বিয়ে করতে চাইছিলেন কি না...'

'ভালবাসা আর বিয়ে তো এক হলো না, মি. অ্যাটর্নি,' বললেন জজ।

'দুঃখিত, ইয়োর অনার,' বাউ করলেন অ্যাটর্নি-জেনারেল। 'প্রশ্নটা তা হলে আমি অন্যভাবে করতে চাই। মিস স্মিদার্স, আলোচ্য ঘটনাটার আগে মি. ইউস্টেস মিসন এবং আপনার মধ্যে বিয়ে হবার মত কোনও রকম সম্ভাবনা কি সৃষ্টি হয়েছিল? মানে... আপনারা কেউ কাউকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন?'

'না, সার।'

'তা হলে আমি যদি বলি, গায়ে উল্কি করার এই কষ্টকর প্রক্রিয়াটায় আপনি গেছেন শুধুমাত্র মি. ইউস্টেস মিসনকে মুগ্ধ করতে... তাঁকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করতে—সেটা কি মিথ্যে বলা হবে?'

তীক্ষ্ণ গলায় অগাস্টা বলল, 'আপনার কি ধারণা, গায়ে অমন বিচ্ছিরি দাগ নিয়ে কাউকে আকৃষ্ট করা সম্ভব? আপনি হতেন?'

'দয়া করে কথা ঘোরাবেন না, মিস স্মিদার্স। আমার প্রশ্নের জবাব দিন। যদি মি. ইউস্টেসকে আকৃষ্ট করবার ইচ্ছে না থাকে, তা হলে কেন করতে গেলেন কাজটা?'

'কারণ ওটাই আমার কাছে ঠিক কাজ বলে মনে হয়েছে। ওই দ্বীপে কাগজ-কলম ছিল না, উল্কি করাই ছিল উইলটা লেখার একমাত্র উপায়, আর আমি ছাড়া কেউ ওতে রাজি হয়নি। তা

www.BanglaBook.org

ছাড়া...

'তা ছাড়া কী, মিস স্মিদার্স?'

'নিজেকে আমি দায়ী ভাবছিলাম ইউস্টেসের দুর্ভাগ্যের জন্য। সমস্ত সম্পত্তি ও হারিয়েছে আমাকে নিয়ে ঝগড়া করতে গিয়ে। তাই ওগুলো আমার মাধ্যমেই ওর ফিরে পাওয়া উচিত বলে মনে করেছি আমি।'

'আহ্! এই তো লাইনে আসছেন!' সন্তোষ ফুটল অ্যাটর্নি-জেনারেলের কণ্ঠে। 'তারমানে আপনি এই মামলার বাদীর প্রতি করুণাবশত নিজের গায়ে উল্কি করিয়েছেন, শুধুমাত্র ন্যায়-বিচারের স্বার্থে নয়?'

'এক অর্থে তা-ই,' স্বীকার করল অগাস্টা।

'মি. অ্যাটর্নি,' বলে উঠলেন জজ। 'আপনি ঠিক কী প্রমাণ করতে চাইছেন? নাহয় করুণাবশতই উইলটা নিজের শরীরে লিখিয়েছেন এই সাক্ষী, তাতে কী?'

'আমি প্রমাণ করতে চাইছি, ইয়োর অনার, আমাদের বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ আদালতে যে-ভাষ্য দিয়েছেন, তা ঠিক নয়। মিস স্মিদার্স তাঁর মহত্ত্ব দেখানোর জন্য কাজটা করেননি। একটা উদ্দেশ্য ছিল তাঁর।'

'মানুষের প্রতিটা কাজের পিছনেই একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকে,' বিরক্ত গলায় বললেন জজ। 'তারমানে এই নয় যে, প্রতিটা উদ্দেশ্যই অসৎ। সাক্ষীর জবানবন্দিতে অসৎ উদ্দেশ্যের কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।'

কাঁধ ঝাঁকালেন অ্যাটর্নি-জেনারেল। 'বেশ, তা হলে এই প্রসঙ্গে আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

নতুন আরেক ধারায় আক্রমণ করতে শুরু করলেন তিনি। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে অগাস্টার মুখ থেকে বের করতে চাইলেন, মি. মিসনকে উইলটা করবার জন্য ও প্ররোচিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছিল। এ-ও বলাতে চাইলেন, উইল করার সময় ভদ্রলোকের মাথার ঠিক ছিল না। মারা যাবার সময় যে মি. মিসনের মধ্যে পাগলামি দেখা দিয়েছিল, সেটাকে ভিত্তি করেই মানুষটার মানসিক অসুস্থতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কিন্তু বেচারার হাজার চেষ্টাও সফল হলো না, নিজের বক্তব্যে অটল থাকল অগাস্টা। শেষ পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল যখন ক্লান্ত হয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন, তখন জেমস শর্ট উপলব্ধি করল—ভদ্রলোক ওদের কেসটাকে মোটেই দুর্বল করতে পারেননি।

বিবাদীপক্ষের অন্যান্য আইনজীবীরা কয়েকটা প্রশ্ন করলেন অগাস্টাকে, তবে সেগুলো নিছক প্রশ্নের খাতিরে করা প্রশ্ন। তবুও তাদের জেরা শেষে উঠে দাঁড়াল জেমস, সাক্ষীর বক্তব্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। মি. মিসনের শেষ মুহূর্তগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা চাইল ও অগাস্টার কাছে, তরুণী লেখিকাও নির্দ্বিধায় বলে দিল সব—বিশেষ করে প্রয়াত প্রকাশকের স্বীকারোক্তির অংশটা। অ্যাডিসন আর রসকোর চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল—তাদের প্রতিষ্ঠানের অনৈতিক সমস্ত নিয়মকানুনের গোমর ফাঁস হয়ে যাওয়ায়। চেয়ে চেয়ে তাঁরা দেখলেন, মুখরোচক খবর হিসেবে অগাস্টার বক্তব্য টুকে নিচ্ছে সাংবাদিকরা।

যা হোক, অগাস্টার দীর্ঘ জবানবন্দি একসময় শেষ হলো। ওকে অব্যাহতি দেয়া হলো কাঠগড়া থেকে। নিজের চেয়ারে ফিরে এল ও।

এরপর সাক্ষী হিসেবে ডাকা হলো হারপুন জাহাজের ক্যাপ্টেন-পত্নী মিসেস টমাসকে। তাঁর জবানবন্দিতে পরিষ্কার হয়ে গেল, কীভাবে অগাস্টাকে কারগুলেন দ্বীপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। দুই নাবিকের মৃত্যুর ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় তথ্য দিলেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি—জানালেন, বড় কুঁড়েটাতে তাঁরা প্রায় খালি হয়ে যাওয়া একটা মদের পিপে পেয়েছেন। মি. মিসনের ছবি দেখানো হলো তাঁকে, সেটা দেখে তিনি নিশ্চিত করলেন—হ্যাঁ, যে-লাশটা জাহাজের নাবিকরা কবর দিয়েছে, সেটা জোনাথন মিসনেরই ছিল। সবশেষে অগাস্টার পিঠে আঁকা উল্কির ব্যাপারে তথ্য দিলেন তিনি—তা থেকে বোঝা গেল, উইলটা দ্বীপে থাকা অবস্থাতেই লেখা হয়েছে, পরে নয়।

পরের সাক্ষী *আর.এম.এস. ক্যাঙ্গারু*-র মালিকদের এক কেরানি। তার দাখিল করা কাগজপত্র থেকে দুই নাবিকের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল। জনি বাট এবং বিল জোনস নামে সত্যিই দু'জন নাবিক কর্মরত ছিল জাহাজটাতে।

কেরানির সাক্ষ্যের মাধ্যমে বাদীপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণের ইতি ঘটল। এবার বিবাদীপক্ষের পালা। তাঁরা মাত্র দু'জন সাক্ষী হাজির করলেন—মি. মিসনের আইনজীবী টড এবং টডের অফিসের সেই কেরানিকে, যারা ১০ই নভেম্বরের উইলের সময় হাজির ছিল। খুব বেশি কিছু বলতে পারল না তারা, বরং জেমসের জেরার মুখে স্বীকার করল, অত্যন্ত উত্তেজিত এবং আবেগপ্রবণ অবস্থাতে মি. মিসন তাঁর ভাইপোকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, যা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

দুই পক্ষেরই সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়ে গেল, তাই সমাপনী ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়ালেন অ্যাটর্নি-জেনারেল।

'মহামান্য আদালত,' শুরু করলেন তিনি। 'সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ শোনার পর আমাদের সামনে মাত্র দুটো প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এক, মিস অগাস্টা স্মিদার্সের কাঁধের ওই উল্কিকে আদৌ কোনও উইল বলা যায় কি না! দুই, যদি ওটা উইল হয়েও থাকে, সেটা আইনের সমস্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সুস্থ, সচেতন একজন মানুষ তৈরি করেছেন কি না! প্রথম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রশ্নটার জবাবে আমি বলতে চাই—যদিও এ-ব্যাপারে সরাসরি কিছু লেখা নেই কেতাবে, তারপরও উল্কিটা আমাদের প্রচলিত আইনের ধারায় কোনও অবস্থাতেই উইল হতে পারে না। উইল তৈরি করার যে-নিয়মকানুন আমরা মেনে চলি, সেসবের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন ওটা।

'হ্যাঁ, বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ আইনের মারপ্যাঁচে ওটাকে উইল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু উইলটা সঠিক কিনা, সেটা প্রমাণিত হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। মাই লর্ড, পুরো গল্পটাই একেবারে অবিশ্বাস্য, আর সেটার সত্যতা যাচাই করবার জন্য একজন মাত্র সাক্ষী ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। এমন একজন সাক্ষী, যিনি বাদীর বাগদত্তা! হবু-স্বামীর জন্য তিনি যে-কোনও ধরনের মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন। আমাদের সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা গেছে, মি. জোনাথন মিসন এই বিশেষ মহিলাটির কারণেই তাঁর ভাইপোর উপর অত্যন্ত নাখোশ ছিলেন, এবং তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিলেন। এখন যদি সেই সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই বাদীকে সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া হয়, তা হলে সেটা প্রয়াত মি. জোনাথন মিসনের জন্য চরম অবমাননাকর একটা ব্যাপার হবে। তা ছাড়া উইলটাতে তারিখ নেই, তারিখের ব্যাপারে বিজ্ঞ প্রতিপক্ষ যে-সব প্রমাণ উপস্থিত করেছেন, তা সম্পূর্ণ অনুমানপ্রসূত। যে-দুই মহিলা মিস স্মিদার্সের কাঁধের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁরাই যে মিথ্যে বলেননি, তার কী নিশ্চয়তা? দু'জনেই তাঁকে স্নেহ করেন বলে খবর আছে আমাদের কাছে, সেই স্নেহের বশে হয়তো বা ভুল পথে পরিচালিত করছেন আদালতকে। ওসব যদি ঠিকও থাকে, মি. জোনাথন মিসন যে সুস্থ-সচেতন ছিলেন, সেটা তো প্রমাণ হয়নি। জাহাজডুবির পর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি, মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে মনের জোর হারিয়ে ফেলেছিলেন... ওই

www.BanglaBook.org

অবস্থায় মিস স্মিদার্স যে তাঁকে ফুসলে-ফাসলে উইলটা করিয়ে নেননি, সেটা আমরা জানছি কী করে? বাদীপক্ষ তো সে-বিষয়ক কোনও প্রমাণ হাজির করেনি।

'ইয়োর অনার, সবশেষে একটা প্রশ্ন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমরা কি সুস্থ এবং সচেতন অবস্থায় একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর হাতে তৈরি করানো মি. জোনাথন মিসনের উইলটা গ্রহণ করব, নাকি অসুস্থ এবং অর্ধোন্মাদ অবস্থাতে নির্জন এক দ্বীপে তৈরি করা উইলটা? আপনার কাছে আমরা এরই জবাব চাই, মাই লর্ড। ধন্যবাদ।'

অ্যাটর্নি-জেনারেলের পর বক্তব্য রাখলেন সলিসিটর-জেনারেল এবং মি. ফিডলস্টিক। দু'জনেই জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন, কিন্তু নতুন কিছু থাকল না তাতে। অ্যাটর্নি-জেনারেলের কথাগুলোই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আবার বললেন তাঁরা। তাঁদের ভাষণ যখন শেষ হলো, ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটা বাজে। বাদীপক্ষের সমাপনী ভাষণ দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল জেমস। কাগজপত্র গুছিয়ে ডায়াসের দিকে এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু জজ সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ, মি. শর্ট। আপনার কোনও রকম ভাষণ না দিলেও চলবে।'

কিছুটা বিস্ময় ও পুলক নিয়ে আবার বসে পড়ল জেমস। বক্তব্য দিতে মানা করবার অর্থ একটাই হতে পারে—কেসে জিতে গেছে ওরা!

থমথমে নীরবতা নেমে এসেছে আদালত-কক্ষে। গলা খাঁকারি দিয়ে জজ সাহেব এবার তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। শুরুতেই পুরো কেসের সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ দিলেন তিনি, তারপর যোগ করলেন, 'মামলা-চলাকালীন সময়ে এই কেসটাকে দু'পক্ষের আইনজীবীরাই একাধিকবার অভিনব বলে আখ্যা দিয়েছেন, এবং আমিও সেটা স্বীকার করি। আমার দীর্ঘ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যারিয়ারে কখনও এ-ধরনের মামলার মুখোমুখি হইনি। বিবাদীপক্ষের যুক্তিটা আমি মানছি—দুটো প্রশ্নের উপরেই পুরো মামলাটা ঝুলে আছে। মিস অগাস্টা স্মিদার্সের গায়ে লেখা দলিলটাকে আমরা উইল বলে মেনে নেব কি না; সেই সঙ্গে ওটার ব্যাপারে ভদ্রমহিলার দেয়া সাক্ষ্যকে সত্য বলে ধরে নেব কি না। প্রথম প্রশ্নটার ব্যাপারে আসি। "উইল" আসলে কী? আইন বলছে কোনও মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছের বিবরণ ওটা—মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি কীভাবে বিলি-বণ্টন হবে, সেটার লিখিত নির্দেশনা। এর সঙ্গে কয়েকটা শর্ত যোগ করা আছে—প্রথমত, উইল করার সময় মানুষটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ, সচেতন ও সজ্ঞান থাকতে হবে; এবং দ্বিতীয়ত, সাক্ষীর উপস্থিতিতে দলিলটি তৈরি করতে হবে। যদি এই দুটো পূর্বশর্ত সঠিকভাবে পালিত হয়, এবং উইলটিতে কোনও ধরনের অস্পষ্টতা না থাকে, তা হলে বাকি সমস্ত বিষয় গুরুত্বহীন—যেমন, উইলটা কীসের উপর লেখা হলো, কী দিয়ে লেখা হলো, ইত্যাদি। এখন কথা হচ্ছে, মিস অগাস্টার কাঁধের ওই দলিলটাকে আমরা উইল বলতে পারি কি না। স্বীকার করছি, মানুষের গায়ে উল্কি দিয়ে উইল লেখার বিষয়টা মোটেই স্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাই বলে সেটাকে অগ্রহণযোগ্য বলা যাবে না। আইনের শর্ত অনুসারে উইলটা লিখিত আকারে থাকতে হবে, কিন্তু লেখাটা যে কাগজের উপরেই হতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। তা ছাড়া কোন্ পরিস্থিতিতে উইলটা এভাবে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন মি. জোনাথন মিসন, সেটাও মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে। নির্জন কারগুলেন দ্বীপে কাগজ-কলম ছিল না তাঁর কাছে। মরতে বসেছিলেন তিনি, হাতে সময় ছিল অত্যন্ত কম। তাই অস্বাভাবিক একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন উইল লেখার জন্য, নিতান্তই অনন্যোপায় হয়ে। কিন্তু অন্যান

www.BanglaBook.org

আনুষ্ঠানিকতায় বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়া হয়নি এতে। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে লেখা হয়েছে উইলটা, তাদের স্বাক্ষর নেয়া হয়েছে, স্বাক্ষর করেছেন উইলকারী নিজে এবং উইলের লেখকও। তারিখ দেয়া হয়নি বটে, কিন্তু বাদীপক্ষ তারিখের ব্যাপারটা যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে প্রমাণ করতে পেরেছেন বলেই মনে করি আমি। তাই উল্কিটাকে আদালত একটি উইল বলে মেনে নিচ্ছে।

'এবার আসা যাক দ্বিতীয় প্রশ্নটার বিষয়ে। বিবাদীপক্ষ সঠিক একটি বিষয়ই তুলে ধরেছেন—মিস স্মিদার্সের সাক্ষ্যটি যাচাই করার কোনও উপায় নেই। পুরো কেসটাই ঝুলছে তাঁর ওই সাক্ষ্যের উপর, অথচ সেটার সঙ্গে জড়িত একটি মাত্র শিশু ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। সঙ্গত কারণেই লেডি হোমহার্স্টের নাবালক সন্তানকে কাঠগড়ায় ডেকে জেরা করতে পারছি না, আইন তা সমর্থন করে না। নাবালকের সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই সবকিছু নির্ভর করছে একা মিস স্মিদার্সের উপর। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে—তা হলো, ভদ্রমহিলার নিজের পক্ষে নিজের কাঁধে উল্কি করা সম্ভব নয়। তারমানে কারগুলেন দ্বীপে অবশ্যই উল্কি করবার মত অন্তত আরেকজন মানুষ উপস্থিত ছিল। মিসেস টমাসের দেয়া সাক্ষ্য থেকে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি, কাঙ্গারু জাহাজের প্রাক্তন দুই নাবিক বিল জোনস ও জনি বাট সত্যিই ওখানে উপস্থিত ছিল, এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সত্যিই তাদের মৃত্যু হয়েছে। মিস স্মিদার্সের সাক্ষ্যটুকু অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছি আমি, তাঁর কথাবার্তায় বিন্দুমাত্র খুঁত পাইনি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আমি বলতে পারি, তিনি সত্যি কথাই বলেছেন আদালতে। আসলে... পুরো ঘটনাটা এতই চমকপ্রদ এবং অবিশ্বাস্য যে, সেটা বানোয়াট বলে ভাবতে পারছি না আমি।

www.BanglaBook.org

যদি মিথ্যে কোনও গল্পই ফাঁদতে চাইতেন তিনি, আমার ধারণা, বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প ফাঁদতেন। সেটা খুব একটা কঠিনও হতো না তাঁর মত একজন প্রতিভাময়ী লেখিকার জন্য। তাই মিস স্মিদার্সের বর্ণিত কাহিনিকে সত্য বলে মেনে নিচ্ছে আদালত।

'সবশেষে একটা বিষয়ই শুধু থেকে যায়—মি. জোনাথন মিসন সুস্থ অবস্থাতে ওই উইল করেছেন কি না। বিবাদীপক্ষ তাঁর মৃত্যুর সময়কার উন্মাদনাকে নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। এক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে, তাঁর মত একজন মানুষের পক্ষে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে উন্মাদ হয়ে ওঠাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নিজের মুখেই তিনি স্বীকার করেছেন, সারাজীবনে প্রচুর অন্যায় করেছেন মানুষের সঙ্গে। মারা যাবার সময় সেজন্য আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, আর আতঙ্কের বশেই কিছু পাগলামি করেছেন। উইল করার সময় তিনি পাগল ছিলেন বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে সমস্ত নিয়মকানুন মেনে উইল করতে পারতেন না, বরং উইলে হাজারটা ভুল থাকত। মিস স্মিদার্সও পাগল একজন মানুষের কথায় নিজের পিঠে উল্কি করতে দিতেন না, সেটা স্বাভাবিক নয়। বিবাদীপক্ষ একটি ষড়যন্ত্রের আভাস দিয়েছেন—বলেছেন, মিস স্মিদার্স তাঁর হবু-স্বামীকে খুন করার জন্য, তাকে বিয়ে করে সম্পত্তির অংশীদার হবার জন্য মি. জোনাথন মিসনকে প্রভাবিত করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে পরিষ্কার কোনও প্রমাণ তাঁরা হাজির করতে পারেননি। বরং জানা গেছে, মিস স্মিদার্স এবং বাদী মি. ইউস্টেস মিসনের মধ্যে কোনও ধরনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল না অতীতে। তাঁদের প্রণয় ঘটার কোনও সম্ভাবনাও ছিল না। কাজেই মি. জোনাথন মিসনকে প্রভাবিত করে মিস স্মিদার্স লাভবান হতেন না। বিবাদীপক্ষের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও আদালতের ধারণা, সম্পূর্ণ

www.BanglaBook.org

নিঃস্বার্থভাবেই কাজটি করেছেন মিস স্মিদার্স। এজন্য সবার তরফ থেকে তাঁকে প্রশংসা জানানো উচিত। চমৎকার একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের সবার জন্য।

'এসব যুক্তি এবং চিন্তাধারার ফলাফল হিসেবে আদালত ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ তারিখে প্রয়াত মি. জোনাথন মিসনের তৈরি করা উইলটিকে বৈধ বলে ঘোষণা করছে, এবং ওটাকেই তাঁর সর্বশেষ ইচ্ছের লিখিত দলিল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করছে। এরই সূত্র ধরে ১০ই নভেম্বর , ১৮৮৫ তারিখের উইল এবং ওটাকে কার্যকর করবার জন্য প্রদত্ত প্রোবেটটিকে স্থগিত ঘোষণা করা হলো। সর্বশেষ উইল মোতাবেক মি. জোনাথন মিসনের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা পাবেন এই মামলার বাদী।'

হাততালি দিয়ে উঠল দর্শকরা। জেমস দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মামলার খরচটা কি আমরা বিবাদীপক্ষের কাছ থেকে পেতে পারি, মাই লর্ড?'

'না,' জজ সাহেব মাথা নাড়লেন। 'এই মামলাটার উৎপত্তি হয়েছে মি. জোনাথন মিসনের কর্মকাণ্ডের ফলে। কাজেই তাঁর সম্পত্তি থেকেই খরচটা সমন্বয় করতে হবে।'

'যথাজ্ঞা, মাই লর্ড।' জেমস বসে পড়ল।

'মি. শর্ট,' হাসলেন জজ, 'সচরাচর আমি কারও প্রশংসা করি না, কিন্তু আপনার বেলায় ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে পারছি না। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আপনি যেভাবে একা লড়ে গেছেন, সেটা সত্যিই অতুলনীয়। এই বয়সের... কিংবা এমন স্বল্প-অভিজ্ঞতার কারও কাছ থেকে এমনটা আশাই করিনি আমি। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি আপনার সামনে, আমার শুভকামনা রইল।'

একটু যেন লজ্জা পেয়ে গেল জেমস। কোনোমতে বলল,

www.BanglaBook.org

'ধন্যবাদ, মাই লর্ড।'

মুখে হাসি নিয়ে আসন ছাড়লেন বিজ্ঞ বিচারক। বেরিয়ে গেলেন আদালত থেকে। পরমুহূর্তে হৈ-হুল্লোড়ে মেতে উঠল সমস্ত দর্শক।

বাইশ

বিয়ে

চারপাশে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার মাঝে দাঁড়িয়ে কেমন যেন একটা ঘোর লাগা অনুভূতি হলো অগাস্টার। বিশ্বাসই হতে চাইছে না, দুঃস্বপ্নটার সমাপ্তি ঘটেছে... ও এখন মুক্ত, স্বাধীন! ইউস্টেসের দিকে তাকাল, দু'চোখে কৃতজ্ঞতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে—লোকজনের সামনে সংকোচ বোধ করছে, নইলে অগাস্টাকে জড়িয়ে ধরত। জেমস আর জনের দিকে তাকাল—মুখে বিজয়ের হাসি তাদের। বিপক্ষের আইনজীবীদের দিকে তাকাল—এত বড় পরাজয়ের খুব একটা ছাপ নেই তাদের চেহারায়, সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কাগজপত্র গুছিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে তারা। ব্যতিক্রম শুধু মি. অ্যাডিসন আর মি. রসকো। টাকার অভাব নেই তাদের, তারপরও দুই মিলিয়ন পাউণ্ড হাতছাড়া হয়ে যাবার দুঃখটা মানতে পারছে না, হাবভাবে ফুটে উঠেছে তীব্র হতাশা।

এগিয়ে এসে জেমসের সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করলেন অ্যাটর্নি-

www.BanglaBook.org

জেনারেল। 'অভিনন্দন, মি. শর্ট! সত্যি বলছি, এত চমৎকারভাবে কাউকে আমি কেস হ্যাণ্ডেল করতে দেখিনি। হার হয়েছে আমার, কিন্তু হেরেও আনন্দ পেয়েছি। আসলে... যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করার মজাই আলাদা। জজ সাহেব আপনার প্রশংসা করে ভুল করেননি। অদূর ভবিষ্যতে কখনও যদি আপনাকে আমার সহকারী হিসেবে পাই, তা হলে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে মনে করব। ভাল কথা, যদি হাতে কোনও কাজ না থাকে, তা হলে কাল দুপুরেই চলে আসুন না আমার অফিসে! এই ধরুন... বারোটার দিকে? একসঙ্গে লাঞ্চ সারতে সারতে কিছু কথাও বলা যাবে।'

প্রস্তাবটা পেয়ে দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেমসের। কিন্তু জবাব দেয়ার সুযোগ পেল না, তার আগেই গর্জে উঠলেন মি. অ্যাডিসন। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, অ্যাটর্নি-জেনারেলের কথা শুনে খেপে গেলেন।

'এবার বুঝতে পারছি রহস্যটা!' রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন তিনি। 'আমার সঙ্গে বেঈমানী করা হয়েছে। পাঁচশো পাউণ্ড পারিশ্রমিক নিয়েছেন, অথচ জেতাতে পারেননি আমাকে। তারপর আবার অভিনন্দন জানাচ্ছেন প্রতিপক্ষের উকিলকে! নিশ্চয়ই ওর কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছেন আপনি, ইচ্ছে করে হেরে গেছেন মামলায়! আপনি একটা বেঈমান, মি. অ্যাটর্নি-জেনারেল! বেঈমান!!'

কথাটা শুনে অ্যাটর্নি-জেনারেলের মত ভদ্রলোকও খেপে গেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী! আপনি আমাকে বেঈমান বললেন? আমাকে?' মুঠি পাকিয়ে মক্কেলের দিকে ছুটে গেলেন তিনি।

তাড়াতাড়ি ওঁকে আটকালেন মি. নিউজ। অ্যাডিসনকেও ধরে ফেললেন মি. ফিডলস্টিক। নইলে ওখানে একটা মারামারি

www.BanglaBook.org

বেধে যেত। বাকি আইনজীবীরাও এগিয়ে এলেন, বুঝিয়ে-শুনিয়ে ক্রুদ্ধ দুই ভদ্রলোককে আলাদাভাবে আদালত-কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে গেলেন তাঁরা।

'চলুন সবাই, বাড়ি ফেরা যাক,' উত্তেজনা থিতিয়ে এলে বললেন লেডি হোমহার্স্ট। 'খাওয়া-দাওয়া সেরে এবার বিশ্রাম নেয়া দরকার আমাদের। সাতটায় ডিনার। মি. জেমস, মি. জন, আপনারাও আমন্ত্রিত। যা দেখিয়েছেন দু'জনে মিলে... তার জন্য ভাল একটা ডিনার পাওনা হয়েছে আপনাদের।'

হ্যানোভার স্কয়্যারে ফিরল সবাই। জমজমাট একটা খাওয়া-দাওয়া হলো, তারপর শ্যাম্পেনের মাধ্যমে বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করল ওরা। রাত একটু গভীর হলে বিদায় নিল দুই যমজ ভাই, লেডি হোমহার্স্টও চলে গেলেন নিজের কামরায়। ড্রয়িং রুমে একা রয়ে গেল ইউস্টেস আর অগাস্টা। বেশ কিছুটা সময় চুপচাপ বসে রইল ওরা।

'জীবনটা বড়ই অদ্ভুত, তাই না?' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে বলল ইউস্টেস। 'আজ সকালে আমি একশো আশি পাউণ্ড বেতনের এক সামান্য প্রুফ-রিডার ছিলাম, আর এখন... যদি আদালতের রায়টা বহাল থাকে আর কী... আমি ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে ধনী মানুষগুলোর একজন! কী অবাক ব্যাপার, তাই না?'

'হ্যাঁ, ইউস্টেস,' মৃদু গলায় বলল অগাস্টা। 'পৃথিবী এখন তোমার পায়ের তলায়, যা চাও তাই করতে পারো। ভবিষ্যৎ আলোয় ভরা। সত্যি বলতে কী, তোমাকে বিয়ে করতে আমার ভয়ই করছে। মনে হচ্ছে, আমি তোমার যোগ্য নই।'

'বাজে কথা বোলো না!' চোখ রাঙাল ইউস্টেস। 'যা কিছু পেয়েছি, তা তো তোমারই জন্য! তুমি না থাকলে এখনও পথের ভিখিরিই রয়ে যেতাম আমি। কাজেই নিজেকে অযোগ্য ভাবতে

www.BanglaBook.org

যেয়ো না। ভয় তো বরং পাচ্ছি আমি!'

'কেন?' বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইল অগাস্টা।

'তোমার প্রতিভার জন্য!' বলল ইউস্টেস। 'এত বড় মাপের একজন লেখিকা তুমি, যদি বিয়ের পর লেখালেখি ছেড়ে দাও? টাকার অভাব থাকছে না তোমার, তাই অলসতায় আক্রান্ত হতে পারো। তা যদি না-ও হও, হয়তো সংসার-ধর্মের কাছে বিসর্জন দেবে সাহিত্যকে। এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি আছে।'

'অমন উদাহরণ যারা দেখিয়েছে, তারা কেউ নিজের লেখাকে... নিজের সাহিত্যকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসত না—আমি নিশ্চিত! আমার বেলায় সেটা ঘটবার কোনও সম্ভাবনা নেই। হ্যাঁ, বিয়ের পর দায়িত্ব বাড়বে, নানা রকম ঝামেলা পোহাতে হবে... সেসব তো জীবনেরই অংশ, তাই না? কিন্তু যত দায়িত্বই চাপুক, যত ঝামেলাই আসুক, আমি নিজের কলমকে থামিয়ে রাখতে পারব না। লিখব আমি, ইউস্টেস... অবশ্যই লিখব! শুধু যদি তুমি আমাকে সাহস জুগিয়ে যাও।'

'অবশ্যই তোমাকে সাহস জোগাব আমি, সব ধরনের সহায়তা করব। যতকিছুই হোক, বিখ্যাত অগাস্টা স্মিদার্সের স্বামী হবার সুযোগ ক'জনই বা পায়?'

'দুই মিলিয়ন পাউণ্ডের মালিক হতে চলেছ, তারপরও আমার পরিচয়ে পরিচিত হতে চাও?'

হাসল ইউস্টেস। 'টাকার পরিচয় আর ক'দিনের? টাকা গেল তো পরিচয়ও গেল। কিন্তু তুমি যা অর্জন করছ, তা কোনোদিন হারাবার নয়। তোমার স্বামীর পরিচয়টা নেয়াই অনেক নিরাপদ।'

'আবোল-তাবোল কথা বন্ধ করো এখন,' বলে উঠে দাঁড়াল অগাস্টা। 'রাত হয়েছে, বাড়ি ফিরে যাও। আমিও শুয়ে পড়ব।'

ওর হাত ধরে ফেলল ইউস্টেস। 'কিন্তু আমার যে যেতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইচ্ছে করছে না!'

'এখানেই থাকার মতলব আঁটছ নাকি? উঁহুঁ, মিস্টার! বিয়ের আগে ওসব চলবে না। মানে মানে কেটে পড়ো।'

'তা হলে বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেললে কেমন হয়?'

'তাড়াতাড়ি মানে? কত তাড়াতাড়ি?'

'এই ধরো... আগামী সপ্তাহেই?'

'কী বলছ এসব! এত কম সময়ে বিয়ে করা যায় নাকি? প্রস্তুতির একটা ব্যাপার আছে না? জামা-কাপড়, সাজগোজ, গয়নাপাতি... এসবের তো কিছুই নেই আমার কাছে। সব জোগাড় করতে হবে না?'

'ধ্যাত্! কীসের জামা-কাপড়? কীসের গয়নাপাতি? ধরো, কারগুলেন দ্বীপেই আছ তুমি। ওখানে এসবের কোনও বালাই ছিল? আর খুব যদি চাও, তা হলে বিয়ের পর সব কিনে দেব আমি।'

'কিনবে কীভাবে?' ভুরু নাচাল অগাস্টা। 'আপিল করবে অ্যাডিসন আর রসকো। তখন যদি মামলার রায় বদলে যায়? যদি ফুটো কড়িও না পাও?'

'তা হলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করব, তবু তোমার প্রতিটা প্রয়োজন মেটাব আমি। এখন বলো, আগামী সপ্তাহে আমাকে বিয়ে করবে কি না।'

'হাত ছাড়ো, তারপর বলছি।'

'উঁহুঁ, আগে কথা দাও, তারপর ছাড়াছাড়ি...'

ইউস্টেসের কথা শেষ না হতেই এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল অগাস্টা। দৌড়ে চলে গেল দরজার কাছে।

'দেখো, কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না,' গোমড়ামুখে বলল ইউস্টেস। 'আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ তুমি!'

দরজায় দাঁড়িয়ে উল্টো ঘুরল অগাস্টা। বলল, 'ঠিক আছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বেসিকে জিজ্ঞেস করে দেখব।'

'না, না!' আঁতকে উঠল ইউস্টেস। 'লেডি হোমহার্স্টকে কিছু বলতে যেয়ো না!'

হাসল অগাস্টা। 'শুভরাত্রি, ইউস্টেস!' বলে ছুটে চলে গেল ও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইউস্টেস। লেডি হোমহার্স্টের মতামত নিতে গেলে আগামী এক বছরেও আর বিয়ে করা হবে না ওদের। পুরোপুরি নিশ্চিত হবার আগে ভদ্রমহিলা কিছুতেই অগাস্টাকে তুলে দেবেন না ওর হাতে। কী যে করা! দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

ইউস্টেসের আশঙ্কা ভুল বলে প্রমাণিত হলো খুব শীঘ্রি।

মামলার রায় পাবার ঠিক দশদিন পর হ্যানোভার স্কয়্যারের সেইন্ট জর্জ গির্জায় বসল বিয়ের আসর। সেখানে বর-কনে ছাড়া অন্যান্য দর্শকের উপস্থিতি হলো খুবই... খুবই সীমিত। কারণ, প্রথমত অনুষ্ঠানটা অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে সম্পন্ন করা হচ্ছে... নইলে ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে আলোচিত তরুণীটির বিয়ে দেখার জন্য অযাচিত মানুষের ঢল নামত; দ্বিতীয়ত, ইউস্টেস বা অগাস্টা... কারোই কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই। অতিথি হিসেবে ওদের বিয়েতে হাজির হলো শুধু হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ—লেডি হোমহার্স্ট, তাঁর ছেলে ডিক, মিসেস টমাস, জেমস আর জন শর্ট, সবশেষে ডক্টর প্রোক্টর। শেষোক্ত মানুষটিকে কন্যা-সম্প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছে অগাস্টা, পিতৃসুলভ এক ধরনের স্নেহ অনুভব করেছে ও ভদ্রলোকের মধ্যে, তিনিও খুশিমনেই রাজি হয়েছেন দায়িত্বটা নিতে।

যথাসময়ে পাদ্রীর সামনে দাঁড়াল ইউস্টেস আর অগাস্টা, শুরু হলো বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। নিচু স্বরে বাইবেলের শ্লোক

www.BanglaBook.org

আবৃত্তি করতে শুরু করলেন পাদ্রী, আর সেটা শুনতে শুনতে গত কয়েক মাসের ঘটনাগুলো ছবির মত ভাসতে থাকল অগাস্টার সামনে। জিনির কথা মনে পড়ল ওর; মনে পড়ল মি. মিসন, লর্ড হোমহার্স্ট, বিল, জনি, এমনকী মি. টমবির কথাও। মনটা আর্দ্র হয়ে উঠল ওর। পাদ্রী যখন জানতে চাইলেন, ইউস্টেসকে ও স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে রাজি আছে কি না, তখন ধরা গলায় সম্মতি জানাল। ইউস্টেসেরও মতামত নিলেন তিনি, তারপর দুজনকে ঘোষণা করলেন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে। কনের হাতে আংটি পরিয়ে দিল ইউস্টেস, তারপর চুমু খেল ওকে। হাততালি দিয়ে উঠল দর্শকরা। চোখ মুছে সবার উদ্দেশে হাত নাড়ল অগাস্টা।

গাড়িতে চড়ে লেডি হোমহার্স্টের বাড়িতে ফিরে এল ওরা, আপাতত ওখানেই থাকবে নতুন দম্পতি—এমনটাই ঠিক করা হয়েছে। বাড়িতে ঢোকার আগেই সদর দরজার সামনে দেখা হলো জেমসের অফিসের বাচ্চা ছেলেটার সঙ্গে, হাতে একটা খাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওদের অপেক্ষায়।

'একজন মেসেঞ্জার দিয়ে গেছে এটা, সার,' বলল ছেলেটা। 'খুব নাকি জরুরি, তাই এখানেই নিয়ে এলাম।'

'খুব ভাল করেছ,' বলে খামটা হাতে নিল জেমস।

'কী ওটা?' জানতে চাইল ইউস্টেস।

'সম্ভবত আপিলের নোটিশ।'

'খোলো ওটা। দেখো কী লিখেছে।'

মেসার্স নিউজ অ্যাণ্ড নিউজ থেকে পাঠানো হয়েছে ওটা। তাতে বলা হয়েছে, ওঁদের মক্কেলরা... মানে, অ্যাডিসন ও রসকো মামলাটার আপিল না করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে শর্ত একটাই, মি. মিসনের অনুপস্থিতিকালীন গত কয়েক মাসে সম্পত্তি থেকে যা-আয় হয়েছে, অর্থাৎ মি. অ্যাডিসন ও রসকো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যা নিয়েছেন, তা ফেরত চাওয়া যাবে না। ইউস্টেস যদি ওই টাকা ফেরত পাবার জন্য চাপাচাপি করে, তা হলে পুরো মামলাটা আবার উচ্চতর আদালতে উপস্থাপন করতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

'ব্যাটাদের সাহস তো কম নয়!' বলে উঠলেন লেডি হোমহার্স্ট। 'টাকাগুলো হজম করে ফেলতে চাইছে! মি. ইউস্টেস, এত সহজে পার পেতে দেবেন না ওদেরকে। করুক আপিল, কিছুই হবে না তাতে।'

'কী বলেন আপনি?' জানতে চাইল জেমস। 'কী জবাব দেব ওদেরকে?'

অগাস্টার সঙ্গে চোখে চোখে কথা হলো ইউস্টেসের। তার লম্বা একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'আমি রাজি। রাখুক ওরা টাকাটা—কতই বা আর হবে? আবার মামলা-মোকদ্দমায় জড়ালে আমাদেরই ক্ষতি। সম্পত্তি পেতে দেরি হবে, ততদিন তোমাদেরকে টাকা-পয়সাও দিতে পারব না। তারচেয়ে কয়েক মাসের আয় বিসর্জন দিয়ে যদি ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তাতে অসুবিধে তো দেখছি না।'

'কথাটা মন্দ বলোনি,' স্বীকার করল জন।

'ঠিক আছে, তা হলে মি. নিউজকে আমি টেলিগ্রাম করে দেব,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল জেমস।

বাড়িতে ঢুকে খেতে বসল সবাই। বিয়ে উপলক্ষে এলাহী কারবার করেছেন লেডি হোমহার্স্ট, রীতিমত একটা ভোজ আয়োজন করা হয়েছে নবদম্পতির জন্য। হাসিখুশির মধ্য দিয়ে খাওয়াদাওয়া সারল ওরা। সবশেষে হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ড. প্রোবেট, সংক্ষিপ্ত একটা ভাষণের মাধ্যমে ইউস্টেস আর অগাস্টার উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন পানীয়।

'আমি শুনেছি,' বললেন তিনি, 'ভাগ্য নাকি প্রতিটি পুরুষকে

www.BanglaBook.org

এই পৃথিবীতে একই ধরনের সুযোগ প্রদান করে। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারের উপরেই নাকি তাদের জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। কিন্তু কথাটা ঠিক বিশ্বাস হয়নি আমার, আজ নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছি—গুণীজনরা অন্তত এই বিশেষ ক্ষেত্রে পুরোপুরিই মিথ্যে বলেছেন আমাদেরকে। মি. ইউস্টেস মিসনের কথাই ধরা যাক। তরুণ তিনি, সুদর্শন। কিন্তু তার বাইরে আরও বিশেষ কোনও গুণ নিশ্চয়ই তাঁর আছে, যার কারণে ঈশ্বর তাঁকে দুই মিলিয়ন পাউণ্ডের সম্পত্তি, এবং সেইসঙ্গে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী... সবচেয়ে সাহসী... সবচেয়ে প্রতিভাময়ী মেয়েটিকে দান করেছেন। আমি মনে করি, ভাগ্য মোটেই আমাদের বাকিদেরকে একই ধরনের সুযোগ প্রদান করেনি। আগেও বলেছি, আজও বলছি, সার—আপনি সৌভাগ্যবান। ঈশ্বর অমূল্য এক উপহার দিয়েছেন আপনাকে, দূর থেকে সে-উপহার দেখে আমরা বাকিরা শুধু দীর্ঘশ্বাসই ফেলতে পারি, আর কিছু নয়। দয়া করে এই উপহারকে সারাজীবন পরম যত্নে রাখবেন। সুখী হোন আপনারা, ধন্যবাদ।'

করতালির মাধ্যমে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানাল সবাই।

চিফ রেজিস্ট্রারের বক্তব্য শেষ হলে উঠে দাঁড়াল ইউস্টেস। বলল, 'ধন্যবাদ, ডক্টর। আপনার কথাগুলো আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। হ্যাঁ, সৌভাগ্যবান আমি। এবং সে-কারণে আতঙ্কিত! কী কারণে ঈশ্বর আমার দিকে এমন সুদৃষ্টি দিলেন, তা বুঝতে পারছি না। তাই ভয় হয়, স্বপ্ন দেখছি না তো! সত্যিই কি পেয়েছি আমি অগাস্টাকে? পেলেও, শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারব তো? বিশাল এক দায়িত্ব চেপেছে আমার কাঁধে ওর স্বামী হিসেবে। সেই দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পারব জানি না, তবে কথা দিতে পারি, আপ্রাণ চেষ্টা করব। আপনারা আমার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা শেষ করে হাতের গ্লাস তুলে ধরল ও। পানীয় উৎসর্গ করল শর্টদের দুই যমজ ভাইয়ের উদ্দেশে—হাজারো প্রতিকূলতার মাঝেও ওরা নিরন্তর লড়াই করে গেছে বলে।

কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে এবার উঠে দাঁড়াল জেমস, স্বভাবজাত কপট গাম্ভীর্য নিয়ে লম্বা-চওড়া ভাষণ দিতে শুরু করল। কোটের হাতা টেনে ধরলেন লেডি হোমহার্স্ট। বললেন, 'জটিল ভাষণ অনেক শুনেছি, ভাই। এবার সহজ কিছু বলে শেষ করো এসব আনুষ্ঠানিকতা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা কৌতুক বলতে শুরু করল জেমস, আর সেটা শুনে হাসিতে ভেঙে পড়ল সবাই। ভোজসভার ইতি ওখানেই ঘটল। পরদিন মধুচন্দ্রিমার জন্য বেরিয়ে পড়ল ইউস্টেস আর অগাস্টা।

তেইশ

উপসংহার

এক মাস কেটে গেল। স্বপ্নময়, আনন্দের একটি মাস। চ্যানেল আইল্যাণ্ডের চমৎকার পরিবেশে এই সময়টা মধুচন্দ্রিমা যাপন করল ইউস্টেস আর অগাস্টা। সে এক অদ্ভুত সময়—জাগতিক সমস্ত বিষয় ভুলে গেল ওরা, ব্যস্ত রইল পরস্পরকে নিয়ে। মাসশেষে যখন বার্মিংহামে ফিরল, তখন অনেক কিছুই বদলে গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মামলায় পরাজয়ের ফলশ্রুতি হিসেবে প্রকাশনা ব্যবসা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন মি. অ্যাডিসন আর মি. রসকো। প্রকাশ্যে জানিয়েছেন, ইউস্টেসের সঙ্গে পার্টনারশিপের উপর তেমন ভরসা নেই তাঁদের; কিন্তু আসল ঘটনা হলো—খবরের কাগজের কল্যাণে তাঁদের প্রকাশনীর অনৈতিক নিয়মকানুনের বিষয়ে সারা দেশের মানুষ জেনে গেছে। ছি ছি করছে সবাই তাঁদের নিয়ে। এ-অবস্থায় ব্যবসাটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় দুজনের পক্ষে। ব্যবসাটা খুব জরুরিও নয় তাঁদের জন্য—সারাজীবনে প্রচুর টাকা কামিয়েছেন, সেসব শুয়ে-বসে খরচ করলেও শেষ হবে না। তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাওয়াটাই ভাল বলে মনে হয়েছে অ্যাডিসন আর রসকোর জন্য।

ব্যাপারটা টের পেয়ে চমৎকার একটা চাল দিয়েছে জেমস শর্ট, খুবই কম টাকার বিনিময়ে ইউস্টেসের হয়ে কিনে নিয়েছে *মিসন'স*-এ অ্যাডিসন আর রসকোর অংশীদারিত্ব। ফলে এখন ইউস্টেস একাই বিশাল প্রকাশনীটির একমাত্র কর্ণধার।

মধুচন্দ্রিমা থেকে ফেরার দু'দিন পরই অগাস্টা আর সলিসিটর জন শর্টকে নিয়ে প্রকাশনীতে হাজির হলো ও। আনুষ্ঠানিকভাবে মি. মিসনের অফিসের চাবি ওর হাতে হস্তান্তর করল প্রতিষ্ঠানের হেড ম্যানেজার, সবাই তাকে নাম্বার ওয়ান বলে ডাকে।

তালা খুলে অফিসে ঢুকল ইউস্টেস। ম্যানেজারকে বলল, 'লেখকদের সঙ্গে গত বছরে আমরা যত চুক্তি করেছি, সেগুলো এখুনি নিয়ে এসো আমার সামনে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মি. মিসনের চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল নাম্বার ওয়ান, চেহারায় বিরক্তি। পুরনো মালিকের একনিষ্ঠ সহচর ছিল সে। ইউস্টেসকে আগেও বিশেষ পছন্দ করত না, মালিক হিসেবে এখনও করছে না। বোঝাই যাচ্ছে, পুরনো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়মকানুন বদলে ফেলার চেষ্টা করবে এই যুবক, সেটা আর যার জন্যই ভাল হোক, প্রকাশনীর হেড ম্যানেজারের জন্য ভাল হতে পারে না।

কাগজপত্রের বিশাল এক স্তূপ হাজির করা হলো ইউস্টেসের সামনে। গম্ভীর মুখে চুক্তিগুলোর কয়েকটা পড়ে দেখল ও, চেহারা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠল। প্রতিটা চুক্তিই অবমাননাকর... লোক-ঠকানো। শেষ পর্যন্ত অগাস্টার চুক্তিটা খুঁজে বের করল, সেটা তুলে দিল স্ত্রী-র হাতে।

'এই নাও,' বলল ইউস্টেস। 'আজ থেকে এই চুক্তি থেকে তুমি মুক্ত। ছিঁড়ে ফেলো ওটা।'

'না,' অগাস্টা মাথা নাড়ল। 'বাতিল লিখে সই করে দাও দলিলটাতে। এটা আমি নষ্ট করব না।'

'কেন?' ইউস্টেস বিস্মিত!

'আগে সই করো, তারপর বলছি।'

চুক্তির উপরে বড় বড় অক্ষরে লিখল ইউস্টেস: *বাতিল।* তারপর স্বাক্ষর করল নীচে।

'এটা আমি ফ্রেমে বাঁধাই করে রাখব,' দলিলটা হাতে নিয়ে বলল অগাস্টা। 'সাজিয়ে রাখব প্রকাশনীর প্রবেশপথে। এটা আমাদের সবার জন্য একটা স্মারক হয়ে থাকবে—*মিসন'স*-এর পঙ্কিল অতীত, আর বদলে যাওয়া ভবিষ্যতের!'

'ভাল বলেছ,' মাথা দোলাল ইউস্টেস। 'তা-ই করো।' নাম্বার ওয়ানের দিকে ফিরল। 'লেখক-সম্পাদক-কর্মচারী... সবাইকে বড় হলঘরে জমায়েত করো। আমি সবার উদ্দেশে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

আধঘণ্টা পর *মিসন'স*-এর বিশাল কর্মীবাহিনীর সামনে উপস্থিত হলো ইউস্টেস, অগাস্টা আর জন শর্ট। সমস্বরে ওদেরকে অভিবাদন জানাল সবাই। মাথা নুইয়ে অভিবাদনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জবাব দিল ইউস্টেস, তারপর ইশারায় বসতে বলল সবাইকে। তারপর শুরু করল কথা।

'ভদ্রমহোদয়গণ, প্রথমেই আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমার স্ত্রী মিসেস অগাস্টা মিসনের সঙ্গে। আপনারা অনেকেই ওকে এই প্রকাশনীর ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যবসাসফল উপন্যাসের লেখিকা হিসেবে চেনেন। আশা করছি আগামীতেও আরও অগণিত বই আমরা পাব ওর কাছ থেকে।' হাততালি দিল কর্মী-বাহিনী।

'আমার অপর সঙ্গী হচ্ছেন মি. জন শর্ট... আমার সলিসিটর,' বলে চলল ইউস্টেস। 'তিনি ও তাঁর ভাই মিলে আমাকে আজকের এই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছেন। দুজনের প্রতিই আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

'এবার আমার মূল বক্তব্যে আসি। আপনাদের সবাইকে আজ এখানে একত্র করার পিছনে আমার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। *মিসন'স অ্যাণ্ড কোং*-এর নতুন সত্ত্বাধিকারী হিসেবে আমি কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার করে দিতে চাই আপনাদের কাছে। প্রথম কথা হলো, চাকরি নিয়ে আপনাদের কারও কোনও ভয় নেই, মালিকানা বদল হলেও আপনারা সবাই যার যার পদে কাজ করে যাবেন... যতক্ষণ না সেই পদ থেকে অপসারিত হবার মত কিছু ঘটিয়ে বসছেন কেউ। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, এই প্রতিষ্ঠান এতদিন যে-নীতিতে চলেছে, তার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছি আমি। মি. শর্টকে কিছুদিন আগেই দায়িত্ব দিয়েছিলাম আমি, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের গত দশ বছরের সমস্ত খতিয়ান বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন, গড়পড়তা প্রতি বইয়ে সাতান্ন শতাংশ লাভ করেছি আমরা, যার সিংহভাগ গেছে আমাদের প্রাক্তন তিন মালিকের পকেটে। কিন্তু এখন থেকে তা আর হবে না। আজ থেকে আমি নিয়ম চালু করছি—বই বিক্রিতে

www.BanglaBook.org

যা লাভ হবে, তার দশ শতাংশ পাবেন লেখক, আর দশ শতাংশ পাবে প্রকাশনী। এর বাইরে আরও যদি লাভ হয়, তা হলে তার অর্ধেক যাবে একটি নতুন তহবিলে—ওটা থেকে প্রকাশনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও লেখক-সম্পাদকরা পেনশন পেতে থাকবেন...'

হাততালির ঝড় উঠল। সবাই বাহবা দিতে শুরু করেছে। মিনমিনে গলায় নাম্বার ওয়ান জানতে চাইল, 'অর্ধেক লাভ পেনশন তহবিলে যাবে বললেন... কিন্তু বাকি অর্ধেকটা?'

'সেটা লেখককেই দেব বলে ঠিক করেছি আমি,' ইউস্টেস জানাল। 'মানে... যদি তেমন লাভ হয় আর কী!'

দ্রুত হিসেব সেরে নিল অভিজ্ঞ ম্যানেজার। তারপর হতভম্ব গলায় বলল, 'আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছেন, সার? সমস্ত ঝক্কি-ঝামেলা পোহানোর বিনিময়ে প্রকাশনী পাবে মাত্র দশ পার্সেন্ট লাভ, ছাব্বিশ পার্সেন্ট যাবে পেনশন তহবিলে আর লেখক পাবে পুরো চৌষট্টি পার্সেন্ট! আ... আপনি পাগল হয়ে যাননি তো? ব্যবসা তো লাটে উঠে যাবে!'

'মোটেই না,' হাসল ইউস্টেস। 'কারণ প্রকাশনীর লাভটা সবার আগে বিক্রি থেকে নিয়ে নেব আমি, কাজেই প্রতিটা বইয়ে দশ পার্সেন্ট লাভ থাকছেই থাকছে। বই ছাপবও বাছাই করে, কাজেই লস খাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া আমার ধারণা, মোটা রয়্যালটির লোভে দেশের সব নামকরা লেখক বই ছাপতে চাইবে আমার প্রকাশনী থেকে। ওদের প্রতিটা বই থেকে দশ পার্সেন্ট লাভ নিলেই প্রচুর লাভ হবে আমাদের, এবং আমি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই। বই আসলে লেখকের সৃষ্টি, তার একার কষ্টের ফসল। তাই সেটা থেকে সবচেয়ে বড় আয় তাঁরই হওয়া উচিত। এই নীতিতেই চলবে এখন থেকে আমাদের প্রকাশনী।'

www.BanglaBook.org

'আ... আমি মানতে পারছি না,' বলল ম্যানেজার। মি. মিসনের হাতে গড়া মানুষ সে, এই অদ্ভুত নিয়ম তার জন্য সহ্যের অতীত। 'এ স্রেফ একটা তামাশা! প্রকাশনীর বদলে সব টাকা কিনা লেখককে দিয়ে দেয়া হবে? এমন অদ্ভুত প্রতিষ্ঠানে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়।'

'তা হলে চলে যেতে পারো,' শান্ত গলায় বলল ইউস্টেস। 'আমার নীতি যাদের পছন্দ হচ্ছে না, তাদের কাউকেই জোর করে আটকে রাখতে চাই না আমি। বড় ধরনের একটা পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানে, সেটার সঙ্গে যারা মানিয়ে নিতে পারবে না, তাদের এখানে থাকার দরকার নেই। কী... কথা বলো তোমরা! কে কে চলে যেতে চাও? হাত তোলো।'

বলা বাহুল্য, কেউই হাত তুলল না। ইউস্টেস মিসনের নীতিটা পছন্দ হয়েছে সবার। অবসর-জীবনে পেনশন পাবার কথা শুনে আরও বেশি আকৃষ্ট হয়েছে ওরা। এই অবস্থাতে প্রকাশনী ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা চিন্তাও করা যায় না।

'বেশ,' সন্তুষ্ট গলায় বলল ইউস্টেস, 'তোমরা সবাই যখন রাজি, তা হলে আর কোনও সমস্যা দেখছি না। আগামী সপ্তাহের এই দিনে তোমাদের সবার জন্য পম্পাডর হলে দুপুরের খাওয়ার দাওয়াত রইল। সেখানেই আমরা এই নতুন নিয়ম আর নতুন যুগের আনুষ্ঠানিক সূচনা করব। আর হ্যাঁ, নম্বর ধরে ডাকাডাকির নিয়মটাও তুলে দিতে চাই আমি। ব্যাপারটা বড্ড অবমাননাকর। মানুষের স্বাতন্ত্র্য আর স্বাধীনতার সরাসরি লঙ্ঘন। তাই আজ থেকে সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকবে, কী বলো তোমরা?'

হৈ-হল্লা করে সিদ্ধান্তটাকে স্বাগত জানাল সবাই। তুমুল করতালির মধ্যে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল ইউস্টেস, অগাস্টা আর জন শর্ট।

আধঘণ্টা পর পম্পাডর হলে ফিরে এল মিসন-দম্পতি।

www.BanglaBook.org

গাড়ি-বারান্দায় ওদেরকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছিল ছ'জন বিশালদেহী চাকর। তাদের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় অগাস্টা বলল, 'এদেরকে দেখলেই আমার কেমন যেন লাগে। মাত্র দু'জন মানুষ আমরা, এত চাকরের দরকার কী?'

'ঠিক বলেছ,' ইউস্টেস একমত হলো। 'চাকর-বাকরের সংখ্যা কমিয়ে দিতে হবে।'

ডিনারের সময় অগাস্টার অস্বস্তি আরও বাড়ল। বিশাল ডাইনিং হলে খেতে বসেছে ওরা, সারাক্ষণই খাবারের পাত্র নিয়ে আসা-যাওয়া করছে চাকর-বাকরের দল। বাটলার জনসন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে পিছনে, মনিবদের সেবার জন্য সদা-প্রস্তুত। তার সামনে ঠিকমত খাওয়াদাওয়াই করতে পারল না ও।

'এই প্রাসাদ আমার আর ভাল্লাগছে না, ইউস্টেস,' ডিনারশেষে স্বামীকে বলল অগাস্টা। 'এমন প্রাচুর্য, বা সেবাযত্নে অভ্যস্ত নই আমি; দম আটকে আসছে।'

'বুঝতে পারছি,' ইউস্টেস মাথা ঝাঁকাল। 'আমারও মনে হচ্ছে, এই বিশাল বাড়ির বদলে ছোট্ট, শান্ত কোনও ঘরে থাকতে পারলে অনেক ভাল হতো। তোমাকে আরও ভালমত কাছে পেতাম।'

'সেটা কি সম্ভব?'

'নিশ্চয়ই সম্ভব। এই প্রাসাদ আমি বিক্রি করে দেব, অগাস্টা। নতুন একটা বাড়ি কিনব... নিজেদের বাড়ি! শুধু তোমার আর আমার!'

হাসি ফুটল অগাস্টার ঠোঁটে। স্বামীকে জড়িয়ে ধরল ও।

পরদিন খুব ভোরে জেগে উঠল অগাস্টা। ভোরের আলো তখনও ঠিকমত ফোটেনি বাইরে। একটা স্বপ্ন দেখেছে ও, আর সেই স্বপ্নই ভাঙিয়ে দিয়েছে ঘুমটা। পাশ ফিরে স্বামীর কাঁধ ধরে ঝাঁকি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিল।

'ইউস্টেস! জেগে ওঠো! জরুরি একটা কথা বলতে চাই তোমাকে।'

'কী ব্যাপার?' হাই তুলে জিজ্ঞেস করল ইউস্টেস। 'এই সাতসকালে কী এমন জরুরি কথা?'

'একটা স্বপ্ন দেখেছি, সেটা সত্যি করতে চাই।'

'কী স্বপ্ন?'

'আমাদের তো টাকার অভাব নেই, ইউস্টেস। একটা ভাল কাজ করতে পারি না? ধরো... একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করালাম, যেটা দুস্থ-লেখকদের সাহায্য করবে? ভেবে দেখো, কত্ত উপকার হবে তাদের! আর কোনোদিন টাকার অভাবে কোনও জিনি স্মিদার্স বিনা-চিকিৎসায় মারা যাবে না!'

'খুব ভাল প্রস্তাব,' বলল ইউস্টেস। '*মিসন'স*-এর পাপের বোঝাও হালকা হবে তাতে। যাদের সঙ্গে অতীতে অন্যায় করেছে চাচা, তাদের সবাইকে আমরা সাহায্য করতে পারব।'

'আমি এখুনি প্রতিষ্ঠানটার একটা খসড়া তৈরি করছি!' বিছানা থেকে নেমে গেল অগাস্টা। কাগজকলম নিয়ে বসে পড়ল টেবিলে।

মুখে স্মিত হাসি নিয়ে স্ত্রী-র উচ্ছ্বাস দেখল ইউস্টেস। কিছুক্ষণ পর ঘুমজড়িত গলায় জানতে চাইল, 'অগাস্টা, তুমি কি সুখী?'

'অবশ্যই, ইউস্টেস,' কলম থামিয়ে বলল অগাস্টা। 'মানে... ওই চাকর-বাকর আর অগাধ ধনসম্পদের যন্ত্রণাকে বাদ দেয়া হয় আর কী!'

'অবাক করলে দেখছি!'

'কেন?'

'কাঁধের ওই উল্কিটার জন্য,' হাই তুলল ইউস্টেস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'চাকর-বাকর, কিংবা ধনসম্পদের বদলে ওটার কথাই বলবে বলে ভেবেছিলাম আমি।'

'তা বলব কেন? উল্কিটা... মানে মি. মিসনের উইলই তো আমার সুখের চাবিকাঠি!'

আর কিছু না বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল ইউস্টেস। অগাস্টা ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাগজ-কলম নিয়ে।

(শেষ)

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG